বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব

এম. ফিল অভিসন্দর্ভ

১৯৮৯

দিল আফরোজ কাজী

বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব

এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ

১৯৮৯

গবেষক
দিল আফরোজ কাজী
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ রফিকুল ইসলাম
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

324706

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে "বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব" শীর্ষক এম, ফিল গবেষণার কাজ শুরু করেছিলাম ১৯৮৪ সালে। বিভিন্ন রকম প্রতিকূল অবস্থার কারণে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হলো এই কাজ সম্পন্ন করতে। এই অনভিপ্রেত কালক্ষেপণের জন্য আমি দুঃখিত।

বাংলাদেশ, বাঙালী এবং বাংলাভাষা এই তিনটি শব্দ যেহেতু একই সূত্রে গ্রথিত সেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে এবং সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী বলেই আমি "বাংলাভাষায় বিদেশী প্রভাব" শীর্ষক গবেষণার কাজে উৎসাহী হয়েছি। কারণ দেশ স্বাধীন হবার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও বাঙালীদের মধ্যে বাংলাভাষাকে বাদ দিয়ে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের দিকেই অধিক ঝোঁক দেখা যায়। এ ব্যাপারে বাংলা পরিভাষার অভাবকেই দায়ী করা হয় - উচ্চ শিক্ষায় এবং সরকারী কাজে সর্বত্রই। তাই আমি বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাবকে চিহ্নিত করতে গিয়ে অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষার স্বরূপকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এবং এটাই বোঝাতে চেয়েছি যেহেতু ভাষা কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয়, সমষ্টির ইচ্ছা, চেষ্টা এবং অভ্যাসে এর বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বিস্তার। সেহেতু ভাষা কোন স্থবির বস্তু নয়, বহতা নদীর মতো এ বেগবান। তাই এতে আছে পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন। এ প্রসঙ্গে একজন গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লেইটাসের একটি মন্তব্য স্মরণ করতে হয়। তিনি বলেছিলেন - সব কিছুই পরিবর্তনশীল, কোন কিছুই স্থির নয়। এই নিরিখে এ কথাই বলতে হয় যে, শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয় প্রতিটি সমাজ তথা পুরো সভ্যতার ক্ষেত্রেই তো পরিবর্তনের ধারা বইছে।

আমাদের আধুনিক বাংলাভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাথেকে উদ্ভূত হয়ে ক্রমশঃ বিবর্তিত এবং বিভিন্ন রকম বিদেশী ভাষা প্রধানতঃ আরবী, ফারসী ও ইংরেজি ভাষা দ্বারা প্রভাবিত এবং বিকশিত হয়ে বর্তমান আধুনিক রূপ লাভ করেছে। কাজেই বাংলা ভাষায় যে বিদেশী প্রভাব রয়েছে তাকে বর্জনের কোন চেষ্টা না করে নিজস্ব সম্পদের মতো স্বাভাবিক

Dhaka University Institutional Repository

বলে মেনে নেয়াই সমীচীন । তবে অপ্রয়োজনে বিদেশী শব্দ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নয় । এতে ভাষার সৌন্দর্য এবং মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় । যে সব ইংরেজি শব্দ ইতিমধ্যে বাংলা-ভাষায় নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে সেগুলোকে বাংলা রূপ দিতে গিয়ে অকারণে দুর্বোধ্য শব্দ বানানোর কোন প্রয়োজন নেই । সে সব শব্দগুলোকে বরং মেনে নিলেই ভাষার সৌন্দর্য রক্ষা পাবে । যে কোন জীবন্ত ভাষাই সম্পর্কিত হলে অন্য কোন ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং এটাই স্বাভাবিক । অধিকন্তু সে ভাষাটি যদি হয় অধিকতর শক্তিশালী, প্রভাবশালী এবং গ্রহণযোগ্য । আজকের বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী যে ইংরেজি ভাষা সেও তার বিকাশের সময় লাতিন এবং গ্রীক ভাষাদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ।

এই গবেষণার কাজে আমার ধৈর্য এবং আন্তরিকতার কোন অভাব ছিলোনা কিন্তু অভাব ছিল সময়ের । এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি গবেষণা করার সময় কমই পেয়েছি । বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের সমস্যাপীড়িত জীবনের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এই গবেষণা কাজটি যে আমি সম্পন্ন করতে পারলাম, সে জন্য অনেকেরই সাহায্য এবং উৎসাহ আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে । আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এই কাজ সম্পন্ন করতে আমাকে সাহায্য করেছেন । শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় শিক্ষকগণ বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন আমাকে । এছাড়া একাজে বিভিন্ন সময়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন আমার সহযোগী কেলো জনাব মুস্তাফা মজিদ , আমার ভগ্নীপতি জনাব আশরাফ উদ্দীন খান, যিনি সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসাবে কর্মরত এবং জনাব তমিজউদ্দিন যিনি একই ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসাবে কর্মরত আছেন । জনতা ব্যাংকে কর্মরত

Dhaka University Institutional Repository

বাবু গিরীশ চন্দ্র রায় যত্নসহকারে নির্ভুলভাবে অভিসন্দর্ভখানি টাইপ করার চেষ্টা করেছেন। তবুও সময়ের অপ্রতুলতাহেতু তড়িঘড়ি করে কাজটি সম্পন্ন করায় কোথাও কোথাও ভুলভ্রান্তি থাকা অবান্তর নয়। তবে আমি আপ্রান চেষ্টা করেছি নির্ভুলভাবে কাজটি করার জন্য। সর্বোপরি আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মা এবং আমার স্বামী জনাব আতাউর রহমানের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতায় আমি কাজটি সম্পন্ন করতে পারলাম। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

দিল আফরোজ কাজী

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিসেম্বর, ১৯৮৯ইং।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়সমূহ		শিরোনামসমূহ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	১।	বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা	৩
	২।	(ক) বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৮
		(খ) বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের রেখাচিত্র	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাবের স্বরূপ	১৯
	১।	(ক) বাংলা ভাষায় আরবী–ফারসী ভাষার প্রভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি	২৩
		(খ) বাংলা ভাষায় আরবী–ফারসী ভাষার প্রভাবের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাকসংগঠনগত বিশ্লেষণ	৩০
	২।	(ক) বাংলা ভাষায় ইংরেজী ভাষার প্রভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি	৩৭
		(খ) বাংলা ভাষায় ইংরেজী ভাষার প্রভাবের ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক ও বাকসংগঠনগত বিশ্লেষণ	৪২
	৩।	বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ ভাষার প্রভাবের স্বরূপ ও ইতিহাস	৬১
	৪।	অন্যান্য ভাষার প্রভাব	৬৮
তৃতীয় অধ্যায়		বাংলা ভাষায় আগত বিদেশী শব্দের তালিকা	
	১।	বাংলা ভাষায় আগত আরবী–ফারসী শব্দাবলী	৭২
	২।	বাংলা ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দাবলী	১৫৮
	৩।	বাংলা ভাষায় আগত তুর্কী শব্দাবলী	১৮৭
	৪।	বাংলা ভাষায় আগত পর্তুগীজ শব্দাবলী	১৯০
	৫।	বাংলা ভাষায় আগত অন্যান্য শব্দাবলী	১৯৩
চতুর্থ অধ্যায়	১।	উপসংহার	১৯৬
	২।	সহায়ক গ্রন্থাবলী	২০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

জন্মের পর প্রথম অবস্থায় মানুষের পরিচয় কেবল প্রাণী হিসাবে। ধীরে ধীরে প্রাণিত্বের সাথে তার বুদ্ধিবৃত্তি যুক্ত হতে হতে সে মানুষ হয়ে উঠে। তার এই যে বুদ্ধিবৃত্তি তা প্রকাশের বাহন হিসাবে কাজ করে ভাষা। মানব মনের এই যে ভাব প্রকাশের বাহন যা বিভিন্ন বাকপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে অপরের বোধগম্য হয়ে উচ্চারিত হয় তাকেই বলে ভাষা। তখন পরস্পরে মিলে ভাবের, চিন্তার এবং মনের আদান-প্রদানে মানুষ গড়ে তোলে সমাজ এবং সভ্যতা। এই ভাষা না থাকলে মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানব ধর্ম থেকে বঞ্চিত হতো। অর্থাৎ মূল কথা হলো-ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে।

অভিন্ন উৎস-মূল থেকে সকল মানব-প্রজাতির উদ্ভবঃ এই আপ্তসত্য স্বীকৃতি পেয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সভাতেও *। তারাও কোন না কোন ভাষার মাধ্যমেই ভাব প্রকাশ করতো। হয়তো সে ভাষা পরিপূর্ণ ছিল না। তারপর সময়ের স্রোতে বিশাল জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নানা রকম ভাষা। কালের স্রোতে ভাষাও হয়েছে স্রোতস্বিনী,তাই সভ্যতার বিস্তারের সাথে সাথে ভাষার ঘটেছে বিস্তৃতি। এদের সংখ্যা এখন প্রায় চার হাজার। তুলনামূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে এদেরকে কয়েকটি ভাষা বংশে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং এদের প্রত্যেকটির শাখা-প্রশাখা রয়েছে। কয়েকটি মূল ভাষাই বিবর্তিত হতে হতে আজকের এই ভাষাগুলোর সৃষ্টি অথচ একটির সাথে অন্যটির সাদৃশ্য কমই। কারণ দেশ ও কালভেদে ভাষার পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে, বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সৃষ্টি করে মানুষ তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। মূলতঃ ওই সব শব্দ নির্দিষ্ট পরিবেশের মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক মাত্র। এজন্যেই বিভিন্ন দেশের মানুষের বিভিন্ন রকম ভাষা। সে ভাষা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষ আজ যে ভাষা ব্যবহার করছে হাজার বছর পূর্বেও তাদের ভাষা ঠিক এরকম ছিল না।

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ভাষার অবদান সবচেয়ে বেশী। ভাষা যেমন মানব সভ্যতার পূর্বশর্ত,অপরদিকে সভ্যতার বিকাশ ভাষাকে দিয়েছে গতি। আর তাই ভাষা কোন স্থিতিশীল বস্তু

---

* ইউনেস্কো : জাতি সমস্যার জীবতাত্ত্বিক সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে (মস্কো : ১২ - ১৮ আগষ্ট, ১৯৬৪) গৃহীত সিদ্ধান্ত। মিখাইল নেস্তুর্খ, মানব-সমাজ : প্রজাতি, জাতি, প্রগতি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

না হয়ে, হয়েছে গতিশীল ধারা। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "কোন ভাষা কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। ভাষা হচ্ছে নদীর মতো বহতা, ভাষা কুয়া বা জলাশয়ের মতো স্থির বা নিশ্চল নয়। ভাষার স্রোত বইতে বইতে নানা জায়গা থেকে শব্দ নিয়ে তার জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। নিজের শব্দ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বদলাতে থাকে, বদলায় উচ্চারণে, বদলায় অর্থে। নিজের ধাতু-প্রত্যয় নিয়ে, অন্য শব্দ নিয়ে ভাষা নোতুন নোতুন শব্দ বানাতে বানাতে চলতে থাকে, আবার নিজের শব্দ নানা কারণে ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে যায়।[১] এ প্রসঙ্গে আরেকটি মন্তব্য স্মরণ করা যায় - "নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়া যায় না, ভাষাও তেমনি। একমাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিষ্ট করে। ভাষার গতি কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন হতে পারে না।"[২]

সভ্যতার বিকাশে পৃথিবী দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। একটি দেশের সাথে আরেকটি দেশের এখন আর দুস্তর ব্যবধান নেই। প্রত্যেকটি দেশ একে অপরের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে তারই পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে ভাষা। সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ তথা রাষ্ট্রের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর সে বিনিময়ের প্রধান বাহনই হলো ভাষা। যেহেতু মানব মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের একমাত্র মাধ্যমই হলো ভাষা। কাজেই ভাষার পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সভ্যতার অগ্রযাত্রার মতই এটাও ভাষারই অগ্রযাত্রা। মানবজীবন যেমন কতগুলো স্তর পার হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে ভাষাও তেমনি। এরও আছে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন, আছে বার্ধক্য। কোন ভাষার উদ্ভবের সময় যে রূপ থাকে, ধীরে ধীরে তার বিকাশ হতে থাকে। এবং একসময় তা সবরকমের ভাব প্রকাশের অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় সে ভাষা আন্তর্জাতিক মানেরও হয়ে যেতে পারে। আবার কালের স্রোতে সে ভাষাই একসময় বিলীন হয়ে যেতে পারে। মানব জীবনের সাথে ভাষার পার্থক্য এখানেই কেবল, মানবজীবনের পরিধি খুবই কম, ভাষার তেমন নয়, একটি ক্ষীণকায় নদী এবং মহাসাগরের মধ্যে যে ব্যবধান অনেকটা সেরকমই। তাই কোন ভাষার এই বিকাশ অনুধাবন করতে হলে সে ভাষা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানলাভের প্রয়োজন।

---

১ বাঙালা ভাষা প্রসঙ্গে - শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় "জিজ্ঞাসা" কলিকাতা ৯, কলিকাতা ২৯, ১ম প্রকাশ-১৯৭৫, পৃঃ ৬৩।

২ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ ৩১-১২-৪৮ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

মানবজীবনের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিটি ভাষার আয়ু সমান নয়। এমন কতগুলো ভাষা ছিল যারা লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদেরকে বলে মৃত ভাষা। যে সব ভাষা সুদীর্ঘকাল টিকে আছে তাদেরকে বলে জীবন্ত ভাষা। প্রত্যেক জীবন্ত ভাষাই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কোন ভাষায় বিদেশী প্রভাব কিভাবে আসে, এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে-যখন কোন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ধর্মীয় বা অন্য যে কোন কারণেই হোক পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়ে এবং মিলে মিশে একসাথে বাস করতে থাকে তখন জাতিগত বা রক্তের সংমিশ্রণের সাথে সাথে সংস্কৃতি তথা ভাষাগত সংমিশ্রণ ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। পৃথিবীর যে দেশেই এরকম বিভিন্ন ভাষাভাষি জাতি একত্রে বসবাস করেছে সেই দেশের ভাষার উপর সে সব ভাষার প্রভাব পড়েছে।

এছাড়াও দেখা যায় যে, কোন দেশের মানুষের প্রচলিত মুখের ভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বিদেশী ভাষা যখন প্রশাসনের ভাষা হয়ে যায় তখন তার ব্যবহার আস্তে আস্তে জনজীবনেও সংক্রমিত হতে থাকে। এর মধ্যে কোন শব্দ যদি প্রচলিত শব্দের চেয়ে অধিক শ্রুতিমধুর, সহজ এবং যথোপযুক্ত বলে মনে হয় তখন সে শব্দটি প্রচলিত ভাষার শব্দের চেয়ে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। এছাড়াও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রশাসনের ভাষার প্রতি অধিক দুর্বল থাকে বলে তারা প্রচলিত মুখের ভাষার চেয়ে সেই ভাষাটিই অধিক ব্যবহারে সচেষ্ট থাকে।

এর ফলে দীর্ঘকালীন সময় ব্যবধানে কিছু প্রভাব জনজীবনেও এসে যায়। এসব কারণে ক্রমে ক্রমে কিছু শব্দ প্রচলিত শব্দকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই স্থায়ী আসন করে বসে। অনেক সময় এরকমভাবে ব্যাকরণগত এবং বাক্যগঠনগত প্রভাবও এসে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলে কোন ভাষায় যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা একসময় এমনই স্বাভাবিক হয়ে যায় যে, তা ভাষার নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়, তখন একে আর বিদেশী প্রভাব বলে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষার প্রভাবের ক্ষেত্রেও এসব কারণই কাজ করছে। এবং লক্ষনীয় যে এসব বিদেশী প্রভাব বাংলা ভাষায় এমনই স্থায়ী আসন করে নিয়েছে যে এটা ভাষার নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত না করলে আজকের সাধারণ মানুষ এই বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে বলতে হলে প্রথমে বলা দরকার বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে এর ইতিহাস সম্পর্কে অর্থাৎ এর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে । কোন ভাষা নিজে কি,তা না জানলে বা না বললে,তাতে বিদেশী প্রভাব আছে কিনা,বা থাকলে তার স্বরূপ কি,এ সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ হয়ে উঠে না । আমাদের আজকের যে বাংলা ভাষা তা চিরকাল এরকম ছিল না । সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে আদিম এক ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান আধুনিক বাংলায় রূপ নিয়েছে ।

পৃথিবীতে প্রায় পাঁচশত কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে প্রায় চার হাজার ভাষা । ভাষাতত্ত্ববিদেরা এই ভাষাগুলোকে ছাব্বিশটি ভাষা পরিবারে ভাগ করেছেন । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী । কারণ পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী মানুষ এ ভাষায় কথা বলে, পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে এ ভাষা প্রচলিত । এই গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই ভাষাতত্ত্বের জন্ম এবং এ গোষ্ঠীর অতীত লিখিত নিদর্শনও প্রচুর । এ গোষ্ঠীর ভাষাভাষীরাই আধুনিক সভ্যতায় সভ্য । এ গোষ্ঠীর একশত ত্রিশ কোটির অধিক লোকপ্রায় একশত বত্রিশটি ভাষায় কথা বলে, বাংলা ভাষা তার মধ্যে অন্যতম ।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলোর জননীকে বলা হয় আদিম বা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (Primitive Indo European) আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব তিন হাজার অব্দে এ ভাষা সৃষ্টিশীল হতে আরম্ভ করে । পৃথিবীর কোন অঞ্চল থেকে এ ভাষা উদ্ভূত তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল । কিন্তু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের বিচারে অধিকতর সমর্থিত মতামত হলো উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল বা উত্তর-পশ্চিম কিরগিজ তৃণভূমি অর্থাৎ দক্ষিণ -পূর্ব রাশিয়ার ইউরেশীয় অঞ্চলই ছিল মূল কেন্দ্র । মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাথমিক বিভাগ হলো 'কেন্তুম' এবং 'শতম' । তালব্য ' K ' এর উচ্চারণ বিভেদ থেকেই এই বিভাগের সৃষ্টি । সেখানে ' K ' এর উচ্চারণ রক্ষিত আছে সেটা কেন্তুম, যেখানে ' K ' একজাতীয় ' S ' হিসাবে উচ্চারিত সেটা 'শতম' । ভারতীয় উপমহাদেশের ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রভুক্ত আর্যভাষাসমূহ 'শতম' শাখাভুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি শাখা প্রথমে আদিম বাসস্থান থেকে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া, কাজাকস্থান এবং ককেশাসের দিকে এবং ককেশাস পর্বতমালা অতিক্রম করে উত্তর মেসোপটেমিয়ায় যায় এবং এশাখাটি সেখানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত করে। ২৫০০-১৫০০ খ্রীঃ পূর্ব পর্যন্ত এ শাখাটি মেসোপটেমিয়ায় বিশিষ্ট রূপ ধারণা করে এবং আসিরিয়ান ও ব্যবিলনের সেমেটিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। উত্তর মেসোপটেমিয়ায় আগত বসবাসকারী ইন্দো-ইউরোপীয়রা সংখ্যায় কম হলেও সংঘবদ্ধ থাকার ফলে তারা নতুন সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যায়নি সম্পূর্নভাবে। কিছু ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ ও নাম পাওয়া গেছে আসিরীয় ব্যবিলনীয় ভাষায় লিখিত মিতান্নি শিলালিপিতে, এগুলো বেদ আবেস্তা এবং প্রাচীন ফার্সী থেকেও পুরাতন অর্থাৎ প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নিদর্শন।

মেসোপটেমিয়া থেকে মূল ভাষাসহ ইন্দো-ইউরোপীয়দের কয়েকটি উপজাতি ইরান এবং ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে, এরাই আর্য নামে পরিচিত। তখন পশ্চিম ইরান থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত সম্ভবতঃ অনার্য দ্রাবিড় শ্রেণীর মানুষেরা বাস করতো। হরপ্পা ও মহেনজোদারোর সভ্যতার নিদর্শন সম্ভবতঃ এদেরই। এদের ভাষা ও সংস্কৃতি দ্বারা ইরান ও ভারতবর্ষে আগত আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। সুতরাং আর্যরা আসিরিয় ব্যবিলনীয় সভ্যতা, ইরান ও ভারতের আর্যপূর্ব এবং প্রাচীন পারস্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলই আর্যবসতির প্রথম কেন্দ্রস্থল। ঋগবেদ সংহিতার চিত্র অনুসারে আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, রাজপুতনার অংশবিশেষ এবং সরযু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্বাঞ্চলই আর্যবসতির ভৌগোলিক অবস্থান। এদের মধ্য থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের সূত্রপাত। "ঋগবেদে ভারতের আদিম অধিবাসীরা অর্থাৎ অনার্যরা উল্লিখিত হয়েছে দাস, দস্যু বা অসুরনামে, এই 'দাস' উপজাতিদের বাস গাঙ্গেয় উপত্যকায়, ভারতের দক্ষিণপূর্ব ও পূর্বদিকে আর্যদের

Dhaka University Institutional Repository

অভিযানে এই অনার্যরা ছিল প্রতিপক্ষ। সম্ভবতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকার এই অনার্য দাসরাই বাঙালী জাতির পূর্বপুরুষ।"[১]

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের সময়কাল খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০ - ৬০০ শতাব্দ। এসময়ে রচিত সাহিত্য সম্ভার মূলত শ্রুতি আশ্রিত ভনিতাহীন অপৌরুষের রচনা। এসব রচনা সম্ভার একই সময়ে এবং একই স্থানে রচিত হয়নি বলেই এদের ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোও একনিষ্ঠ নয়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের বিভিন্ন উপস্তরগুলোকে এভাবে দেখানো যায় :-

১। প্রাচীনবৈদিক যুগ (১২০০ - ১০০০ খ্রীঃ পূঃ) ঋক্ বেদ সংকলন

২। অর্বাচীন বৈদিক যুগ (১০০০-৮০০ খ্রীঃ পূঃ)

৩। বেদোত্তর বা প্রাক সংস্কৃত যুগ (৮০০-৩০০ খ্রীঃ পূঃ)

৪। সংস্কৃত যুগ ।

ক) কালিদাস পূর্ব যুগ (খ্রীঃপূঃ ৫০০-৫০০ খ্রীষ্টাব্দ)

খ) কালিদাস উত্তর যুগ (খ্রীষ্টীয় ৫০০ -)

"প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটেছিল ধর্মীয় আবেদনকে গ্রাহ্য করে, প্রকাশ-বাহনও ছিল শিষ্ট আঞ্চলিক ভাষাদর্শ (Regional Standard)। কিন্তু সংস্কৃত যুগে এসে রচনার বিষয়বস্তু যেমন হয়ে উঠলো বহুমুখী, সাহিত্যিক আবেদনে চিরায়ত, ভাষা-মাধ্যমও তেমনি হয়ে দাঁড়ালো পরিশীলিত অভিজাত সমাজের স্বচ্ছ দর্পণ, আর এই মার্জিত সংস্কৃতিপুষ্ট সমাজের প্রতিভূ হলেন মধ্যদেশীয় সম্ভ্রান্তজন।"[২] প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সামগ্রিক চিত্রে কেবল বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষা নয়, অ-বৈদিক এবং অ-সংস্কৃত লোক ভাষার লৌকিক ধর্মের প্রভাব এবং অবদানও আছে। সম্ভবতঃ এই কথ্য উপাদান ও উপভাষাগুলোই হলো মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার (প্রাকৃত) প্রকৃত জননী।

---

১. রফিকুল ইসলাম 'ভাষাতত্ত্ব' নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৫ পৃঃ ৩২৫।

২. পরেশ চন্দ্র মজুমদার 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা' সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯ ১ম খন্ড - ১ম প্রকাশ মাঘ, ১৩৮৩, পৃঃ ৯।

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিক আর্য সভ্যতার প্রসার আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠশতকের দিকে বাঙলার উত্তর পূর্ব সীমান্তের কাছে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বেদাচারহীন ব্রাত্যদের আধিপত্য ছিল তখন মগধ পর্যন্ত। ভারতীয় আর্যের মধ্যমস্তর (প্রাকৃত) বা মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষা শুরু হয় তাদের মুখেই। বাংলাদেশে আর্য-সংস্কৃতির প্রচারক এই প্রাকৃত ভাষী মাগধী ব্রাত্যরাই।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন স্তর :

ক) আদি মধ্যভারতীয় আর্য (৬০০-২০০ খ্রীঃ পূর্ব)
(অশোক লিপি ও পালি)

খ) আদি ও মধ্য মধ্য ভারতীয় আর্যের সন্ধিস্তর
(আদি শিলালিপি সমূহের প্রাকৃত খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী) ২০০ খ্রীঃপূঃ ২০০ খ্রীঃ।

গ) মধ্য মধ্য ভারতীয় আর্য ২০০ -৬০০ খ্রী :
(নাটকীয় প্রাকৃত, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, জৈন, অর্ধ-মাগধী)।

ঘ) অন্ত্য মধ্য ভারতীয় আর্য ৬০০-১০০০ খ্রীঃ
অপভ্রংশ পশ্চিমা এবং শৌরসেনী অপভ্রংশ।

ভাষার বিবর্তন এবং মধ্যযুগের ভারতের বিভিন্ন আদর্শের দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফল হিসাবে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাকৃতের উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একমাত্র বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা, আর বৌদ্ধ বা জৈনরা জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করেছিলেন। পালি ভাষা গ্রহন করেছিলেন দক্ষিণ-ভারতের বৌদ্ধ হীনযান-মতাবলম্বীরা, উত্তর ভারতের বৌদ্ধ মহাযানীরা গ্রহন করেছিলেন সংস্কৃত প্রাকৃত মিশ্রিত এক শঙ্কর বৌদ্ধ সংস্কৃত। শ্বেতাম্বরপন্থী জৈনরা গাঁথা সাহিত্য রচনার জন্য নিয়েছিলেন অর্ধমাগধী আর গাঁথা নয় এমন সাহিত্যের জন্য জৈন মহারাষ্ট্রী। জৈন শৌরসেনীতে দিগম্বর পন্থী জৈনদের গাঁথা সাহিত্য রচিত হয়েছিল। ব্যাপক অর্থে- সমগ্র মধ্য ভারতীয় আর্য

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার সাধারণ নাম হলো প্রাকৃত । খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হলো এর সময়কাল ।

অপভ্রংশকে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় শেষ স্তর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন গ্রীয়ারসন, পিশ্যাল, চ্যাটার্জী প্রমুখ পন্ডিতেরা। প্রাচীন বৈয়াকরনেরা অনেকেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পাশে স্বাধীন কাব্যিক রীতিসম্মত শিষ্ট সাধুভাষার মর্যাদা দিয়েছেন অপভ্রংশকে । দশম শতকের সমসাময়িক অনেকে অপভ্রংশকে বলেছেন দেশী ভাষা । প্রাকৃত বৈয়াকরনেরা অনেকস্থানে অপভ্রংশ এবং প্রাকৃতকে একাকার করে ফেলেছেন । গ্রীয়ারসন, পিশেল, ভান্ডারকর, ব্লক, উলনার প্রমুখ পন্ডিতেরা মনে করেন মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তরের যথার্থ জনপদ ভাষা হলো সংস্কৃত প্রভাববর্জিত শৌরসেনী অপভ্রংশ । এমত সবার কাছে গ্রহনযোগ্য নয় । য়্যাকবি, কীথ, আলসডর্ফ প্রমুখ পন্ডিতের মতে অপভ্রংশ হলো মূলতঃ প্রাকৃত, তাই তার ব্যবহার কাব্য এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । শব্দভান্ডার ধ্বনিসংগঠনগত দিক থেকে অপভ্রংশ প্রাকৃতশ্রয়ী আর বাকসংগঠন ও রূপসংগঠনগত দিক থেকে তা দেশী ভাষার কাছাকাছি । আর এই দেশী ভাষা অপভ্রংশ ও কথ্য ভাষার মতো, আধুনিক ভাষাগুলোরও মূল উৎস । য়্যাকবি মনে করেন দেশী ভাষা হলো একজাতীয় মিশ্র ভাষা যার উৎস হলো কিছু সংস্কৃত বা লৌকিক সংস্কৃত, কিছু অষ্ট্রিক বা মুন্ডা এবং কিছু দ্রাবিড় উপাদান । তিনি আরও মনে করেন, দেশী ভাষা হলো সর্বভারতীয় জনপদ ভাষা অর্থাৎ মানুষের মুখের ভাষা। আধুনিক আর্যভাষা সমূহের বহু শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ঠিক একারনেই । আর এই জনপথ ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহের ক্ষমতা প্রাকৃতের চেয়ে অপভ্রংশের ছিল বেশী কারন প্রাকৃত ছিল সংস্কৃতের অনুসারী। জনপথ ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহের ক্ষমতার জন্যই অপভ্রংশ লোক ভাষার কাছাকাছি । কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বাদশ শতক থেকে অপভ্রংশ হয়ে উঠলো সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতো কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।

নবীন ভারতীয় আর্যভাষা বা আধুনিক ভাষাগুলোর উৎপত্তি প্রসঙ্গে পরেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন," ধ্রুপদী সংস্কৃত নয়, লোকসংস্কৃত বা কথ্য সংস্কৃত-কেন্দ্রিক বিবর্তনের ফলেই জন্ম নিয়েছে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা। অনুরূপভাবে কোন সাহিত্যিক শিষ্ট প্রাকৃত নয়,

Dhaka University Institutional Repository

কথ্য প্রাকৃত থেকেই উদ্ভূত হয়েছে নবীন ভারতীয় আর্যভাষাগুলি"[১] এবং ডঃ রফিকুল ইসলাম বলেন– "অপভ্রংশ তথা অবহট্‌ঠ সাহিত্য পদবাচ্য সাধুভাষাই, অপভ্রংশে লৌকিক উপাদান যথেষ্ট থাকলেও এ ভাষা কেবল কাব্যেই ব্যবহৃত । অপভ্রংশ কখনও সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল না, দেশী ভাষাই ছিল সর্বসাধারণের কথ্য বা মুখের ভাষা । দেশী ভাষার উপাদান অপভ্রংশে কিছু পাওয়া গেলেও অপভ্রংশে অব্যবহৃত এমন বহু শব্দ এখনকার ভাষায় পাওয়া যায় । সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয় যে অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট ভাষা থেকে আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়নি প্রাদেশিক ভাষাগুলো এসেছে কথ্য দেশী ভাষা থেকে । সর্বোপরি বাঙলা, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে আগের কোন অপভ্রংশ ছিল কিনা সন্দেহ, আর থাকলেও তার সঙ্গে বর্তমান ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন ।"[২]

দশম একাদশ শতকেই বাংলা, হিন্দী, উর্দু, মারাঠী, সিংহলী, মালদ্বীপী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরি, উড়ীয়া, মৈথিলী, ভোজপুরি, জিপসী, লাহন্দী এসব আধুনিক ভাষা-গুলোর উদ্ভব প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে । দেশী ভাষাই যে এসব ভাষায় পূর্বরূপ তার প্রমান হিসাবে দেখা যায় যে, এসব ভাষায় বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এখনও বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায় রক্ষিত । ত্রয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বাংলা ভাষা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় । এবং পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই এর পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় ।

---

১. পরেশ চন্দ্র মজুমদার 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা' সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা । ১ম খন্ড–১ম প্রকাশ মাঘ, ১৩৮৩, পৃঃ ১৫ ।

২. রফিকুল ইসলাম 'ভাষাতত্ত্ব' নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৩১ ।

এই পরিচ্ছেদটির কিছু অংশ উক্ত বইদু'টো থেকে মর্মীকরণ করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের রেখাচিত্র

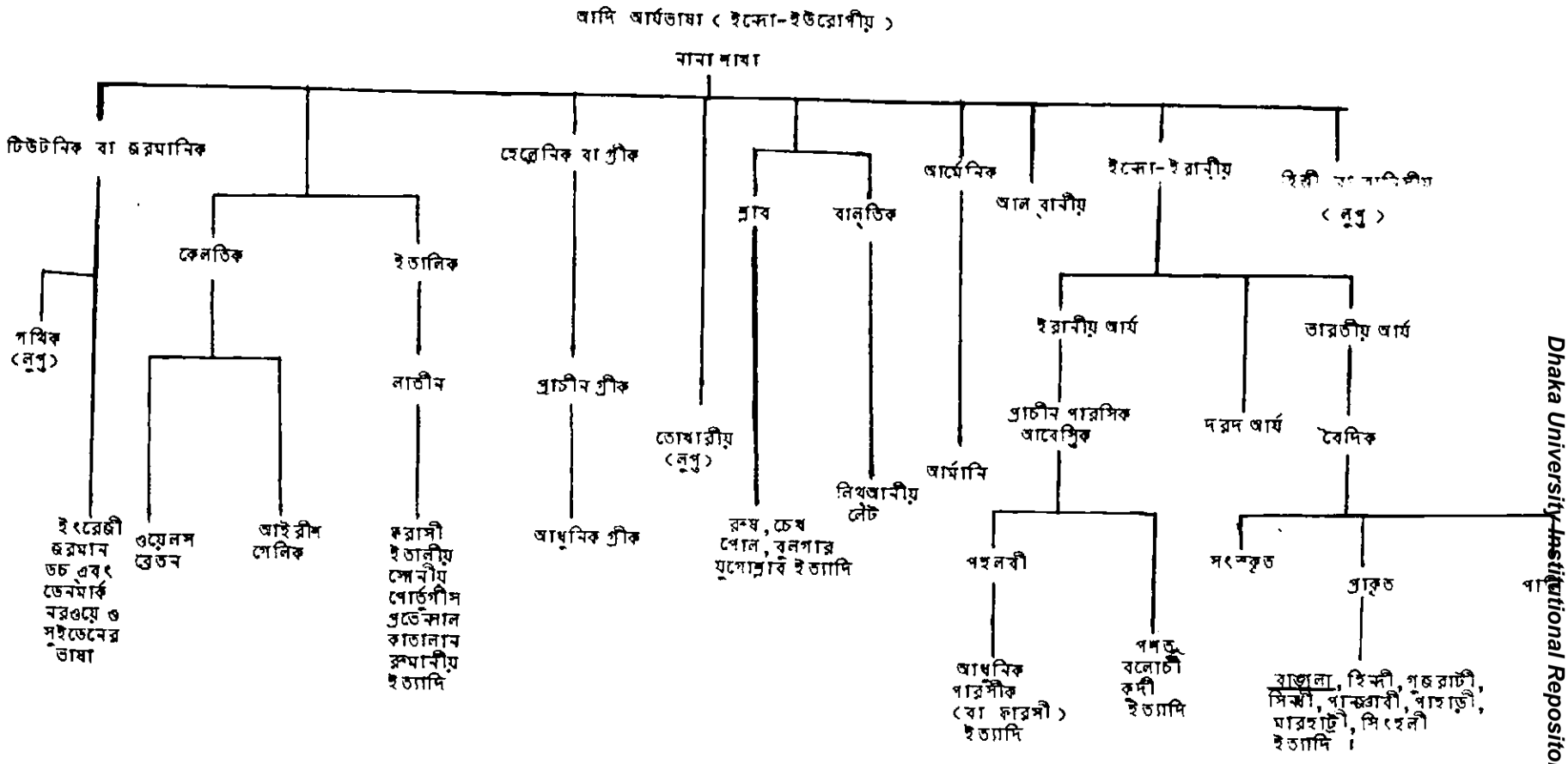

বাংলা ভাষার উৎদ্ভব ও বিকাশের রেখাচিত্র

-শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

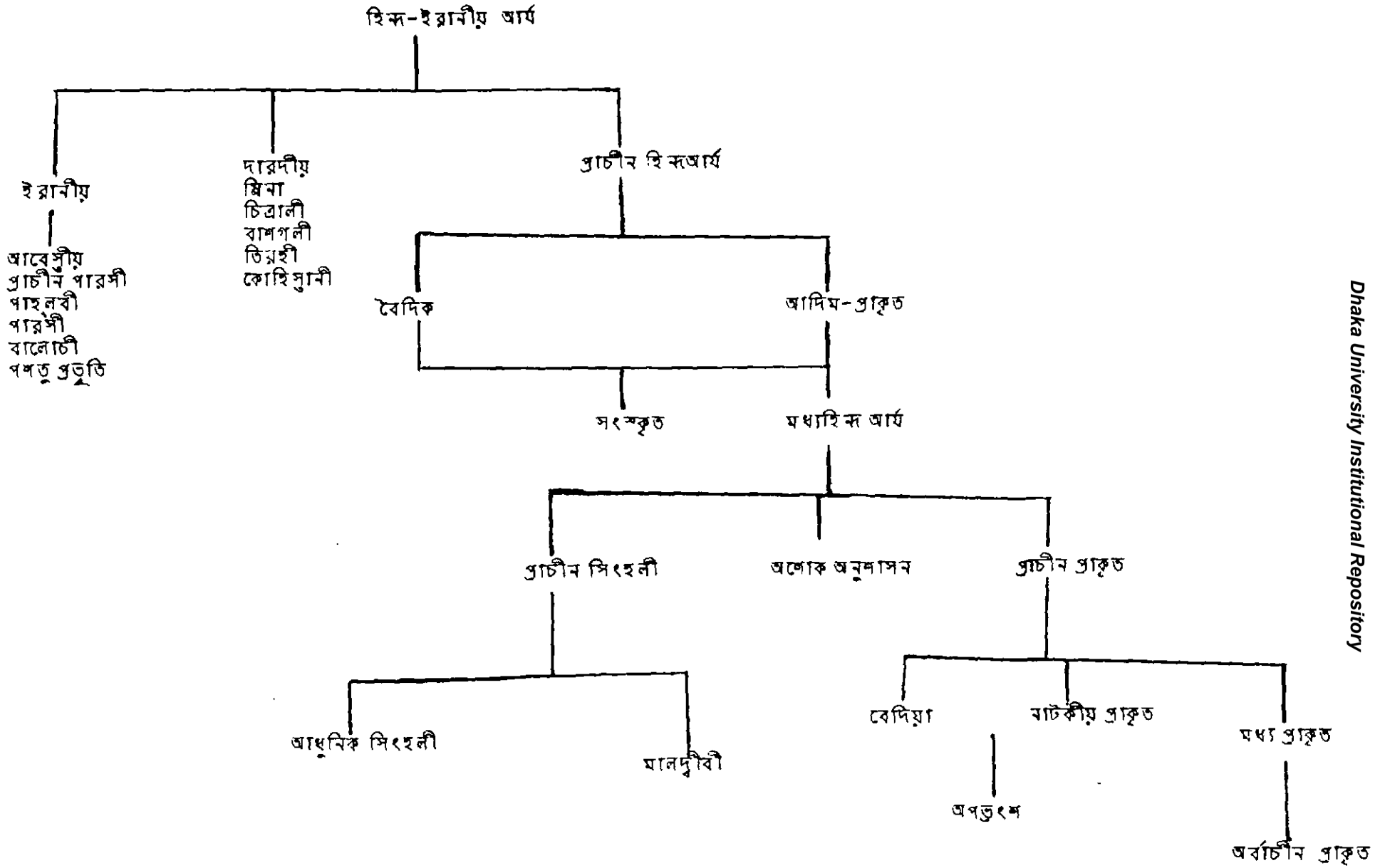

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের রেখাচিত্র

-ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(উর্দু, হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাতী, মারাঠী কাশ্মীরী, নেপালী, বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী ইত্যাদি ।)

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাবের স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাভাষায় বিদেশী প্রভাবের স্বরূপ আলোচনায় প্রথমেই এভাষার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা দরকার। ডক্টর সুনীতিকুমারের মতানুসারে একথা বলা যায়, বাংলাভাষার বয়স একহাজার বছরের কিছু বেশী। বাংলাভাষার যে রূপ এখন দাঁড়িয়েছে এর সূচনাপর্বে ঠিক এরকম ছিল না। তখন ছিল তার শৈশবকাল। তাই শব্দভান্ডার যেমন সীমিত ছিল, তেমনি প্রকাশক্ষমতাও ছিল সংকীর্ণ। ইতিহাসের ধারায় দীর্ঘদিন ধরে পরিবর্তিত হতে হতে সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত শব্দে রূপ নিয়েছিল এবং প্রাকৃত শব্দ পরিবর্তিত হতে হতে বাংলা শব্দে রূপ নিয়েছিল।

সুনীতিকুমারের মতে — বাংলা প্রাকৃতের মারফত যেসব পরিবর্তিত শব্দ পেয়েছে সেগুলোই হলো বাংলাভাষার inherited words বা রিক্থ শব্দ অর্থাৎ সেগুলোই হচ্ছে খাঁটি বাংলা শব্দ। কিন্তু এসব শব্দ উচ্চ বা গভীরভাবের প্রকাশক নয়, এগুলো বেশীর ভাগই হচ্ছে ঘরোয়া সাদাসিধে, সরল জীবন যাপনের উপযোগী শব্দ। উদাহরণ হিসেবে তিনি বিভিন্ন শব্দের কথা বলেছেন। যেমন :- অঙ্গবাচক শব্দ : মাথা, নাক, কান, হাত, পা, মুখ প্রভৃতি। প্রাণীবাচক শব্দ : গরু, ঘোড়া, সাপ, পাখি, হাঁস, মাছ প্রভৃতি। সম্পর্ক বাচক শব্দ : ভাই বোন, মা, শাশুড়ী, ননদ, মাসী প্রভৃতি। ধাতু : খা, যা, দেখ, চল, ধর প্রভৃতি।

সূচনাপর্বের বাংলাভাষায় শব্দভান্ডারের এই সীমাবদ্ধতাহেতু গভীর কোন ভাবের কথা বলতে হলেই সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ এনে পন্ডিতেরা ব্যবহার করতেন। এই রীতি প্রাকৃতের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের মধ্যেও দুই রকমের শব্দ পাওয়া যায় :- (১) প্রাকৃত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শব্দ, (২) সংস্কৃত শব্দ।

প্রাকৃত থেকে বাংলায় যে সব শব্দ এসেছে সেখানেও কিছু ধার করা পন্ডিতি শব্দ (সংস্কৃত) আছে। তাছাড়া অনার্য্য ভাষা থেকে যে সব অনার্য্য শব্দ প্রাকৃতে ঢুকে গিয়েছিল, সেখান থেকে কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় আসে, এগুলোকে দেশী শব্দ বলে। তাহলে প্রাচীন যুগে বাংলা ভাষায় তিনরকমের শব্দ ছিল- (১) খাঁটি বাংলা প্রাকৃতজ শব্দ, (২) সংস্কৃত থেকে নেওয়া শব্দ ও (৩) দেশী শব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে আগত বিদেশী লোকদের কাছ থেকে ভারতবাসীরা কয়েকটা বিদেশী শব্দও শিখেছিল। যেমন- গ্রীকদের, প্রাচীন পারসিকদের এবং চীনাদের কাছ থেকে। ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশ পারসিকেরা এবং গ্রীকেরা জয় করেছিল। এবং এর ফলে ভারতের সাথে তাদের ঘনিষ্ট যোগ হবার ফলে তাদের ভাষায় কতগুলো শব্দ প্রাচীন ভারতের কথ্যভাষা প্রাকৃতে গৃহীত হয়। বাংলাভাষা এরকম কিছু বিদেশী শব্দও পেয়েছে। উদাহরণ :- (১)বাংলায় 'দাম' শব্দটি 'মূল্য' অর্থে। এটি গ্রীক শব্দ 'Drakhme ' দ্রাখমে' (যার অর্থ একরকম মুদ্রা) থেকে সংস্কৃতে 'দ্রম্য'রূপে গৃহীত হয়। প্রাকৃতে দ্রম্ম বা দম্ম, তা থেকেই বাংলায় হয়েছে'দাম'। (২) প্রাচীন পারসিক 'Post "পোস ৎ' শব্দ, যার অর্থ (লিখিবার জন্য প্রস্তুত) চামড়া। এই শব্দ সংস্কৃতে 'পুস্তিকা'রূপে গৃহীত হয়। এটা প্রাকৃতে দাঁড়ালো 'পোত্থঅ' ' পোথিআ'রূপে এবং তা থেকে বাংলায় পুথি, পুঁথি।

কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমানে বিদেশী শব্দ দেখতে পাই আমরা। কারন বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমনের পর থেকে বিদেশী প্রভাব বিশেষতঃ বিপুল পরিমানে বিদেশী শব্দ আসতে শুরু করে। বিদেশী যেসব ভাষার সাথে কমবেশী ঘনিষ্ট সম্পর্কে এসে বাংলা ভাষায় সেসব শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে :- (১) ফারসী এবং ফারসীর মারফত তুর্কী এবং আরবী, (২) পর্তুগীজ, (৩) ইংরেজি এবং (৪) সামান্য কিছু ওলন্দাজ, ফরাসী ও চীনা।

বাংলা ভাষার উপর আরবী-ফারসী ভাষার প্রভাব প্রায় সাতশত বছর ধরে চলেছিল, ফারসী ব্যবহারকারী তুর্কী, ইরানী, পাঠান এবং মোগলদের প্রভাবের ফলে। এই দীর্ঘকালীন প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষায় যত বিদেশী শব্দ এখন প্রচলিত আছে তার বেশীর ভাগই হচ্ছে ফার্সী। ডক্টর শহীদুল্লাহর অভিমত এই যে, দীর্ঘ ৬০০ শত বছরের মুসলমান প্রভাবের ফলে দুই হাজারেরও বেশী ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী এবং কিছু তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত এই যে, বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ আড়াই হাজারেরও বেশী। তাঁর মতে কলকাতা অঞ্চলের ভদ্র হিন্দু সমাজের ঘরোয়া ভাষায় শতকরা ৭/৮টি শব্দ হচ্ছে ফার্সী। ভদ্র মুসলমানের ঘরে এই সংখ্যা আরও বেশী হতে পারে। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধান ১৯৭৯ অনুযায়ী আনুমানিক পচাত্তর হাজার বাংলা শব্দের মধ্যে ফারসী শব্দ যদি

Dhaka University Institutional Repository

আড়াই হাজার থাকে তবে ফারসী শব্দের এই সংখ্যা নগন্য নয় (৩·৩০%)। মুঃ আব্দুল হাই সাহেবের অভিমত এ যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মুখের ভা..য় এই হার আনুমানিক সাত। আরবী-ফারসীর এই ব্যাপক প্রভাব বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিল। বাংলাভাষা তাই শৈশব পার হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করেছিল। সারাটা মধ্যযুগ ধরে এই আরবী-ফারসী প্রভাব কার্যকরী ছিল।

বাংলাদেশে পর্তুগীজদের আগমনের পর থেকে পর্তুগীজ শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে বাংলাভাষায়। তবে এদের সংখ্যা আরবী ফারসী এবং ইংরেজি শব্দের চেয়ে অনেক কম, মাত্র শ'খানেকের কাছাকাছি।

ইংরেজ রাজত্ব দীর্ঘ দুইশত বছর ধরে বিস্তৃত থাকার ফলে বিপুল পরিমানে ইংরেজি শব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমারের অভিমত এই যে, ৮/৯ শত ইংরেজি শব্দ বাংলায় সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া হাজার হাজার ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি বছরের হিসাবও আমরা ইংরেজির অনুসরণেই করে থাকি। বাংলা বার মাসের নাম থাকা সত্ত্বেও আমরা ইংরেজি বার মাসের নাম ব্যবহার করে ইংরেজি খ্রীষ্টাব্দের রীতিতে বছর গণনা করি। জানুয়ারী মাসকে বছরের প্রথম মাস এবং ডিসেম্বর'কে বছরের শেষ মাস হিসাবে ধরা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী এবং বেসরকারী অফিস-আদালতের যাবতীয় কাজ ইংরেজি মাসের হিসাবে করা হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল বাংলা-ভাষার শব্দভান্ডারই সমৃদ্ধ করে নাই, বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা তথা সার্বিক ভাবে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এবং এর ফলেই বাংলাভাষা কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পন করলো। এখন আর বাংলাভাষার কিছু অসাধ্য নেই। সব রকমের ভাব প্রকাশেরই অনুকূল সে। অর্থাৎ বাংলাভাষায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হলো।

তাহলে সংক্ষেপে দেখা গেলো যে, বাংলাভাষায় বিদেশী প্রভাব বাংলাভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিদেশী ভাষার এই প্রভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি, ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যসংগঠনগত দিক পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় আরবী–ফারসী ভাষার প্রভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

১২০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব সীমান্তে তুর্কী এবং ইরানিরা হানা দিতে থাকে। তারপর মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুর্কীরা বাংলাদেশে এসে লুটতরাজ ও উপদ্রব আরম্ভ করলো। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশ আক্রমন করেন। অতর্কিত আক্রমনে বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন পলাতক হন। তারপরেই সারা বাংলাদেশে অরাজকতা প্রবল হয়ে উঠে। সেন রাজাদের আগে বৌদ্ধ পাল রাজারা বাংলাদেশ শাসন করতেন। তারা হিন্দু বর্মন বংশকে পরাজিত করে রাজ্য লাভ করেছিলেন। বারবার রাজবংশের পরিবর্তনের ফলে বাঙালী জনসাধারনের জীবন-যাত্রায় খুব বেশী পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ তাঁরা যে কোন ধর্মেই বিশ্বাসী হোন না কেন, সাধারণ বাঙালি আচার অনুষ্ঠান এবং সমাজের যুগ-প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের মর্যাদাবোধ ছিল। কিন্তু তুর্কী মুসলমানেরা কেবল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন বিদেশী। বাংলার জীবন যাত্রা এবং বাঙালি ঐতিহ্যের প্রতি তাঁদের কোন মমতাবোধ ছিল না। ফলে লুন্ঠন ও নির্যাতন নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আক্রমনকারীর অত্যাচার যতই প্রবল হোক, প্রয়োজনের তাগিদে তাকেও মাঝে মাঝে সহৃদয় হতে হয়। বখ্তিয়ার খিলজীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাঁর ঝোঁক ছিল মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ, পাঠশালার বদলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দিকে, তবু তাঁর রাজত্বের স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাণের ভয় কমেছিল। আক্রমনের এক বছরের মধ্যে শাসকের ভূমিকায় বসে তিনি দেশে শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

মাহমুদ (গজনীর রাজা) সবুকতগীন, মোহাম্মদ ঘোরী (পৃথ্বীরাজকে যিনি হারিয়ে দেন), কুতুবুদ্দীন (ভারতের প্রথম মুসলমান সুলতান) এবং বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার খিলজী এরা সবাই ছিলেন তুর্কী। দশম শতাব্দী থেকেই তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে থাকে। একাদশ শতকে সেলজুক রাজত্বের সময় তুর্কীরা পারস্য দখল করেছিলেন এবং তখন থেকেই এরা ঘরে যদিও তুর্কী ভাষা বলতেন কিন্তু প্রশাসনের এবং সাহিত্যের ভাষা হিসাবে এদের সুসভ্য ইরানি প্রজাদের ভাষা ফার্সীকে গ্রহন করেন। বিজেতা তুর্কীদের সঙ্গে বহু ফার্সী ভাষী সৈন্য ও তাদের অনুচর হিসাবে ভারতবর্ষে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী ও তাঁর পরবর্তী শাসনকর্তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেছেন। তাঁরা নামে মাত্র দিল্লীর সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করতেন। এরপর হাজী ইলিয়াস শাহ (১৩৪২ - ১৩৫৭) দিল্লীর সাথে নামেমাত্র সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করলেন। এর ফলে বাংলার রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্যের পথ সুগম হলো। কারন স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে তাঁরা বুঝতে পারেন যে দরকার হলে দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দেশের সুশাসন রক্ষার জন্য দেশের অগনিত হিন্দু প্রজাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। এজন্য তারা দেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহ দাতা হন। কবি চন্ডীদাস তাঁর সময়ই আবির্ভূত হলেন। হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানগনও সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। এ সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রকৃত সূত্রপাত হয়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মন্তব্য করেছেন "১৩৫০ খ্রীঃ অব্দ হইতেই মধ্যযুগের আরম্ভ গণ্য করা যাইতে পারে। এই সময় সমস্ত বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার কাল। এই জন্য মধ্যযুগকে মুসলিম যুগও বলা যাইতে পারে। এই যুগে বাঙ্গালী এক বৈদেশিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইল। এই নূতন সংস্কৃতির বাহন ছিল পারসী। এইজন্য পারসী ভাষা হইতে অনেক শব্দ বাঙ্গালায় ঢুকিয়া গেল। আর এই পারসীর মধ্যে দিয়া কতক আরবী শব্দও পারসী উচ্চারণে বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিল।"*

প্রকৃতপক্ষে ভারতে ফার্সী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করলো তুর্কীরাই। তুর্কী আক্রমনের দুর্যোগপূর্ণ দিনের অভিজ্ঞতা ভাবের দিকথেকেও বাঙ্গালীর নূতন সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য এনেছিল। তুর্কী আক্রমনের পূর্বে বাঙ্গালাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে দুটি ভাগ ছিল। সমাজের উচ্চাসনের ব্রাহ্মন্য হিন্দুগনের সাহিত্যের বাহন ছিল দেবভাষা সংস্কৃত। অন্যদিকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ, হিন্দু, নাথ-সহজিয়া লোক সাধকদের সাহিত্যের বাহন ছিল আড়ষ্ট, অপূর্ণ অপভ্রংশ ভাষা। তুর্কী আক্রমনোত্তর যুগে এই সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিভেদ সম্পূর্ণ দূর হলো। রাজদরবারের সাধারণ ভাষা ছিল ফারসী, রাজ-সরকারের লেখাপড়া সবই ফার্সীতে হতো। আদালতেও ফার্সী চলতো। প্রথম দিকে প্রজাদের সাথে মুসলমান রাজশক্তির তেমন একটা যোগ ছিল না।

---

* ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' - রেনেঁসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাজধানীর মতো দু'একটা নগর ছাড়া দেশটা বেশীর ভাগ হিন্দু রাজাদেরই শাসনে ছিল। রাজসরকারে স্থান পেতে হলে বা প্রতিপত্তি করতে হলে ফার্সী জানতে হতো, সেজন্যে হিন্দুরাও আস্তে আস্তে ফার্সীর চর্চা শুরু করে। এর ফলে বাংলাতেও আস্তে আস্তে কিছু কিছু ফার্সী শব্দ আসতে লাগলো। চৈতন্যদেবের পূর্বেকার সময়ের গ্রন্থ বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ মাত্র গোটা পাঁচেক বা দশেক ফার্সী শব্দ আছে।

তুর্কীগন প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেছিল। সারা বাংলাদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হতে প্রায় ১০০ শত বছর সময় লেগেছিল। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তিন শত বছর ধরে মুসলমান শাসনের পরও বেশী পরিমানে ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় আস্তে পারেনি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থই তার উৎকৃষ্ট প্রমান। কিন্তু ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লেখা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে প্রায় দেড়শ'র অধিক ফার্সী শব্দ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের জীবৎকালে বামুনের ছেলে সংস্কৃত না পড়ে ফার্সী পড়তে পারতো না। অথচ ভারতচন্দ্রের জীবন-কাহিনী থেকে জানা যায় যে ষোল বছর বয়সে তিনি ফার্সী না পড়ে সংস্কৃত পড়তে চেয়েছিলেন বলে তাঁর অভিভাবকেরা তাঁর উপর চটে গিয়েছিলেন। বাঙালী হিন্দুর ফার্সী সম্বন্ধে মনোভাব আড়াই'শ বছরে এরকমই বদলে গিয়েছিল।

ফারসী ভাষা আরবী শব্দে ভরপুর, ফারসীর মধ্যে যে সব আরবী শব্দ আছে, সেগুলোও প্রচুর পরিমানে বাংলায় ঢুকলো। ফার্সী ভাষায় উচ্চভাবের বহু শব্দ আরবী থেকে নেওয়া হয়। এসব আরবী শব্দ শেষ পর্যন্ত ফারসী বনে যায় এবং ফার্সী রূপেই এগুলো বাংলায় আসে। আরবীর নিজস্ব উচ্চারণও এসব ক্ষেত্রে বদলে যায়। আরবীর hadwrat শব্দ ফার্সীতে হয় hazrat আর hazrat'হজরৎ'ই বাংলা হিন্দীতে চলে। সেরকম dhwalim আরবী শব্দ ফার্সীতে হলো Zalim বাংলা হিন্দীতেও তাই Zalim, Jalim বা জালিম। আরবী Thalith ফার্সীতে হলো Salis তা থেকে বাংলায় সালিস বা Shalish। ১৫৭২ সালে বাদশাহ

Dhaka University Institutional Repository

আকবরের সেনাপতিরা পাঠানদের কাছ থেকে বাংলাদেশ জয় করেন। এর ফলে উত্তর-ভারতের সঙ্গে বাংলাকে আরও ঘনিষ্টভাবে জুড়ে দেয়া হয়। আর তার ফলে বাংলায় ফার্সীর চর্চা আরও বেশী করে হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে আর ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে বাংলাভাষায় বিস্তর ফার্সী শব্দ ঢুকেছিল। কিন্তু ১৮৩৮ সালে বাংলাদেশে যখনই ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী প্রধান রাজভাষা আর বাংলা দ্বিতীয় রাজভাষা হিসাবে গৃহীত হয় তখন থেকেই ফারসীর প্রভাব দ্রুত কমে যেতে থাকে।

মধ্য বাংলার আদিস্তর থেকেই আরবী ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই প্রভাব অল্প। মধ্যযুগের আদি কবি চন্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"কতগুলো আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথাঃ কামান (ধনু), খরমুজা, মুজরিয়া, মজুর, বাকী লেমু (নেবু), আফার (প্রচুর)। অন্য মধ্য বাংলার প্রথম পর্বেও আরবী-ফারসী শব্দ সংখ্যায় খুব বেশী নয়। অন্য মধ্য বাংলার শেষ স্তরে আরবী ফারসী প্রভাব আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 'মনসাবিজয়' (বিপ্রদাস) গ্রন্থ প্রাচীন হলেও তাতে প্রায় দেড় শতাধিক আরবী ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 'ধর্মমঙ্গল' (মাণিকরাম) গ্রন্থেও আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা অন্ততঃ পঞ্চাশটির কম নয়। ভারতচন্দ্রের (১৮শ শতক) অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি রচনাবলীতে ৩৭৪টি আরবী ফারসী (এবং তুর্কী) শব্দ মেলে। সুনীতিবাবু তাঁর 'The origin and Develo--pment of Bengali language' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে ফারসী শব্দ প্রয়োগের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন, যেমন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এর ৯৫০০ পংক্তিতে ব্যবহৃত ফারসী শব্দ ৪টি (প্রকৃত পক্ষে ১০/১২টি) বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরানের ১৮০০০ পংক্তিতে ১২৫টি, মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলের ১৭০০০ পংক্তিতে ২২৫টির উপরে, মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলের ২০,০০০ পংক্তিতে ২০০ - ২১০টি, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ১৩০০০ পংক্তিতে প্রায় চার শতাধিক। বাংলা ভাষায় ফারসী প্রভাব যে দৃঢ়মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা বোঝা যায় এই প্রভাবের ব্যাপ্তি দেখে। বহু ফারসী শব্দ বাংলায় এমন ভাবে শিকড় গেড়েছে যে, সেগুলো এখন বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শব্দাবলীর অন্তর্গত।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফে মুদ্রণ আরম্ভের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত। বাংলাদেশে মুসলমান প্রভাবের ফল হিসেবেই বাংলা ভাষার এই প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। দীর্ঘ ছয়শত বছরের বিদেশী শাসন ধর্ম ও সমাজ জীবনে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলা ভাষার উপরও সেই প্রভাব পড়েছিল। কবিতায় এটা তেমন প্রকট হয়নি। একমাত্র ভারতচন্দ্র ইচ্ছা করে যাবনি মিশাল ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি মহাকবি আলাওলের ভাষাও সংস্কৃত ঘেষা। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজন সাধনে গদ্যের প্রয়োগে আরবী ও ফারসী শব্দকোষের দ্বারা বাংলা-দেশের মৌখিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রভাবিত হয়েছিল প্রবলভাবে।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এবং পরবর্তীতে হেনরি পিটস্ ফরস্টার ও উইলিয়ম কেরী এ তিনজন ইলন্ডিয় পন্ডিত বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে এসেছে ধরে নিয়ে আরবী-ফারসী শব্দ যাতে প্রবেশ না করতে পারে সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, এজন্যে তারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন খুব বেশী। তাদের প্রচেষ্টা কিছুটা সার্থকও হয়েছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে কোম্পানীর সদর মফস্বল আদালতগুলোতে আরবী-ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তনে এই প্রভাব দ্রুত কমে যেতে থাকে। আরবী ফারসীকে অশুদ্ধ ধরে শুদ্ধ বাক্য রচনার জন্য সেকালে কয়েকটি ব্যাকরণ অভিধানও রচিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। সুযোগ পেলেই ইংরেজ সাহেবেরা আরবী-ফারসীর বিরোধিতা করে বাংলা ও সংস্কৃতকে প্রাধান্য দিতেন। এর ফলে বছর দশ পনেরোর মধ্যে বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। হালহেড এবং ভগবদগীতার অনুবাদক চার্লস উইলকিন্স সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ সংগ্রহে মনোনিবেশ করে সংস্কৃত রীতিতে বাংলা শব্দকোষ সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। হালহেড লিখেছিলেন যে - বাংলা গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা লিখিত ভাষা প্রয়োজনমতো শব্দ আহরণ করতো বলেই ভাষার রীতি ও প্রকৃতি অকৃত্রিম ও সরল ছিল। কিন্তু মুসলমানকর্তাদের অত্যাচারে সব কিছুতেই ফারসী ভাষায় ব্যবহার বাধ্যতামূলক হওয়াতে চলিত ভাষার শুদ্ধতা নষ্ট হয়েছে এবং কেবলমাত্র অভ্যাসের দোষে বহু ফারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গ হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হালহেড তাঁর " A Grammer of the Bengali Language " গ্রন্থের ভূমিকায় আরও লিখেছেন যে, খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বারা বাংলাদেশে ব্যবহৃত ভাষার সম্যক হালচাল উপলব্ধি সম্ভব নয়। যে বহুসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা বাংলাদেশ পীড়িত হয়েছে, সেগুলো ভাষার সারল্যও নষ্ট করেছে এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী, ভিন্নদেশবাসী ও পৃথক রীতিনীতি সম্পন্ন লোকদের সাথে দীর্ঘকালব্যাপী লেনদেনের ফলে বাঙ্গালীর কানে বিদেশী শব্দ আর অপরিচিত ঠেকেনা। তুর্কী, পর্তুগীজ এবং ইংরেজ এরা সকলেই ধর্ম, আইন, কারুশিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু শব্দ ভান্ডার বাংলাভাষার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে।

যাই হোক, এসব পন্ডিতদের সহায়তায় বাংলাভাষা আরব-ফারসী প্রভাব কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারলেও পুরো কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয়। যে সব শত শত আরবী ফারসী শব্দ বাংলাভাষায় কায়েমী জায়গা করে নিয়েছে সেগুলোকে অপসৃত করার প্রশ্নই উঠেনা, কারণ তাতে বাংলা ভাষায় শক্তি এবং সৌন্দর্য দুই'ই ক্ষুন্ন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় আরবী–ফারসী ভাষার প্রভাবের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাকসংগঠনগত বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় প্রথমতঃ যে বিদেশী প্রভাব আসে তা হচ্ছে আরবী-ফারসী ভাষার প্রভাব। যদিও মূলতঃ আরবী-ফারসী শব্দগুলোর অনুপ্রবেশকেই সে সব ভাষার প্রভাব বলে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু সূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অর্থাৎ ধ্বনিসংগঠন, রূপসংগঠন এবং বাক্‌সংগঠন বিশ্লেষণে তাতে বিভিন্নরকম প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে উঠে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তথা ধ্বনিসংগঠনগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আরবী-ফারসী শব্দগুলোর বেশীর ভাগের ক্ষেত্রেই বিভিন্নরকম ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে এরকম আরবী শব্দের কিছু উদাহরণ :-

১ নং	আরবী শব্দ	বাংলা শব্দ	আরবী শব্দ	বাংলা শব্দ
	অজব্	আজব	অজাব	আজাব
	আলামৎ	আলামত	অত্যা	আতা
	অদব্	আদব	অছর	আছর

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আরবী 'অ' ধ্বনি বাংলা 'আ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

২ নং	আরবী শব্দ	বাংলা শব্দ	আরবী শব্দ	বাংলা শব্দ
	ক্বদম্	কদম	ক্বদর্	কদর
	ক্বব্জ্	কবচ	ক্বব্র	কবর

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আরবী 'ক্ব' ধ্বনি বাংলা 'ক' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এরকম পরিবর্তন ফারসী শব্দের ক্ষেত্রেও হয়েছে ।

উদাহরণ ঃ

১নং

ফারসী শব্দ	বাংলা শব্দ	ফারসী শব্দ	বাংলা শব্দ
অনগুর	আঙ্গুর	অঝ্দহা	আজদাহা

এখানেও ফারসী 'অ' ধ্বনি 'আ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে ।

২নং

ফারসী শব্দ	বাংলা শব্দ	ফারসী শব্দ	বাংলা শব্দ
মিহতর	মেথর	মিহমান	মেহমান
মিহর	মেহের	মিব্আ	মেওয়া
মীঘ	মেঘ		

এক্ষেত্রে ফারসী 'ই' কার বাংলা 'এ' কার ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে ।

অনেক সময় দেখা যায় যে ,আরবী এবং ফারসী উভয় রকম শব্দের ক্ষেত্রেই একই রকম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ।

যেমন ঃ

আরবী শব্দ	বাংলা শব্দ	ফারসী শব্দ	বাংলা শব্দ
মিজাজ	মেজাজ	চিরাঘ	চেরাগ

এখানেও আরবী এবং ফারসী 'ই' কার বাংলা 'এ' কার ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে । বেশ কিছু আরবী,ফারসী শব্দ হুবহু বাংলা ভাষায় এসে গেছে । এরকম কিছু শব্দের উদাহরণ ঃ-

আরবী শব্দের উদাহরণ ঃ আলিম ,আদাব ,মৌলবী,আমিন,আমির,বয়ান, বরকত ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

ফারসী শব্দের উদাহরণ ঃ খরচ, খরিদ, রগ, আশকারা, আসমান, সুজনী, সুদ, সুরখী, শুমার, আচার, আজাদ, আরাম ইত্যাদি ।

এসব আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষার সাথে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে যে এরা এখন বাংলা ভাষার আবশ্যকীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

অনেক ফারসী শব্দ তদ্ভব শব্দকে সরিয়ে দিয়েছে । 'বায়ু' শব্দের প্রাচীন তদ্ভব শব্দ হচ্ছে বা (← বাত), কিন্তু এই শব্দ এখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে আর সে স্থানে এসেছে ফারসী শব্দ 'হাওয়া' । এরকম তদ্ভব 'রাতা (← রক্ত) স্থানে আরবী 'লাল' শব্দ এসে স্থান করে নিয়েছে । তদ্ভব ভুঁই (← ভূমি) ও খেত (← ক্ষেত্র) শব্দের স্থলে এসেছে ফারসী 'জমি' । উদ্যান ' শব্দের তদ্ভব রূপ উজান (তুলনীয়, স্থানের নাম উজানী ← উদ্যানিকা) একেবারেই মিলেনা । তার স্থানে পাই ফারসী-তুর্কী 'বাগ' 'বাগান' বাগিচা ।

দীর্ঘদিনের ফারসী প্রভাবে ফারসী শব্দ কিছুটা বিবর্তিত হয়ে গেছে । ডঃ শহীদুল্লাহ উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন যেমন- খরীদার > খদ্দের, মজদুর > মজুর, আলাহিদা > আলাদা, জমীন > জমি ।

শব্দ সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফারসী প্রভাব সহজলভ্য যেমন ঃ-

(১) লিঙ্গানুর সাধনে, যেমন- নর পায়রা বা মাদী পায়রা, মর্দ্দা কুকুর বা মাদী কুকুর ইত্যাদি রূপে লিঙ্গ নির্দেশ ফারসী প্রভাবের পরিচায়ক । ফারসীতে অবশ্য 'নর' ও 'মাদা' শব্দ বিশেষ্য শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়, যথাঃ গাও নর (ষাঁড়) গাও মাদা (গাভী) ।

ফারসী থেকে বাংলায় কতগুলো তদ্ধিত প্রত্যয়ের আমদানী ঘটেছে । যেমন ঃ 'ঈ' যথা- বিলাতী, দেশী, জাপানী ।

দান, দানী = যথা- ফুলদানী, পিকদান, আতর দান, কলমদান, সুরমাদানী ।

Dhaka University Institutional Repository

দার, দারী = যথা- দোকানদার, পোদ্দার, তহসিলদার, চৌকিদার, চৌকিদারী, সমঝদার, অংশীদার ।

'খোর' যথা - তামাকখোর, ঘুষখোর, আফিমখোর, মদখোর, হারামখোর ।

বাজ, বাজী = যথা- ফন্দিবাজ, মোকদ্দমাবাজ, ধোঁকাবাজ, গলাবাজী, ধড়ীবাজী ।

গিরি = যথা- কেরানীগিরি, বাবুগিরি, মুটেগিরি, মুচিগিরি ।

আন, ওয়ান = যথা- গাড়ওয়ান, কোচওয়ান ।

'খানা' = যথা- ডাক্তারখানা, ছাপাখানা, বৈঠকখানা ।

গর = যথা- কারিগর, বাজীকর, বাজীগর ।

চী, চি, চা = যথা, ডেকচী, বাগিচা, চামচা ।

তর = যথা- এমনতর, যেমনতর, কেমনতর, গুরুতর, ঘোরতর ।

নবিশ = যথা - শিক্ষানবিশ ।

সহি, সই = যথা- মানানসহি, মানানসই, ~লনসই, প্রমানসহি, মাপসই, টেঁকসই ।

' ডি ' প্রত্যয়টি এসেছে ফারসী 'ডিহ ' থেকে যা বাংলা গ্রামের নামের সাথে পাওয়া যায় । যথা-কেশরডি, ধনুডি, যশাইডি, লাকুরডি, জামালডি (বর্ধমান) , রাজুডি, পেটারডি (বাঁকুড়া) ।

সংযোজক অব্যয় ' ও ' এসেছে আরবী ' Wa ' থেকে ।

ফারসী থেকে বাংলায় কিছু উপসর্গেরও আমদানী ঘটেছে । যেমন :

গর: গরমিল, গর হাজির

না: নাহক, নাবালক, না-টক, না-মিষ্টি ।

ফি: ফি-লোক, ফি-জন, ফি-হপ্তা ।

Dhaka University Institutional Repository

বদ ঃ বদ-রাগী, বদ-গন্ধ ।

বঃ ব-কলম ।

বেঃ বেরসিক, বেটাইম, বেয়াড়া, বেহাত, বে-দখল, বেবন্দোবস্ত, বেশরিয়তী, বে-এক্তিয়ার ।

হরঃ হরদিন, হর-হামেশা, হর-রোজ ।

দরঃ যেমন = দরপত্তনী, দরদস্তুর ।

সমাসবদ্ধ পদ গঠনেও ফারসী প্রভাব লক্ষণীয় যেমন ঃ

(ক) ফার্সী + ফার্সী ঃ তরিতরকারি, মালমসলা, দলিলদস্তাবিজ, পেস্তাবাদাম, পীরপয়গম্বর, নাস্তানাবুদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, জায়গাজমি, সই দস্তখত, আরাম, আয়েশ, আদব-কায়দা, কায়দাকানুন, আইনকানুন, আইন-আদালত, কুচকাওয়াজ, জাঁকজমক, তদ্বির তদারক, ধুমধড়াক্কা, পাইকপেয়াদা, মামলামোকদ্দমা, মালামর্দ্দমা, খেয়ালখুশি, রুজিরোজগার, হিসাব নিকাশ, কালিয়া কোপ্তা, কলকব্জা, উকিল মোক্তার, আপদবালাই, ওজর ওজুহাত, নিরীহবেচারা, পীরফকির, ফাইফরমাস, মুচি-মেথর, সনতারিখ ।

(খ) ফার্সী + ইংরেজী ঃ কাপপেয়ালা, লাট্‌সাহেব, বেয়ারা চাপরাসী, ডাক হরকরা, ডাক পিওন, আপিস কাছারি ।

(গ) ফার্সী + পর্তুগীজ ঃ শিশিবোতল, পিস্তল বন্দুক, সাবুদানা, ছাপমার্কা, কারিগর মিস্ত্রি ।

আরবী ফারসী ভাষার বেশ অনেকগুলো শব্দ কোনরকম পরিবর্তন ছাড়াই সরাসরি বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে । অনেকগুলো শব্দ আংশিকভাবে পরিবর্তিত বা সংশোধিত হয়েছে । আরবী ফারসী শব্দগুলোর বাংলায় হতবুদ্ধি করা বানান লক্ষ্য করা যায়, নাম অথবা পদবী থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত যে কোন সাধারণ শব্দের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য । যেহেতু

Dhaka University Institutional Repository

শব্দগুলোকে একই রকমভাবে অনুসরিত করার জন্য কোন Central Agency বা বিশেষ কর্তৃপক্ষ ছিলোনা তাই স্থানীয় কারণ কিংবা ব্যক্তিগত কারণ কার্যকরী হয়েছিল এসকল পরিবর্তনের জন্য । ভাষাতত্ত্বে এটাকেই Process of naturalisation - বা বিদেশী শব্দগ্রহনের প্রক্রিয়া বলা হয় । এই প্রক্রিয়া আরবী-ফারসী শব্দের ক্ষেত্রে জোরালোভাবে কার্যকরী হয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে ।

বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী-ফারসী প্রভাব প্রধানতঃ শব্দচয়নমূলক । তবে চিঠিপত্রের বা দলিল দস্তাবেজের বৈষয়িক ভাষায় এই প্রভাব কিছুটা বাকারীতি বা ব্যাকরণগত । আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমানে দেখা যায় উন্মেষ পর্বের গদ্যরচনায়, কোথাও কম, কোথাও বেশী । তার একমাত্র সম্ভাব্য কারণ চলিত ভাষায় এ জাতীয় শব্দাবলীর সহজ গ্রহণ যোগ্যতা । বাংলা গদ্যের গোড়ার দিকের রচনার কিছু উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । যেমন ঃ হামেসা, চাকর, তালাশ, মাফ, দোস্ত, গোলাম, শিপাই, খোদা, মাহিনা, গোনা, আলাদা, কবুল, মাফ, তরজমা, রোজ, তণ্ডা ইত্যাদি ।

লক্ষণীয় যে, বাংলা গদ্যে আরবী ফারসী ভাষার প্রভাব যতটা শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে, বাকীরীতির ক্ষেত্রে ততটা হয়নি । এই রীতি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়েছে পত্র ও দলিল দস্তাবেজের ভাষায়, হালহেডের ব্যাকরণে উদ্ধৃত পত্রে, এডমনষ্টোন ও ফরস্টারের আইন গ্রন্থ অনুবাদে, রামরামবসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র গ্রন্থে অথবা মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলির মুসলমান শাসনবৃত্তান্ত বিষয়ক রচনাংশে । তবে বিদেশী প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণায় বাংলা গদ্যে এই প্রভাব ক্রমশঃই দূর হয়েছে । অথচ যে সকল শব্দাবলী গৃহীত হয়েছে সেগুলো এমনই অস্থিমজ্জাগত হয়ে গেছে যে এদেরকে বিদেশী শব্দ বলে মনেই হয় না ।

এই পরিচ্ছেদে আরবী-ফারসী ভাষার শব্দগত এবং ব্যাকরণগত প্রভাবের কিছু উদাহরণ নেয়া হয়েছে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (রেনেঁসাস, ঢাকা, ১৯৮১) বইটি থেকে ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ইংরেজী ভাষার প্রভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

পর্তুগীজদের বাংলাদেশে আসার ১০০ বছর পর ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এদেশে আসে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সাথে সাথে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। দেশে তখন ভয়ানক অরাজকতা। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে ব্যবসা শুরু করে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা এদেশের রাজা হয়ে বসলো। ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হয় আইনতঃ ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভে। কোম্পানী এবং তার সহচরেরা বাংলাদেশে যা শুরু করেছিল তাকে বাণিজ্য না বলে লুন্ঠন বললেই সত্য বলা হবে। তাদের নির্মম শোষনের ফলেই ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে দেশজুড়ে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মনন্তর) দেখা দেয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই দেশে নূতন জমিদার শ্রেণী তথা ইংরেজ শাসকদের সহযোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ১৭৬৫ - ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে বলা হয় 'কোম্পানীর আমল'। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারত শাসনভার গ্রহন করেন। এরপর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশরাই ভারত শাসন করেন। ১৮৫৮ - ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কাল হলো ব্রিটিশ শাসন কাল। ১৭৫৭ - ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই একশ নব্বই বছরকে সাধারণভাবে ইংরেজ রাজত্ব বলা হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। রাজশক্তির পরিবর্তনের ফলে তা পরিবর্তিত হয়েছিল কোলকাতায়। এছাড়া রাজভাষা হিসাবে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর তাবেদারে সৃষ্টি হয়েছিল চাকুরীজীবি, নূতন ব্যবসায়ী ও জমিদার মিলে নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরা কোলকাতায় স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল। উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের ইতিহাস হলো এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই বিকাশের ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৫৭ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনেই বাঙালী জীবন ও সমাজ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। এর ফলেই বাঙালী সমাজ মধ্যযুগ ছাড়িয়ে উঠতে থাকে। ১৮০০ সালের পর থেকে এ পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ইউরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান ইংরেজির মধ্য দিয়ে বাঙালীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে জীবনের প্রায় সব দিকেই ইংরেজি ভাষার ছাপ বাংলা ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। শাসনকার্যের প্রয়োজনীয়তার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক ঘনিষ্ট, তাই বিদেশী সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যেই এ কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। এ উদ্দেশ্য বিশেষ সফলতা অর্জন করতে না পারলেও এসময়ের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী উন্নতি হয়েছিল বাংলা ভাষার তথা বাংলা গদ্য সাহিত্যের। বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হলে এদেশের কিছুটা ভাষাজ্ঞানঅপরিহার্য, এজন্যই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিভাগ খোলা হয়েছিল। এ কলেজের চুয়ান্ন বছরের পর্বে পর্বে অধ্যাপকরূপে যোগ দিয়েছিলেন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি। বাংলা বিভাগ চালু করার পর এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের কর্মযোগী পুরুষ উইলিয়াম কেরী। দায়িত্ব নিয়েই বাংলা গ্রন্থের অভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ তিনি নিজে যেমন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তেমনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদেরও গ্রন্থ রচনা করতে অণুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁদের হাতে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক কিছুটা বিকাশের সাথে সাথে বাইরের অনেকে এতে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের পথকে প্রথম উন্মুক্ত করেছিলেন। এ কলেজের শেষের দিকে স্বয়ং বিদ্যাসাগর এতে যুক্ত হয়েছিলেন এবং বাংলা গদ্য তাঁরই হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ কলেজের সময়কাল ১৮০০ - ১৮৫৪ খ্রীঃ। তবে প্রথম ১৮টি বছরেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের দিকে দেশের মনোযোগ আকর্ষন এবং বাংলা গদ্য রচনায় একভাবে ভাবিত গোষ্ঠী গঠন এ দু'টি প্রধান কাজ এ কলেজ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতির ক্ষেত্রে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের উপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী এবং খ্রীষ্টান মিশনারিগন ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ সামনে রেখে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের উপর ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের পশ্চাদভূমি হিসাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সভাসমিতি সক্রিয় ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন- হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, ওরিয়েন্টাল সেমিনার, হুগলী কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকা বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতি নির্মাণে পরোক্ষভাবে কার্যকরী ছিল। ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়ে বাঙালী গদ্যকারেরা একদিকে যেমন ভাবের সাহিত্য গড়ে তুলেছিলেন, অপরদিকে ইংরেজি ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অনুসরণে জ্ঞানের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। বাঙালী গদ্যকারেরা ইংরেজি বাক্যগঠন রীতি এবং অলংকারের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। বর্তমান বাংলা গদ্যের যে অসাধারণ শক্তি তার রূপায়ন শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে এবং এর পেছনে কাজ করেছিল বাঙালীর ইংরেজী সাহিত্য প্রীতি। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী সযত্নে পড়েছিলেন এবং সমাজের জন্যও তা ফলপ্রসু হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ দেখতে পাই ইংরেজি থেকে বাংলাঅনুবাদে!

এসব অনুবাদের মূল্য শুধু এটুকুই নয় যে বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানা গেল, তার চেয়েও বড় কথা হলো যে, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন রকম তথ্যাবলী, ভাবনা চিন্তা, ক্রিয়ার ধারণা প্রকাশসুষ্ঠু বাংলা শব্দ, শব্দচয়, বাক্যরচনার ও বাক্ সজ্জা প্রণালীর পরিচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম রূপরীতির উদ্ভাবন ও প্রচলন হলো। উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে মনে হলো, বাংলা গদ্যের অসাধ্য নয় কিছু। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন দেখি- ষোল শতকের শুরুতে তার গদ্য ছিল সীমিত, সংকীর্ন ও দূর্বল, ঐ শতকে অজস্র অনুবাদ হতে লাগলো ইংরেজি ভাষায়ঃ ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, দার্শনিক গ্রন্থ, জীবনী এসব।

Dhaka University Institutional Repository

শতকের শেষ দিকে যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে (ফরাসী ছাড়া) ইংরেজি গদ্য হয়ে উঠলো সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার বাহন ।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, এর সৃষ্টি লগ্ন থেকেই কাব্য সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল । বাংলা কাব্য সারা মধ্যযুগ জুড়ে দেশীয় পরিবেশে পরিপুষ্ট হয়েছিল যা আমরা দেখতে পাই মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীতে এবং লোকগীতিতে । অপর দিকে লিখিত গদ্যের যে দৃষ্টান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া গেছে সেগুলো রাজকার্য ও বৈষয়িক কার্য সম্পর্কিত চিঠিপত্র ও দলিল এবং কড়চা জাতীয় দুই একটি পুস্তকের সংকীর্ণ ধারায় সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলা গদ্য যখন সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো, তখন থেকেই তার বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতি ইংরেজি সাহিত্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে গড়ে উঠতে লাগলো এবং অচিরেই তা যে কোন চিন্তার ও যে কোন অভিজ্ঞতার কুশলী বাহন হয়ে উঠলো । বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষারীতির ক্ষেত্রে নিজস্ব কথ্য-ভাষার রীতি ছাড়া আরও দু'টি ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় । একটি ধারা ইংরেজি বাক্যগঠন-রীতি এবং অপর ধারাটি সংস্কৃত বাক্য গঠন রীতি অনুসরণ করেছে । পরবর্তীকালে এই তিনটি ধারাই মিশে গিয়ে বলিষ্ঠ ও আধুনিক বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয় । ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এটি লক্ষ্য করা যায় ।

প্রথম অবস্থায় ইংরেজিয়ানা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে কতিপয় বাঙালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । ইংরেজের শাসনযন্ত্র বিস্তারের সাথে সাথে একদিকে এই গোষ্ঠী অনেকটা ব্যাপ্তি লাভ করলো, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে এই ইংরেজিয়ানা ক্রমশঃ আমাদের সমাজ জীবনে প্রবেশ করলো । প্রকৃতপক্ষে সে যুগের নবপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী উন্নতির শীর্ষে আরোহণের প্রশস্ত সোপান হিসাবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন । তারই ফলস্বরূপ বাংলা ভাষার এই সমৃদ্ধি ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ইংরেজী ভাষার প্রভাবের ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক ও বাকসংগঠনগত বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষার প্রভাবের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সুদীর্ঘকাল ধরে ইংরেজির প্রভাবে বিপুল পরিমানে ইংরেজি শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়ে, বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে । কেবল তাই নয়, বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যসংগঠনগত দিকও ইংরেজি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ।

বাংলা শব্দভান্ডারে বিদেশী শব্দের মধ্যে ইংরেজি শব্দের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । লেখার সময় যেমন আমরা বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি, তেমন কথা বলার সময়ও আমরা বাংলা এবং ইংরেজি শব্দের সংমিশ্রণ করে থাকি । আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে অর্থাৎ ইংরেজি শব্দ গ্রহনের সূচনাপর্বে প্রয়োজনের টানেই ইংরেজি শব্দ বাংলা শব্দ ভান্ডারে স্থান পেতে থাকে । ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারী কাজ পরিচালনা এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন এসব বিষয় আলোচনার জন্য বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ালো বাংলা ভাষায় । এ ছাড়াও সাহিত্য সৃষ্টির জন্যও ভাষার প্রকাশ ক্ষমতার প্রবৃদ্ধি প্রয়োজনীয় এবং এ কাজে শব্দ ভান্ডা-রের প্রসারতার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি । বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাংলা শব্দভান্ডারের যেমন প্রসার ঘটতে শুরু করে, তেমনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের নানা প্রয়োজনে এসব শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে ।

যখন কোন ইংরেজিগ্রন্থ অনুসরণ করে কোন বিদেশী কাহিনী বা বিদেশীদের জীবন চরিত বাংলায় অনূদিত হয়েছে সেখানেও সেই পরিবেশের সংগে যুক্ত কোন কোন শব্দ গৃহীত হয়েছে । যেমন বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরী'তে সুপ, পিলের বাক্স, মেডাল ইত্যাদি । আর ইংরেজি, দর্শন, বিজ্ঞান গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা যেমন হয়েছে তেমনি সরাসরি ইংরেজি শব্দও গ্রহন করা হয়েছে । বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাধিক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে সংবাদ প্রভাকর বহু ইংরেজি শব্দ স্থান দিয়েছে। কিন্তু তারা প্রয়োজনের বাইরে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেননি।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ইংরেজি শব্দের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। প্রথম তিন দশকে এর প্রয়োগ খুবই সীমিত ছিল। তখনকার লেখক গোষ্ঠী প্রায়শঃ বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজি শব্দকে বাংলায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিম-ভূদেবের যুগে শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় একটি বক্তব্যের মধ্যে ঃ

'বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে-যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে--তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না'। •

ভাবের পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে বিদেশী ভাষা থেকে শব্দচয়নে দ্বিধাগ্রস্থ হননি, তাঁর বক্তব্যে তাই প্রমাণিত হয়। যখন বাংলা ভাষা সব রকমের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত হয়নি, বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারও যখন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেনি, তখন এ ভাষার উন্নতির লক্ষ্যে শব্দভান্ডার বৃদ্ধি এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির দিকে বঙ্কিম বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তিনি অনেক সময় ইংরেজি অক্ষরেই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন বাংলা ভাষায়। আবার অনেক স্থানে হুবহু ইংরেজি শব্দ বাংলা অক্ষরে ব্যবহার করেছেন। বিকৃত এবং অবিকৃত এই উভয় ধরনের উচ্চারণেই তিনি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

• বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, শ্রীভবানী গোপাল সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা মর্ডাণ বুক এজেন্সী, ১৯৭৮, পৃঃ ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি শব্দচয়ন প্রসঙ্গে ভূদেব একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন "ইংরেজি শব্দ অনেক আসিয়াছে, আরও অনেক আসিবে। ইউরোপের আমদানি নূতন নূতন দ্রব্যাদির নাম আর আইন ও ব্যবহারঘটিত এবং বিজ্ঞানঘটিত অনেকানেক পারিভাষিক শব্দ, আর জাতিবাচক এবং গুণবাচক কতক শব্দ অবশ্যই আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া স্বর সামঞ্জস্যের নিয়মানুসারে অপভ্রষ্ট হইয়া চলিতে থাকিবে।"[১]

বাংলা শব্দভান্ডারে গৃহীত বহু ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ বাহুল্যের ফলে উচ্চারণগত এবং ব্যাকরণগত দিক থেকে কিছুটা বঙ্গীয় রূপ লাভ করেছে। যেমন :-

ইংরেজি শব্দ		বাংলা শব্দ	ইংরেজি শব্দ		বাংলা শব্দ
Office	=	আপিস	Doctor	=	ডাক্তার
Police	=	পুলিশ	Lord	=	লাট
Lantern	=	লন্ঠন	Hospital	=	হাসপাতাল

ইংরেজি শব্দ		বাংলা শব্দ
Table	=	টেবিল
Box	=	বাক্স্
Bench	=	বেঞ্চি ইত্যাদি।

আবার কোন কোন ইংরেজি শব্দ ভাষাতত্ত্বে স্বরাগম এর রীতি অনুসরণ করে বাংলা শব্দভান্ডারে স্থান লাভ করেছে। যেমন :

Steamer= ইষ্টিমার Station= ইষ্টিশান School = ইস্কুল

---

[১] ভূদেব মুখোপাধ্যায় - সামাজিক প্রবন্ধ, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃঃ ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কিছু সঙ্কর শব্দ (Hybrid) এর ব্যবহারও বাংলা শব্দভান্ডারে দেখা যায় । যেমন ঃ

জজ- পন্ডিত

অফিস- আদালত

কোর্ট-কাছারী ইত্যাদি ।

কয়েকটি ইংরেজি শব্দ যেমন ঃ হেড (Head), ফুল(Full) হাফ(Half), প্রভৃতি উপসর্গীয় প্রত্যয়রূপে বাংলায় ব্যবহৃত হয় । যেমন ঃ

হেড = হেড-পন্ডিত , হেড মৌলবী ।

ফুল = ফুল-বাবু, ফুল-আখড়াই

হাফ = হাফ-হাতা জামা, হাফ আখড়াই গান ইত্যাদি ।

বাংলা শব্দ ভান্ডারে গৃহীত কিছু কিছু ইংরেজি শব্দের সঙ্গে ব্যাকরণগত দিক থেকে কখনো বাংলা প্রত্যয় যুক্ত করে, কখনো ইংরেজি শব্দের পর বাংলা বিভক্তি ব্যবহার করে, আবার কখনো বিপ্রকর্ষের নিয়ম অনুসরণ করে বাংলায় রূপদান করা হয়েছে । অর্থাৎ অবয়বের পরিবর্তন করে ইংরেজি আগন্তুক শব্দকে চিরদিনের মতো বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ করে রাখা হয়েছে ।

ইংরেজি শব্দের সাথে বাংলা শব্দের সন্ধি ঃ

ইংরেজি শব্দ	+	বাংলা শব্দ
খ্রীষ্ট (Christ)	+	উপদিষ্ট = খ্রীষ্টোপদিষ্ট
ইংলন্ড (England)	+	ঈশ্বর = ইংলন্ডেশ্বর

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি শব্দ	বাংলা প্রত্যয়		
টিচার	+ ই	=	টিচারি
প্রফেসার	+ ই	=	প্রফেসারি
মাস্টার	+ ই	=	মাস্টারি
ডাক্তার	+ ই	=	ডাক্তারি
কনট্রাক্টার	+ ই	=	কনস্ট্রাক্টারি
ব্রোকার	+ ই	=	ব্রোকারি ইত্যাদি ।

ইংরেজি শব্দ + বাংলা বিভক্তির চিহ্ন ঃ

	এক বচন	বহুবচন
প্রথমা	মেম্বার	মেম্বারেরা (মেম্বার + এরা)
দ্বিতীয়া		মেম্বারদিগকে (মেম্বার+দিগকে)
ষষ্ঠী	কোম্পানির (কোম্পানি + র)	
সপ্তমী	বোর্ডে (বোর্ড + এ)	

বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বেড়ে যাবার সাথে সাথে ইংরেজি শব্দের সাথে বাংলার সবরকম বিভক্তিই যুক্ত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার একসময় নিছক প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে ইংরেজি শব্দ আইন-আদালত, সরকারী অফিস-আদালতের সীমা পার হয়ে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেরও ভাষা হয়ে উঠলো। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রায় ৮/৯ শত ইংরেজি শব্দ ইতিমধ্যেই naturalised অর্থাৎ পূর্ণভাবে গৃহীত হয়ে বাংলা বনে গেছে। এছাড়াও হাজার হাজার ইংরেজি শব্দ শিক্ষিত বাঙালী তাদের অফিস-আদালত থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়ও ব্যবহার করছে। এসব শব্দের অনেকগুলোরই যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজি শব্দটিই অধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ	ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
College	= মহাবিদ্যালয়	Admit-Card	= প্রবেশ পত্র
University	= বিশ্ববিদ্যালয়	Officer	= কর্মকর্তা
Admission	= ভর্তি।	Psychology	= মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

তবে ইংরেজির আসল উচ্চারণ সবসময় বাংলায় উচ্চারিত ইংরেজিতে দেখা যায় না এবং সেটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

ইংরেজি হতে অনূদিত বেশ কিছু শব্দ ও বাক্যাংশ অনূদিত ঋণ বা Translated loan হিসাবে বাংলা ভাষায় এসেছে, যেমন ঃ-

ইংরেজি শব্দ		বাংলা শব্দ
Golden age	=	স্বর্ণযুগ
With pleasure	=	আনন্দের সঙ্গে
Sorry	=	দুঃখিত
Golden letters	=	স্বর্ণাক্ষর
Golden opportunity	=	সুবর্ণ সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি শব্দ		বাংলা শব্দ
Summit conference	=	শীর্ষ সম্মেলন
Tear gas	=	কাঁদানে গ্যাস
Lion share	=	সিংহভাগ
Distilled water	=	পরিশ্রুত জল
Sick Industry	=	রুগ্ন শিল্প ইত্যাদি ।

বাক্যাংশের ইংরেজি প্রথম অক্ষর সমবায়ে গঠিত শব্দ ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, যেমন :-

বি,এ, (Bachelor of Arts)
এম,এ (Master of Arts)
এম,ফিল (Master of Philosophy)
এম,এস, সি (Master of Science) ইত্যাদি ।

বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষারীতির প্রভাবের পেছনে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থগুলোই ছিল সর্বাধিক সক্রিয় । বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের প্রতিষ্ঠায় ও অগ্রগতিতে ইংরেজি বাক্যগঠন রীতি দ্বারাও বাংলাভাষা প্রভাবিত হয়েছিল ।

সংস্কৃতে এবং বাংলায় সংযোজক অব্যয় হিসাবে 'এবং' / ' ও ' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল । কিন্তু ইংরেজি বাক্যগঠন রীতি অনুসরণ করে বাংলায় 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু করতে দেখা যায় ।

উদাহরণ :

(১) ..... । এবং যেমন কোন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে ..... ।

(মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বেদান্ত চন্দ্রিকা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৬ ।)

Dhaka University Institutional Repository

(২) ..... । এবং তাহাদের দ্বারা অন্ধকার নষ্ট হইতেছে ..... ।

(উইলিয়ম ইয়েটস, পদার্থ বিদ্যাসার, ১৮৩৪ সংস্করণ পৃঃ ৫) ।

ইংরেজি ' and' দিয়ে বাক্য শুরু করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় বাইবেল এবং বিশেষতঃ দি নিউ টেস্টামেন্ট অংশে । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাইবেল এর বিভিন্ন অংশের বাংলায় অনুবাদ করা হয় এবং এই সূত্রে 'এবং' দিয়ে বাক্য রচনার প্রবণতা বাংলা গদ্যে দেখা দেয় ।

বাংলা বাক্যরীতির অনুসরণে যেখানে ক্রিয়াবাচক বিশেষন (Participle) ব্যবহার করা উচিত সেখানে ইংরেজি রীতির অনুসরণে অনেক সময় ' এবং ' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

উদাহরণ : 'ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন'

(মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বত্রিশ সিংহাসন, ১ম সংস্করণ পৃঃ ১৮) ।

বাংলা রীতি অনুসরণ করে ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার করলে বাক্যটি হতো এরকম :

'ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন । '

ইংরেজি অলংকার 'পলিসিন্ডেটন' এর অনুসরণ করার প্রচেষ্টা অনেক বাংলা বাক্যে দেখা যায় । যেমন :

..... এবং প্রজাদের অসন্তোষাবস্থায় এবং দীনহীনাবস্থায় এবং পাত্রমিত্রগনের গরিমাবস্থায় এবং কলহকরণাবস্থায় সিংহাসন পাইলেন ।

(ফিলিপস ফেরী, ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৮৪) ।

'এবং' শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার যথাযথ ইংরেজি অলংকার শাস্ত্র সম্মত হয়ে উঠেছিল ভূদেব, বলেন্দ্রনাথ এঁদের রচনায় । এজাতীয় প্রয়োগ বাংলা গদ্যের সাহিত্যগুন বৃদ্ধি করেছিল । বিভিন্ন বাংলা গদ্যকারের অনুবাদমূলক এবং মৌলিক রচনায় এ তিন ধরনের ব্যবহার বহুল পরিমানে রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান কালে 'হওয়া' ক্রিয়ার ব্যবহার বাংলা বাক্যের নিজস্ব গঠন রীতির বিরোধী। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক অবস্থায় মিশনারীগণ এবং ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী গদ্যকারগণ ইংরেজি রীতির প্রভাবে অনেক সময় এই রকম ক্রিয়ার ব্যবহার করেছেন। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'বাইবেল' এর বিভিন্ন অংশের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে এ রকম ব্যবহার অধিক দেখা যায়। অনুবাদের ক্ষেত্রেই এ রকম ব্যবহার অধিক দেখা গেলেও মৌলিক রচনাতে এ ধরনের ব্যবহার কিছু কিছু দেখা গিয়েছিল।

উদাহরণ ঃ

১) পষ্ট (স্পষ্ট) রূপে প্রকাশ করিবার শিল্পবিদ্যা 'হয়' ব্যাকরণ।
গঙ্গাকিশোর ভট্টচার্য, ইংরেজি ব্যাকরণ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩)।

বর্তমানে এ বাক্যটি এভাবে লেখা যায় ঃ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করবার শিল্পবিদ্যা 'হলো' ব্যাকরণ।

ইংরেজি বাক্য এবং বাংলা বাক্যের রচনারীতির ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য আছে - বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের স্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে। বাংলা বাক্যের গঠনে প্রথমে থাকে কর্তা, তারপর কর্ম এবং সর্বশেষে ক্রিয়াপদ। কিন্তু ইংরেজি বাক্যে প্রথমে কর্তা, তারপর ক্রিয়াপদ এবং সর্বশেষে থাকে কর্ম। ইংরেজি বাক্যরীতির প্রভাবে অনেক সময় বাংলা বাক্যেও কর্তা ও কর্মের মাঝখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা দেয়।

উদাহরণ ঃ

এই কথার দৃষ্টানুস্থল 'হইয়াছে' সিমিরামিস রাণী। *
(পীয়ার্সন, প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৭)।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি রীতি অনুসরণে বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদকে বাক্যের মধ্যে ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত আছে। 'তিনি শহরে গেলেন' এ বাক্য অনেক সময় এভাবে লেখা হয় - 'তিনি গেলেন শহরে'।

নিত্য বা পরস্পর সম্বন্ধী অব্যয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলা গদ্যে ইংরেজি রীতি অনুসৃত হয়েছে। সংস্কৃতে 'যাবৎ' এরপর 'তাবৎ' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংরেজি রীতি অনুসরণে বাংলা গদ্যে 'তাবৎ' এরপর 'যাবৎ' এবং 'তাহারা'র পর 'যাহারা' ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

উদাহরণ :

তাহারা হয় এমন সকল ক্রিয়া যে (যাহারা) অন্য ক্রিয়া সকলের অগ্রে থাকিয়া ..... ।

(গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, ইংরেজি ব্যাকরণ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৪)।

বিদ্যাসাগর ইংরেজি গ্রন্থাদির অনুবাদ করতে গিয়েই এ ধরনের প্রকাশভঙ্গির সাথে পরিচিত হলেন এবং এগুলো গ্রহণ করলেন। ইংরেজিতে 'when' এর পর 'then' এর ব্যবহার উহ্য থাকে। কিন্তু বাংলা বাক্যে 'যখন' এর পর 'তখন' ব্যবহৃত হয়। বিদ্যাসাগর ইংরেজি রীতি অনুসরণ করে কখনো কখনো 'তখন' শব্দটির ব্যবহার উহ্য রেখেছেন।

"'যখন' সিরাজউদদৌলাকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত চক্রানু হয়, রায় দুর্লভই চক্রানুকারীদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মীর জাফরকে নবাব করা উচিত।"

(বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৩য় অধ্যায়)

ইংরেজি Neither ..... Nor এর অনুসরণে বাংলা গদ্যে 'না' ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ ঃ

সেখানে 'না' পথিকবাস ছিল যে তাহাতে উত্তরে এবং 'না' কোন মনুষ্য ছিল যে ..... ।

(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দি ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট)

বাংলা ভাষার সাহিত্যিক গুণবৃদ্ধির জন্যে ইংরেজি অলংকারের অনুসরণে বাঙালী গদ্যকারেরা অগ্রসর হয়েছিলেন ।

উদাহরণ ঃ ইংরেজি ক্লাইম্যাক্স এর প্রভাব ।

(১) ..... আপনি যে তিরস্কার, যে অপমান বা যে শাস্তি প্রদান করিবেন ..... ।

(বিদ্যাসাগর, আখ্যান মঞ্জরী, ৩য় ভাগ, দস্যু ও দিগ্বিজয়ী) ।

(২) তিনি যথার্থ ভাবুক, তিনি যথার্থ প্রেমিক, তাহার গুনের সীমা নাই, তিনি জগতে অতুল্য । (অক্ষয় চন্দ্র সরকার, ভালোবাসা) ।

'এ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স' এর প্রভাব ।

ফরাসীদিগের বারুদের পিয়ায় বালি এবং কয়লা ময়দার সিন্দুকে খড়ি এবং করাতের গুঁড়া, জুতার চামড়ার তলে পেস্টবোর্ড । (ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, পাশ্চাত্যভাব-তাহার উপসংহার) ।

'এ্যাসিন্ডেক্টন' এর প্রভাব

কিন্তু তথাপি ইহার গম্বুজে, মিনারে, তোরণে, প্রাচীরে, গৃহদ্বারে, অলিন্দে, বাইরের সম্মুখে বিচিত্র খোদিত গোল বারান্দায়, বাতায়নে গবাক্ষে ..... ।

(বলেন্দ্রনাথ, লাহোরের বর্ণনা) ।

Dhaka University Institutional Repository

'এ্যাকিথিসিস' এর প্রভাব

আপনার জীবন আপনি পাঠ করিতে কেহ সমর্থ হয় না, পরের জীবন কিরূপে পাঠ করিবে ?

(কালী প্রসন্ন ঘোষ, প্রভাব চিন্তা, মনুষ্যের জীবন চরিত) ।

এপিগ্রাম এর প্রভাব

(১) জগতে সাদৃশ্য আছে কিন্তু সাম্য নাই । (ভূদেব, পাশ্চাত্যভাব, সাম্য)

(২) পরকালকে মাথায় রাখিয়া উহারা ইহকাল ভোগ করিতে চায় । (ভূদেব, সামাজিক প্রবন্ধ, ভবিষ্য বিচার, ইউরোপের কথা) ।

অন্যান্য প্রভাব

১। ক) Storm in a tea cup —এর প্রভাব
চায়ের পেয়ালার উপর কথার ফুৎকার । (বলেন্দ্রনাথ, নিমন্ত্রণ সভা) ।

খ) Lest selfishness comes-এর প্রভাব'পাছে স্বার্থপরতা আসে ..... ।' (বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক)

গ) Get the carriage ready 'র প্রভাব 'গাড়ি তৈয়ার করুক ' (উইলিয়াম কেরী, কথোকপন) বাংলায় সাধারণ রীতি'গাড়ি নিয়ে আস' অথবা'গাড়ি ডেকে আন ।'

ঘ) Well gentleman,well Sir—এর প্রভাব 'ভাল মহাশয় ' (উইলিয়াম ইয়েটস, পদার্থ বিদ্যাসার এর মধ্যে বহুবার ব্যবহৃত ।)

ঙ) Come my son — এর প্রভাব 'আইস পোলা' (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) ।

Dhaka University Institutional Repository

চ) Fell asleep-এর প্রভাব ।

'নিদ্রায় পড়িলাম'

(ফিলিক্স কেরী, যাত্রিদের অগ্রেসরণ বিবরণ) ।

বাংলায় আমরা বলি-

'নিদ্রিত হলাম ।'

'নিদ্রা গেলাম' ইত্যাদি ।

২। ক) ইংরেজি Subjunctive mood - এর অনুসরণ-

'সে যদি কখনো কাহারো ফরমাস মতো চিত্র করিলো ।'

(অক্ষয় চন্দ্র সরকার, গগন পটে) ।

খ) ইংরেজি Indefinite Article- (অনির্দেশক অব্যয়) এর ব্যবহার

'ভালবাসা একটি মহাযন্ত্র ।'

গ) ইংরেজি রীতির অনুসরণে ক্রিয়াপদকে সামনে আনার প্রবণতা :

দেখলেন, স্থানটি অতি ভয়ানক ।

(ভূদেব, সফল স্বপ্ন) ।

ঘ) ইংরেজি আদর্শ অনুসরণে কোন ব্যক্তির নাম গোপন রাখার জন্য নামের আদ্যাক্ষরের পর 'কষি'র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় :

তু - (বিবেকানন্দ, পরিব্রাজক) ।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি রীতির অনুসরণেই বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নাদির ব্যবহার শুরু হয়। ভাষার সহজবোধ্যতার জন্যই এর প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাভাষায় এক দাঁড়ি এবং দুই দাঁড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের প্রথম চার দশকের মধ্যে নানারকমের যতিচিহ্ন ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা গদ্যে। এ পর্যায়ে মৌলিক গ্রন্থের তুলনায় অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যেই যতিচিহ্নাদির ব্যবহার ছিল অনেকটা নিয়মিত। কারণ এ পর্যায়ে অনুবাদ করতে গিয়েই বাংলা ভাষা ইংরেজি ভাষার যতিচিহ্নাদির সাথে প্রথম পরিচিত হয় এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুধাবন করেই বাংলা ভাষা এসব যতিচিহ্নাদিকে নিজস্ব সম্পদ করে নেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যতিচিহ্নাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছিলেন অতি মাত্রায় সচেতন।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে - বাংলা গদ্যের মাধ্যমে ইতিহাস, বিজ্ঞানও দর্শন প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বাংলা গদ্য শিল্পীরা অনুভব করলেন। এ পর্যায়ে পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফিলিপস কেরী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি "ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ" গ্রন্থটিতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাংলা ভাষার পরিভাষা সৃষ্টির প্রথম এবং উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি "Glossary of words used in the History of England" গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষার বারো পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। উদাহরণ :

Board of Trade	=	বাণিজ্য নিয়ামক সভা
Parliament	=	মহাসভা
Pacific Ocean	=	প্রশান্ত মহাসাগর ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগেই পাদরি ইয়েট্‌স Physics - এর পরিভাষা করেছিলেন পদার্থ বিদ্যা। এ সময়কার কিছু পরিভাষা পরবর্তীকালে অপরিবর্তিত থেকেছে। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেন।

এই পরিভাষা সৃষ্টির দু'টি প্রধান ধারা ছিল -

১। বিজ্ঞানমূলক পরিভাষা, ২। দর্শনমূলক (রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন) পরিভাষা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দর্শনমূলক পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে। তিনি প্রতীচ্যের রাজনীতি, সমাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে ইংরেজি কোন 'টার্ম' এর ব্যবহার না করে সমার্থক বাংলা শব্দ তৈরী করে ব্যবহার করতেন। সে সব শব্দের অনেকগুলোই তাদের বিশেষ পারিভাষিক অর্থ নিয়ে বাংলা ভাষায় এখনো টিকে আছে। কয়েকটি উদাহরণ :-

Capital	=	মূলধন
Socialism	=	সাম্যবাদ
Social Contract theory	=	সামাজিক চুক্তিবাদ
Foreign Trade	=	বহির্বাণিজ্য

এসব শব্দের কোন কোনটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন : - সামাজিক চুক্তিবাদ, আধুনিককালে হয়েছে সামাজিক চুক্তি মতবাদ।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কয়েকজন বাঙালী অপরিসীম নিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ ও প্রকাশিত হয়েছিল সে যুগে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১) রাসায়নিক পরিভাষা : রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ।

২) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা : অপূর্ব চন্দ্র দত্ত

৩) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা: যোগেশ চন্দ্র রায়

প্রবন্ধে 'মূল পদার্থের পরিভাষা' শীর্ষক অংশে রামেন্দ্র সুন্দর প্রত্যেকটি মূল পদার্থের নামকরনের ব্যুৎপত্তি অনুসরণকরে বাংলা পরিভাষা গঠন করেছেন । পরিভাষা গঠনের ক্ষেত্রে যে ধরনের যুক্তি অনুসরণ করেছেন তিনি, তার উদাহরণ :

Cerium-ceres — গ্রহের সহিত আবিস্কার স্মরণার্থ ।

Ceres — শস্য সম্পত্তির দেবতা আমাদের লক্ষ্মী বা শ্রী

সুতরাং Cerium = শ্রীক ধাতু

রামেন্দ্র সুন্দর সমস্ত মূল পদার্থের বাংলা পরিভাষা এবং সাঙ্কেতিক নামের তালিকা উল্লেখিত প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করেছিলেন । কয়েকটি উদাহরণ :

ইংরেজি নাম	বাংলা পরিভাষা	সাঙ্কেতিক নাম
Oxygen	দহক	দ
Hydrogen	অম্লজনক	অ
Nitrogen	মরূতক	ম
Calcium	খটিক	খ
Silver	রজত	র

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের রাসায়নিক পরিভাষা এবং তার সাথে সাঙ্কেতিক নামের ব্যবহার রামেন্দ্র সুন্দরের আগে কেউ করেননি। এবং পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচিত হলেও পরিভাষা এবং সাঙ্কেতিক নামের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করা হয়।

পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মতো প্রতিভাবান গদ্যশিল্পীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যে কোন ভাষার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অগ্রগতির জন্য পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন। এবং এদিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা পরিভাষা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ যুগের কয়েকটি মূল্যবান পরিভাষার উদাহরণ :

বিদ্যাসাগর

Botany	=	উদ্ভিদ বিদ্যা
Colonial	=	উপনিবেশিক
Centre	=	কেন্দ্র
University	=	বিশ্ববিদ্যালয়
Milky Way	=	ছায়াপথ

অক্ষয় কুমার দত্ত :

Relative velocity	=	আপেক্ষিক গতি
Stamen	=	পরাগ কেশর
Circular Motion	=	চক্রাবর্ত গতি
Radiation	=	বিকিরণ
Geology	=	ভূতত্ত্ব

সংবাদ প্রভাকর:
(প্রাত্যহিক পত্র)

Standard	=	মান
Press	=	মুদ্রাযন্ত্র
Editor	=	সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

এসব পরিভাষা সে যুগের মানদন্ডে সত্যই প্রশংসনীয়। কিছু কিছু পরিভাষার উন্নত পরিবর্তন পরবর্তীকালে হয়েছে। আবার বেশ কতগুলো পরিভাষা যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলা ভাষায় আজও টিকে আছে।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য খুব বেশী রকম প্রভাবিত হয়েছে। রেখা চিত্রের সাহায্যে ইংরেজি সাহিত্য প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা দেখানো হলো :-

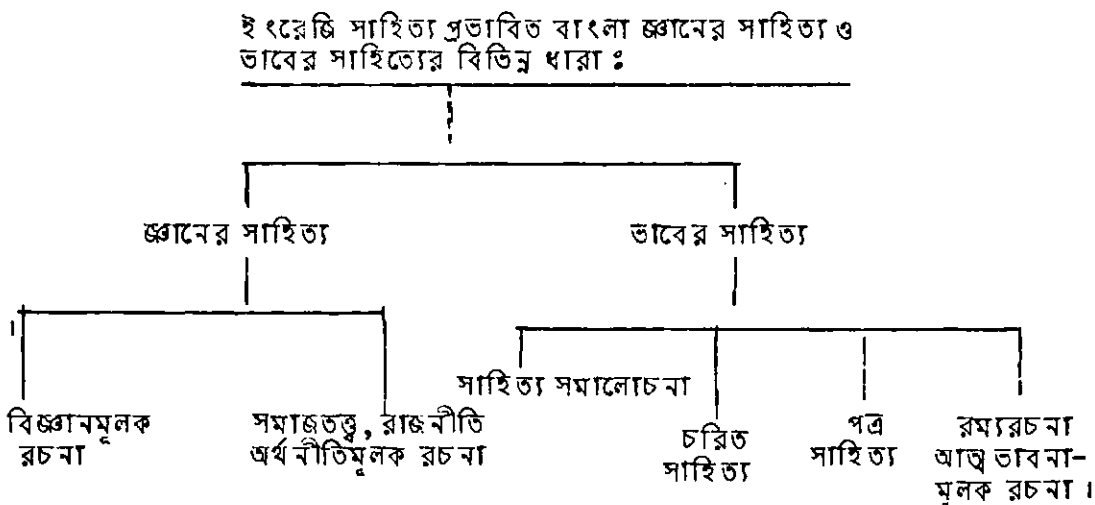

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের এই ব্যাপক প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে কেবল তাই নয়, বাংলা ভাষার ধ্বনি সংগঠন, রূপ সংগঠন এবং বাকসংগঠনও ইংরেজি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

উপরন্তু, উন্নত ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য ভাষার প্রকাশভঙ্গির শৃঙ্খলা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। বাংলা ভাষা উন্নত ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে।

এই পরিচ্ছেদটির **কিছু অংশের মর্মীকরণ** এবং কিছু উদাহরণ নেয়া হয়েছে অপূর্ব কুমার রায়-এর 'উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য- ইংরেজি প্রভাব' (জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯, কলিকাতা-২৯, ১ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর-১৯৭৬) শীর্ষক গ্রন্থটি থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ ভাষার প্রভাবের স্বরূপ ও ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সরাসরি সমুদ্রপথ আবিস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন । কারন তখন ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী ভারত মহাসাগর এবং লোহিত সাগর আরবদের দখলে ছিল । এই সমুদ্র পথ আবিস্কারের উদ্দেশ্যে অণুপ্রানিত হয়েই পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল (১৪৯৫ - ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে) নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার (Vasco da Gama) নেতৃত্বে একটি নৌবহর পাঠালেন । ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জাহাজ দক্ষিণ -পশ্চিম ভারতের কালিকট (Calicut) বন্দরে ভিড়লো । কালিকটের শাসনকর্তা তাঁকে স্বাদরে গ্রহন করেছিলেন । এভাবেই ইউরোপীয়দের কাছে ভারতবর্ষের পথ খুলে যায় ।

পর্তুগীজরা দু'টি উদ্দেশ্যে নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন - (১) বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন এবং (২) খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার । কিন্তু পরে তারা রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলেন এবং কোচিন (Cochin) এর রাজার সাথে হাত মিলিয়ে কালিকটের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন । এর ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই তারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন ।

১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক (Albuquerque) ভারতবর্ষে আসেন এবং ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ এফেয়ার্সের গর্ভণর নিযুক্ত হন । ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'গোয়া' (Goa) দখল করেন । এরপর তিনি মলক্কা (Malacca) এবং ওরমুজ (Ormuz) দখল করে বিদেশী উপনিবেশ পত্তন করেন । তাঁর উত্তরসূরীরা বোম্বে, হুগলী, দামাত্তন (Damaon) এবং দিউ (Diu) সহ আরও কিছু স্থান দখল করেন । তারপর কয়েক বছরের মধ্যেই সিংহল ও দ্বীপময় ভারতে পর্তুগীজদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দের প্রবেশ হয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন শাহের আমলে পর্তুগীজেরা বাংলাদেশে প্রথম আসে। গোয়া'র পর্তুগীজ শাসনকর্তা Nonu da cunha – (১৫২৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) প্রথম বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি বাংলার মুসলমান সুলতান মাহমুদ শাহ্ কে শেরশাহের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকশত পর্তুগীজ সৈন্য বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। এর ফলে পর্তুগীজেরা বাংলাদেশে আস্তানা গড়ার সুযোগ পায়। এদের অনেকে এদেশে ব্যবসা আরম্ভ করে এবং স্থায়ী অধিবাসী হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর তাদের ভিত শক্ত হয়, যার কারণ ছিল বাংলায় শাসনের হাতবদল এবং আনুসঙ্গিক অরাজকতা। এর পরবর্তীতে তারা চট্টগ্রাম বন্দরের আধিপত্য পায়। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁন কর্তৃক চট্টগ্রামে ক্ষমতা দখল করা পর্যন্ত তারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সন্দ্বীপ এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে তাদের বৃহৎ বসতির ক্রমবিকাশ হতে থাকে। চট্টগ্রামের দেয়াং নামক স্থানে তাদের একটি উপনিবেশ ছিল। হুগলীর নিকটবর্তী ব্যান্ডেল নামক স্থানে তাদের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। 'বর্গী' বলে অভিহিত পর্তুগীজ দস্যুদের প্রভাবও বাংলার সমাজ পরিবর্তনে এক বিরাট শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

যেহেতু পর্তুগীজদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার, তাই পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ও সৈন্যদের অনুসরণেই পাদ্রীরা এদেশে পাড়ি জমায় এবং পরবর্তী তিন শতাব্দী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ধর্মপ্রচারে লিপ্ত থাকে। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাদের প্রধান কেন্দ্র হয় হুগলী। হুগলীতে তারা গীর্জা, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে। চট্টগ্রামেও তারা গীর্জা স্থাপন করে। ঢাকাতে মিশন ও গীর্জা স্থাপিত হয় ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে।

বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে স্থানীয় ভাষায় দখল পর্তুগীজ পাদ্রী সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। তাই আগমনের অব্যবহিত পরেই বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করে। তাদের অনেকেই পুস্তক, ব্যাকরণ এবং শব্দকোষ রচনা করেন এবং প্রশ্নোত্তর সম্বলিত

Dhaka University Institutional Repository

সারগর্ভ (Catecheism) - রচনা করেন। পাদ্রী ফ্রান্সিসকো কার্ণান্দেজ এবং দমিঙ্গো দ্য সুজা বাংলা ভাষায় ধর্মপ্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নেন। পাদ্রী ফ্রে সেবাস্তিও ম্যানরিক ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী আসেন এবং ধর্মপ্রচারের মানসে বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষায় নিয়োজিত হন। পাদ্রী মার্কোস আন্তুনিও সান্তুকি, ম্যানুয়েল সারায়ভা ও ইগন্যাসিও গমেজ বাংলা শেখেন এবং বাংলা ভাষায় পুস্তিকা রচনা করেন। মার্কোস আন্তুনিওর ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রতিবেদনে দেখা যায় তারা এই ভাষা ভালোভাবেই শিখেছেন এবং এতে শব্দকোষ, ব্যাকরণ, স্বীকারোক্তি ও স্তোত্র রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় মতবাদের তারা ভাষান্তর করেছেন। পাদ্রী বার্বিয়ার, জর্জ দ্য এপ্রেজেন্তাকাও এবং ম্যানুয়েল দ্য আসুম্পকানও বাংলা শেখেন এবং বাংলা পুস্তক রচনা করেন। ম্যানুয়েল পুর্তুগীজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন এবং ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ ও বাংলা শব্দকোষও রচনা করেন। 'কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ' নামক বিখ্যাত পুস্তিকা তিনি প্রণয়ন করেন ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে।

১৫৯০ - ১৬০০ সনে পর্তুগীজ কর্তৃক বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে খ্রীষ্টীয় বাংলা গদ্য ভাষার উদ্ভব ঘটে যার বিকাশ পরবর্তী ১৫০ বছর ব্যাপী চলতে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত না ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ক্যারী এবং বিশিষ্ট লেখকদের রচনা অন্যদেরকে উৎসাহিত করে।

ম্যানুয়েলের কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ পুস্তকে ঢাকার ভাওয়াল এলাকার ২০০ বৎসর পূর্বে কথিত গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। ম্যানুয়েলের ব্যাকরণ এই ভাষার আলোচনাই লাতিন আঙ্গিকে তুলে ধরে। যদিও ব্যাকরণের ভাষা তৎকালীন চলিত সাহিত্যের ভাষাই, যদিও এই ব্যাকরণের ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা আছে তথাপি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এর প্রণেতা ম্যানুয়েল বিশেষ আসনের দাবীদার। পন্ডিতদের মতে এই সমস্ত পুস্তিকাবলী বাংলা অক্ষরে রচনা করা হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় ছাপার প্রচলন না থাকায় এই সমস্ত পুস্তক পর্তুগীজ বা রোমান আদলে রূপান্তরিত করা হয় ছাপানোর সুবিধার্থে। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ পুস্তকটির বাংলা অংশ বাংলা হরফেই লেখা হয়েছিল, পর্তুগীজ পাদ্রীরা বাংলা হরফ লিখতে পারতেন। ম্যানুয়েলের রচনা পর্তুগীজ ভাষার শব্দপ্রকরণকে আশ্রয় করা। স্তোত্র রচনার প্রকরণে পর্তুগীজ প্রভাব সুস্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখতে পাই যে পর্তুগীজ পাদ্রীদের সামনে কোন বাংলা শব্দকোষ ছিল না যা তারা অনুসরণ করতে পারতেন ।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এবং শব্দ কোষ রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রথম প্রয়াস হিসাবে (বিশেষ করে পর্তুগীজ প্রয়োজন মিটাতে) সানুকীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি বাংলা Infinitives, Past Participles এবং Reflexive verbs কিভাবে হয়েছে তা দেখাতে চেয়েছিলেন । ব্যাকরণ রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল চলিত বাংলা ভাষার সাথে পরিচিত করানো, যদিও সময়ে সময়ে সাহিত্য ভাষার উল্লেখ এসেছে প্রসঙ্গক্রমে । ব্যাকরণ রচনার পরিকল্পনা লাতিন অনুসারী । বাক্যবিন্যাস রীতি নির্দেশে লাতিন শব্দের প্রাচুর্য এই ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে ।

পর্তুগীজেরা কথ্য বাংলায় দক্ষতা অর্জন করেছিল একথা অনস্বীকার্য, তবে তার মাত্রা খুব বেশী নয়, অনেকটা দায়সারা গোছের । তবে বাংলা গদ্যের আদি রচয়িতা হিসাবে ক্যারী সাহেবের ও নাম উল্লেখ করলেও সানুকী সাহেবের নামও আমরা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারি । স্তোত্র এবং প্রার্থনা সমূহের নিখুঁত বাংলা রূপান্তরের জন্য তাঁকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল একথা অবধারিত এবং দম আন্তনিওর কাছে তিনি এ উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন ।

যতটুকু জানা যায়, দম আন্তনিও যিনি খৃষ্ট ধর্মানুরিত হিন্দু বাঙালী পর্তুগীজ জলদস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন এবং পরে ধর্মান্তর গ্রহনে মুক্তি পান, সানুকী তার এলাকায়ই ধর্মপ্রচার করেন । আন্তনিও ছাড়া আর কেউ পর্তুগীজ ভাষা না বোঝায় পাদ্রীদের জন্য বাংলাভাষা শেখা জরুরী ছিল । তাই দেখতে পাই যে, বছর পাঁচেক সময়ের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখা, পর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ এবং কতিপয় স্তোত্র, প্রার্থনা ইত্যাদি রচিত হয়েছে । এ সমস্ত পুস্তক পর্তুগালের লিসবন থেকে ১৭৪৩ সনে প্রকাশিত হয় । এ সমস্ত পুস্তকের কতিপয় পান্ডুলিপি ১৭২৬ সনে ঢাকার ভাওয়াল এলাকায় দেখা গেছে বলে কথিত আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয় পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকালে ধর্মান্তরিত স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে পর্তুগীজ ভাষার বোধগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তাৎপর্যপূর্ণভাবে । ম্যানুয়েল তাঁর পুস্তকে বাংলা ভাষায় দখল অর্জনের জন্য পর্তুগীজ পাদ্রীদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন । বোঝা যায় যে,এই সময়ে পর্তুগীজ পাদ্রীদের মধ্যে বাংলা শেখার প্রবণতা কমে গেছে । তাই বলা যায় যে ইংরেজদের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল পর্তুগীজদের ক্ষেত্রে তাই-ই ঘটেছিল অর্থাৎ বাংলা ভাষীরা ইংরেজী যতই শিখেছে ইংরেজরা বাংলায় কথোকপথন ততই কমিয়েছে । ফলতঃ তাদের বাংলা জ্ঞানের মাত্রাও কমেছে । পর্তুগীজদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারে ঘটেছিল বলে অনুমান করে নেয়া যায় ।

ব্যবসায়ী সৈনিক এবং যুদ্ধজয়ী হিসাবে যখন তারা ক্ষমতা ও মানসম্মান হারায় তখন তাদের বিপক্ষীয় ডাচ, ইংরেজ এবং ফরাসীদের জন্য স্থান করে দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না । কিন্তু পর্তুগীজ মিশনারীদের প্রচার কাজ চলতে থাকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তারা বাংলাদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার লাভে সমর্থ হয় । ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হুগলী, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও তার আশে পাশে যখন পর্তুগীজ সম্প্রদায়ের লোকেরা বসতি স্থাপন করে তখনই পর্তুগীজ শব্দসমূহ বাংলায় প্রবেশ লাভের সুযোগ পায় । মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে আমরা হরমাদ (harmad) অথবা হারমাদ (haramad) (পর্তুগীজ সৈনিক - পর্তুগীজ ভাষায় armada শব্দ দেখতে পাই । পর্তুগীজ কৃতঋণ শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দেখে অনুধাবন করা যায় যে এগুলো অন্ত্য মধ্যবাংলার সময় গৃহীত হয়েছিল । সপ্তদশ এবং অষ্টদশ শতাব্দীতে এমন কতগুলো পর্তুগীজ শব্দ ছিল যেগুলো এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেগুলো হয়তবা এখন কোন শ্রেণী উপভাষায় স্থান পেয়েছে যারা বা যাদের পূর্ব পুরুষেরা পর্তুগীজদের দ্বারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল ।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন যে, " ইংরেজদের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশে পর্তুগীজ প্রভাব এত অধিক হইয়াছিল যে অনেকে পর্তুগীজ ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারিত ।" *

---

* ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' রেনেঁসাস, ঢাকা, ১৯৮১, পৃঃ ৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দের প্রবেশ পর্তুগীজ সাহিত্যের বিস্তারের ফলে নয়, বাঙ্গালী এবং পর্তুগীজদের কথাবার্তা এবং মেলামেশার ফলেই এসেছে। তাই নিয়মমাফিকভাবে অনুবাদ হয়নি এসব শব্দের। বাংলায় রূপান্তরিত হবার সাথে সাথে কিছু কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে এদের মধ্যে। এক্ষেত্রে এগুলো Folk Etemology - দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বাংলায় প্রচলিত এমন অনেক পর্তুগীজ শব্দ আছে যেগুলো দেশীয় (Native) পর্তুগীজ নয় অন্যান্য ভাষা থেকে গৃহীত। এসব শব্দ যখন বাংলায় ব্যবহৃত হয় তখন এগুলোকে পর্তুগীজ শব্দ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য ভাষার প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব হিসাবে আরবী, ফারসী, ইংরেজী এবং পর্তুগীজ ভাষার প্রভাব ছাড়াও অন্যান্য কিছু ভাষার প্রভাবও লক্ষণীয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তুর্কী, ওলন্দাজ এবং ফরাসী।

বাংলাদেশে তুর্কীদের আগমনের ইতিহাস "বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী ভাষার প্রভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি" শীর্ষক পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হয়েছে, তাই এখানে আর পৃথকভাবে সে ইতিহাস বর্ণনার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বলে রাখাই যথেষ্ট যে, ভারতে ফারসী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তুর্কীরাই। আরবী ফারসী ভাষার পাশে তুর্কীদের নিজ মাতৃভাষা 'তুর্কী'র কোন জৌলুস ছিল না কিন্তু রাজার জাতির ঘরোয়া ভাষা হিসাবে ফার্সী ভাষার সাথে-সাথে তুর্কী শব্দ ও বাংলা, হিন্দী প্রভৃতিতে আসলো। এরকম তুর্কী শব্দ বাংলায় মাত্র ৩৫/৪০ টা।

ইংরেজদের এদেশে আগমনের পূর্বে ফরাসী এবং ওলন্দাজেরাও বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এদেশে আসে। যেহেতু তারা এদেশে খুব দীর্ঘকাল ধরে অবস্থান করতে পারেনি, সেহেতু তাদের ভাষার কোন স্থায়ী প্রভাব বাংলাভাষার উপর প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারেনি। তবু তাদের ভাষার দু'চারটি শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে।

এছাড়াও কিছু কিছু জাপানী, চীনা, এবং গ্রীক শব্দ বাংলা ভাষায় এসে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় আগত বিদেশী শব্দের তালিকা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় আগত আরবী–ফারসী শব্দাবলী

Dhaka University Institutional Repository

অ

অইরান	(ফা)
অকসর	(আ)
অকু	(আ)
অকুআৎ	(আ)
অকুফ	(আ)
অক্কা	(আ)
অক্ত	(আ)
অছি	(আ)
অছিয়ৎ	(আ)
অছিলা	(আ)
অজল	(আ)
অজকরার	(আ-ফা)
অজু	(আ)
অজিফা	(আ)
অজুরদার	(আ-ফা)
অজুহাত	(আ)
অজুহাতনামা	(আ-ফা)
অজ্ঞাম	(ফা)
অদল বদল	(আ)
অদুল	(আ)
অন্দর	(ফা)
অন্দর-মহল	(আ-ফা)
অমারী	(আ)
অহমাল	(আ)

আ

আইওয়াশ	(আ)
আইন	(ফা)
আইন-কানুন	(আ-ফা)
আইয়াম	(আ)
আউয়াল	(আ)
আউলিয়া	(আ)
আওকাত	(আ)
আওয়াজ	(ফা)
আওয়ারা	(ফা)
আওরৎ	(ফা)
আওরত	(আ)
আওরা	(আ)

আ = আরবী

ফা = ফারসী

আ-ফা = আরবী - ফারসী (অর্থাৎ শব্দের একঅংশ আরবী অন্যঅংশ ফারসী।)

Dhaka University Institutional Repository

আওরাদ (আ)
আওলাদ (আ)
আওসৎ (আ)
আকযত (আ)
আকবর (আ)
আকবরনামা (আ-ফা)
আকরকরা (আ)
আকরিবা (আ)
আকল (আ)
আকলমন্দ (আ-ফা)
আকরিবা (আ)
আকিক (আ)
আকিকা (আ)
আকায়িদ (আ)
আকিদা (আ)
আকেল (আ)
আওন (আ)
আওন খানি (আ-ফা)
আওনবস্তু (আ-ফা)
আখজ (আ-ফা)
আখতা (ফা)
আখতার (ফা)
আখনী (ফা)
আখন্দ (ফা)
আখবার (আ)
আখরজাত (আ)
আখলাক (আ)
আখীর (আ)
আখেচ (ফা)
আখের (আ)
আখেরাত (আ)
আগাজ (ফা)
আঙুর (ফা)
আঙুরশতানা (ফা)
আঙুরশতরী (ফা)
আচার (ফা)
আছর (আ)
আছালতন (আ)
আছুদী (ফা)
আছোয়ার (ফা)
আজকার (আ)
আজগবী (আ-ফা)
আজদাহা (ফা)
আজনবী (আ)
আজনাস (আ)
আজব (আ)

Dhaka University Institutional Repository

আজম	(আ)	আত	(আ)
আজমত	(আ)	আতর	(আ)
আজমাইশ	(ফা)	আতর-দান	(আ-ফা)
আজবুই	(ফা)	আতর-পাশ	(আ-ফা)
আজল	(আ)	আতরাফ	(আ)
আজাদ	(ফা)	আতলস	(আ)
আজাদগী	(ফা)	আতশ	(ফা)
আজাদী	(ফা)	আতশকদা	(ফা)
আজান	(আ)	আতশখানা	(ফা)
আজাব	(আ)	আতশপরস্ত	(ফা)
আজায়েব	(আ)	আতশবাজী	(ফা)
আজারী	(ফা)	আতশী	(ফা)
আজিজ	(আ)	আতা	(আ)
আজিয়ত	(আ)	আত্তার	(আ)
আজীব	(আ)	আদত	(আ)
আজীম	(আ)	আদদ	(আ)
আজীরী	(আ)	আদনা	(আ)
আজুর	(আ)	আদব	(আ)
আজুরদা	(ফা)	আদব-কায়দা	(আ)
আজুরা	(আ)	আদম	(আ)
আজেজ	(আ)	আদম-খোর	(আ-ফা)
আঞ্জীরা	(ফা)	আদমশুমারী	(আ-ফা)
আঞ্জুমন	(ফা)	আদমী	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

আদল (আ)

আদাব (আ)

আদাব-তসলীমাত (আ)

আদাবত (আ)

আদায় (আ)

আদালত (আ)

আদিনা (ফা)

আন (ফা)

আনা (ফা)

আনার (ফা)

আন্দাজ (ফা)

আন্দেশা (ফা)

আন্দাম (ফা)

আপশানী (ফা)

আপা (আ)

আফগান (ফা)

আফজল (আ)

আফত (আ)

আফতাব (ফা)

আফলাতুন (আ)

আফশান (ফা)

আফসর (ফা)

আফসোস (ফা)

আফিম (আ)

আফিম-খোর (আ-ফা)

আব (ফা)

আবকারী (ফা)

আবখোরা (ফা)

আবচশী (ফা)

আবজোশ (ফা)

আবদার (ফা)

আবদাল (আ)

আবদীদা (ফা)

আবনুস (আ)

আবর (ফা)

আবরু (ফা)

আবরোঁয়া (ফা)

আবলক (আ)

আবহাওয়া (ফা)

আবা (আ)

আবাদ (ফা)

আবাদানী (ফা)

আবির (আ)

আবু (আ)

আবেজা (ফা)

আবেদ (আ)

আবেদ (আ)

আবেস্তা (ফা)

আবেহায়াত (আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

আবোয়াব (আ)
আব্বা (আ)
আম (আ)
আমখাস (আ)
আমদরফত (ফা)
আমদানী (ফা)
আম-মোক্তার নামা (আ-ফা)
আমল (আ)
আমল-দার (আ-ফা)
আমলদস্তুর (আ-ফা)
আমলনামা (আ-ফা)
আমলমামুল (আ)
আমলা (আ)
আমলা ফয়লা (আ)
আমলিয়ত (আ)
আমহুকুম (আ)
আমান (আ)
আমানত (আ)
আমানত-দার (আ-ফা)
আমামা (আ)
আমিন (আ)
আমির (আ)
আমির-ওমরা (আ)
আমিরজাদা (আ-ফা)
আমিরানা (আ-ফা)
আমিরুল ওমরা (আ-ফা)
আমুওন (ফা)
আমেজ (ফা)
আমোয়াল (আ)
আমুর (আ)
আমিয়া (আ)
আয়না (ফা)
আয়মা (আ)
আয়মা-দার (আ-ফা)
আয়মা মুনাশার (আ)
আয়মাল (আ)
আয়াত (আ)
আয়েন্দা (ফা)
আয়েব (আ)
আয়েশ (আ)
আরক (আ)
আরক-বাদিয়ান (আ-ফা)
আরকান (আ)
আরকান দৌলত (আ)
আরজ (আ)
আরজদাস্ত (ফা)
আরজু (ফা)
আরমান (ফা)

Dhaka University Institutional Repository

আরশ	(আ)	আলীশান	(আ)
আরা	(ফা)	আলী হুকুম	(আ)
আরাকশ	(ফা)	আলু	(ফা)
আরাম	(ফা)	আলুদা	(ফা)
আরাশ	(ফা)	আলুফা	(আ)
আরাস্তা	(ফা)	আলুফাদার	(আ-ফা)
আরিন্দা	(ফা)	আলুবোখারা	(ফা)
আরোয়াহ	(আ)	আলেক সালাম	(আ)
আল	(আ)	আলোয়ান	(আ)
আলখাল্লা	(আ)	আল্লামী	(আ)
আলবেদা	(আ)	আল্লাহ	(আ)
আলবত	(আ)		
আলম	(আ)	আশকারা	(ফা)
আলমগীর	(আ-ফা)	আশনা	(ফা)
আলম আরওয়াহ	(আ)	আশনাই	(ফা)
আলমাস	(আ)	আশরফী	(ফা)
আলস্পানা	(আ-ফা)	আশরাফ	(আ)
আলা	(আ)	আশুরা	(আ)
আলাই বালাই	(আ)	আশেক	(আ)
আলাত	(আ)	আসখাস	(আ)
আলামত	(আ)	আসবাব	(আ)
আলাহিদা	(আ)	আসমান	(ফা)
আলিম	(আ)	আসমানী	(ফা)
আলী	(আ)	আসর	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

আসল	(আ)	আহমাল	(আ)
আসহাব	(আ)	আহলিয়া	(আ)
আসা	(আ)	আহলিয়াত	(আ)
আসান	(ফা)	আহলী	(আ)
আসাবরদার	(আ-ফা)	আহলেকার	(আ-ফা)
আসামী	(আ)	আহলে-বাইত	(আ-ফা)
আসার	(আ)	আহাছর্দ	(ফা)
আসা সোটা	(আ)	আহাদ	(আ)
আসুদা	(ফা)	আহেল	(আ)
আসোয়ার	(ফা)	আহোয়াল	(আ)
আস্কর	(আ)	আঁত্তল	(আ)
আসুর	(ফা)		
আস্তাগফেরুল্লা	(আ)		
আস্তানা	(ফা)	ই	
আস্তাবল	(আ)	ইউনানী	(আ)
আস্তিন	(ফা)	ইকরার	(আ)
আস্তে	(ফা)	ইকরার-নামা	(আ-ফা)
আহ	(ফা)	ইকলিম	(আ)
আহকাম	(আ)	ইকসির	(আ)
আহদ	(আ)	ইকামত	(আ)
আহদনামা	(আ-ফা)	ইখতিলাফ	(আ)
আহবাব	(আ)	ইখতিয়ার	(আ)
আহমক	(আ)	ইখরাজাত	(আ)
আহমদ	(আ)	ইজন	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

ইজন নামা	(আ-ফা)	ইনকার	(আ)
ইজমাল	(আ)	ইনকিলাব	(আ)
ইজলাস	(আ)	ইনফেসালী	(আ)
ইজহার	(আ)	ইনশা-আল্লাহ	(আ)
ইজহার-নবীস	(আ-ফা)	ইনসান	(আ)
ইজা	(আ)	ইনসাফ	(আ)
ইজাজত	(আ)	ইনাম	(আ)
ইজাদ	(আ)	ইন্তিকাল	(আ)
ইজাফা	(আ)	ইন্তিজাম	(আ)
ইজাব-কবুল	(আ)	ইন্তিজার	(আ)
ইজারবন্দ	(আ-ফা)	ইন্তিহা	(আ)
ইজারা	(আ)	ইফতার	(আ)
ইজারাদার	(আ-ফা)	ইবন	(আ)
ইজ্জত	(আ)	ইবরা	(আ)
ইজ্জতাসার	(আ-ফা)	ইবলিস	(আ)
ইন্জিল	(আ)	ইমতিহান	(আ)
ইতিকাফ	(আ)	ইমলা	(আ)
ইতিকাদ	(আ)	ইমসাল	(ফা)
ইতিবার	(আ)	ইমাম	(আ)
ইতিরাজ	(আ)	ইমামতী	(আ)
ইত্তিফাক	(আ)	ইমারত	(আ)
ইত্তিলা	(আ)	ইয়া	(আ)
ইত্তিহাদ	(আ)	ইয়াকুত	(আ)
ইদ্দত	(আ)	ইয়াজুজ	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াজুজ-মজুজ (আ)
ইয়াদ (ফা)
ইয়াদকার্দ (ফা)
ইয়াদগার (ফা)
ইয়াদদাস্ত (ফা)
ইয়ানফ্সী (আ)
ইয়ানে (আ)
ইয়ার (ফা)
ইয়ারকী (ফা)
ইয়ার বকশ (ফা)
ইয়ারানা (ফা)
ইরশাদ (আ)
ইরসাল (আ)
ইরাদা (আ)
ইলজাম (আ)
ইলহান (আ)
ইলহাম (আ)
ইলাকা (আ)
ইলাহী (আ)
ইলাহী আলমীন (আ)
ইলাহী কারখানা (আ-ফা)
ইলাহী কারবার (আ-ফা)
ইলাহী কুদরত (আ)
ইলাহীগঞ্জ (আ-ফা)
ইলাহীতওবা (আ)
ইলাহী সন (আ)
ইল্লত (আ)
ইল্লতিয়া (আ-ফা)
ইশতিহার (আ)
ইশতিহার নামা (আ-ফা)
ইশাদ (আ-ফা)
ইশাদ-নবীস (আ-ফা)
ইশারা (আ)
ইসবী (আ)
ইসলাম (আ)
ইসলামিয়া (আ)
ইসলাহ (আ)
ইসালে সওয়াব (আ-ফা)
ইসুফসার (আ)
ইস্তিখারা (আ)
ইস্তিগফার (আ)
ইস্তিফা (আ)
ইস্তিমরার-দার (আ-ফা)
ইস্তিমরারী (আ-ফা)
ইস্তিমাল (আ)
ইস্তিলাহ (আ)
ইস্তিলাহাত (আ)
ইহতিমাম (আ)
ইহতিমাম-দার (আ-ফা)
ইহতিয়াত (আ)

Dhaka University Institutional Repository

ইহতিলাম (আ)

ইহরাম (আ)

ইহসান (আ)

ইহানত (আ)

ইহুদী (আ)

ঈ

ঈদ (আ)

ঈদগাহ (আ-ফা)

ঈদুল আজ্‌হা (আ)

ঈদুল ফিতর (আ)

ঈমান (আ)

ঈমান-দার (আ-ফা)

ঈসবগুল (ফা)

ঈসা (আ)

ঈসা মসীহ (আ)

উ

উকীল (আ)

উজরত (আ)

উজীর (আ)

উজীর-আজম (আ)

উজীর-আলা (আ)

উমদা (আ)

উমরা (আ)

উমেদ (ফা)

উমেদার (ফা)

উম্মত (আ)

উম্মী (আ)

উলফত (আ)

উলা (আ)

উলামা (আ)

উলুফ (আ)

উল্কুখুল্ক (ফা)

উসুল (আ)

উস্তাগর (ফা)

উস্তাদ (ফা)

উস্তাদী (ফা)

উস্তোয়ার (ফা)

এ

এওজ (আ)

এওজ-তরাজ (আ)

এক (ফা)

এক আন্দাজ (ফা)

Dhaka University Institutional Repository

একছের	(ফা)
একজা	(ফা)
একজাই	(ফা)
একজায়	(ফা)
একটা	(ফা)
একতরফা	(আ-ফা)
একতারা	(ফা)
একদফা	(আ-ফা)
একদম	(ফা)
একদিল	(ফা)
একবার	(ফা)
একবাল	(আ)
একরাম	(আ)
একরোখা	(ফা)
একিন	(আ)
একা	(ফা)
এওেন্দা	(আ)
এগানা	(ফা)
এছম আজম	(আ)
এছির	(আ)
এজরা	(আ)
এতীম	(আ)
এতীম খানা	(আ-ফা)
এন্তেহান	(আ)
এন্দে	(আ)
এবাদত	(আ)
এবারত	(আ)
এমতানাই	(আ)
এরম	(আ)
এরাদত	(আ)
এলবাস	(আ)
এলাকা	(আ)
এলম	(আ)
এলম-দার	(আ-ফা)
এলমবাজ	(আ-ফা)
এলাচী	(ফা)
এলাজ	(আ)
এলান	(আ)
এলক	(আ)
এশা	(আ)
এসির	(আ)
এশতেহার	(আ)

ও

ওকালত	(আ)
ওকালত-নামা	(আ-ফা)
ওওন	( )

Dhaka University Institutional Repository

ওভিস্য়া	(আ)
ওগয়রহ	(আ)
ওজন	(আ)
ওজর	(আ)
ওজারত	(আ)
ওজীফা	(আ)
ওজু	(আ)
ওজুদ	(আ)
ওজুনামা	(আ-ফা)
ওজেবাদ	(আ-ফা)
ওতন	(আ)
ওফা	(আ)
ওফাত	(আ)
ওফাদার	(আ-ফা)
ওবা	(আ)
ওয়াকফ	(আ)
ওয়াকফ নামা	(আ-ফা)
ওয়াকিফ	(আ)
ওয়াকফ বিল ওসিয়ত	(আ)
ওয়াকিফহাল	(আ-ফা)
ওয়াকিফিয়াত	(আ)
ওয়াকেয়া নবীস	(আ-ফা)
ওয়াজ	(আ)
ওয়াজিব	(আ)
ওয়াদা	(আ)
ওয়াদা খেলাপী	(আ-ফা)
ওয়াপস	(ফা)
ওয়ারিস	(আ)
ওয়ারিসান	(আ-ফা)
ওয়ালী	(আ)
ওয়ালেদ	(আ)
ওয়াসিল	(আ)
ওয়াসিল বাকী	(আ)
ওয়াসিলাত	(আ)
ওয়াস্তে	(আ)
ওয়াহাবী	(আ)
ওয়াহিদ	(আ)
ওয়াহিয়াত	(আ)
ওরক	(আ)
ওরফে	(আ)
ওরস	(আ)
ওয়োপ	(আ)
ওলদ	(আ)
ওলিমা	(আ)
ওলি	(আ)
ওসিয়ত	(আ)
ওসিয়ত নামা	(আ-ফা)
ওসুরা	(ফা)
ওহী	(আ)
ওহোদ	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

ক

কইতর (ফা)
কইসর (আ)
কওম (আ)
কওল (আ)
কওসর (আ)
কচ (ফা)
কছম (আ)
কজাওয়া (ফা)
কত (আ)
কতল (আ)
কদ (আ)
কদম (আ)
কদমবুসী (আ-ফা)
কদর (আ)
কদর-দান (আ-ফা)
কদিম (আ)
কদু (ফা)
কন্দ (ফা)
কফগীর (ফা)
কবচ (আ)
কবজ (আ)
কবজী (আ)
কবর (আ)
কবরস্তান (আ-ফা)
কবাব (আ)
কবাব চিনি (আ)
কবালা (আ)
কবিরা (আ)
কবিরা গুনাহ (আ-ফা)
কবিলা (আ)
কবুতর (ফা)
কবুল (আ)
কবুলিয়াত (আ)
কব্জ (আ)
কম (ফা)
কমক (ফা)
কমজাত (আ-ফা)
কমজোর (ফা)
কমপোওশ (ফা)
কমবখত (ফা)
কমবেশ (ফা)
কমর (ফা)
কমর বন্দ (ফা)
কমী (ফা)
কমীনা (ফা)
কমাবেশী (ফা)

Dhaka University Institutional Repository

কয়	(আ)
কয়াল	(আ)
কয়েদ	(আ)
কয়েদ খানা	(আ-ফা)
করজ	(আ)
করজদার	(আ-ফা)
করম	(আ)
করাবত	(আ)
করার	(আ)
করার দাদ	(আ-ফা)
করীব	(আ)
করীম	(আ)
কর্দ্দোরফ্‌থ	(ফা)
কর্নাল	(ফা)
কলন্দর	(আ)
কলপ	(আ)
কলব	(আ)
কলম ✓	(আ)
কলম-তরাস	(আ-ফা)
কলমপেশা	(আ-ফা)
কলমদানী	(আ-ফা)
কলমবাজ	(আ-ফা)
কলাই	(আ)
কলাইগর	(আ-ফা)
কলেমা	(আ)
কশফ	(আ)
কশা	(ফা)
কশাকশী	(ফা)
কশি	(ফা)
কশীদা	(ফা)
কসবা	(আ)
কসবী	(আ-ফা)
কসম	(আ)
কসর	(আ)
কসরত	(আ)
কসাই	(আ)
কসাইখানা	(আ-ফা)
কসাইগিরি	(আ-ফা)
কসীদা	(আ)
কসুর	(আ)
কসুর মন্দ	(আ-ফা)
কহত	(আ)
কহর	(আ)
কাওয়া	(আ)
কাওয়াজ	(আ)
কাওয়ালী	(আ-ফা)
কাগজ	(ফা)
কাগজাত	(ফা)
কাঙুরা	(ফা)
কাজা	(আ)
কাজা-কদর	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

কাজিল-কোজাত (আ)
কাজী (আ)
কাজিয়া (আ)
কাত (আ)
কাতরা (আ)
কাতরান (আ)
কাতার (আ)
কাতিল (আ)
কাদাহ (আ)
কাদের (আ)
কানাচ (আ)
কানাত (আ)
কানুন (আ)
কানুনগো (আ-ফা)
কান্দর (ফা)
কাফন (আ)
কাফরী (আ)
কাফ্ফারা (আ)
কাফি (আ)
কাফিখানা (আ-ফা)
কাফির (আ)
কাফিরানা (আ-ফা)

কাফিলা (আ)
কাফিলা বন্দী (আ-ফা)
কাফুর (আ)
কাবা (আ)
কাবাই (আ)
কাবিদসী (আ-ফা)
কাবিন (ফা)
কাবিন নামা (ফা)
কাবিল (আ)
কাবুলী (ফা)
কাবেজ (ফা)
কামাই (ফা)
কামান (ফা)
কামান্দ (ফা)
কামাল (আ)
কামালিয়াত (আ)
কামিজ (আ)
কামিল (আ)
কায়দা (আ)
কায়েম (আ)
কায়েম-মকাম (আ)
কার (ফা)
কারখানা (ফা)
কারগুজারী (ফা)

Dhaka University Institutional Repository

কারচুপী (ফা)
কারচুব (ফা)
কারদানী (ফা)
কারনবীস (ফা)
কারপরদাজ (ফা)
কারবার (ফা)
কাররওয়াই (ফা)
কারসাজী (ফা)
কারাবত (আ)
কারাবা (আ)
কারিগর (ফা)
কারিন্দা (ফা)
কারী (আ)
কারুরা (আ)
কারোয়া (ফা)
কালবুদ (ফা)
কালাম (আ)
কালামুল্লা (আ)
কালিয়া (আ)
কালেব (আ)
কালেমা (আ)
কাল্লা (ফা)
কাসা (আ)
কাসিদ (আ)
কাসুকার (ফা)
কাসুকার দেহী (ফা)
কাহাত (আ)
কাহিল (আ)
কাহু (ফা)
কাহহার (আ)
কিংখাব (ফা)
কিতা (আ)
কিতাব (আ)
কিতাবত (আ)
কিতাবরী (আ-ফা)
কিনা (ফা)
কিনার (ফা)
কিফাইত (আ)
কিবলা (আ)
কিমত (আ)
কিমা (ফা)
কিমিয়া (আ)
কিমিয়াগর (আ-ফা)
কিয়াম (আ)
কিয়ামত (আ)
কিয়াস (আ)
কিল্লা (আ)
কিল্লাদার (আ-ফা)
কিল্লাফতে (আ)
কিশতি (ফা)

Dhaka University Institutional Repository

কিশমিস	(ফা)	কুরসী	(আ)
কিসম	(আ)	কুরসীনামা	(আ-ফা)
কিসমত	(আ)	কুর্দ	(ফা)
কিস্তি	(আ)	কুল	(আ)
কিস্তিবন্দী	(আ-ফা)	কুলফত	(আ)
কিস্তিমাত	(আ-ফা)	কুলফী	(আ-ফা)
কুওত	(আ)	কুলৎ	(ফা)
কুচ	(ফা)	কুলাহ	(ফা)
কুচ- কাওয়াজ	(আ-ফা)	কুলুখ	(ফা)
কুচি	(ফা)	কুলুফ	(আ)
কুজা	(ফা)	কুল্লে	(আ)
কুতওদার	(ফা)	কুশাদা	(ফা)
কুড	(আ)	কুশিশ	(ফা)
কুতুব	(আ)	কুস্তী	(ফা)
কুদরত	(আ)	কুস্তীগীর	(ফা)
কুন্দা	(ফা)	কুহকাফ	(ফা)
কুন্দাকার	(ফা)	কুহতুর	(ফা)
কুফর	(আ)	কুঁদো	(ফা)
কুফরী	(আ-ফা)	কেচ্ছা	(আ)
কুমকুম	(আ)	কেতা	(আ)
কুরতা	(ফা)	কেতাদুরস্ত	(আ-ফা)
কুরবান	(আ)	কেনাত	(আ)
কুরবানী	(আ-ফা)	কেবার	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

কেরামত (আ)
কেরায়া (আ)
কেরায়াদার (আ-ফা)
কেরাহত (আ)
কেরাহিয়াত (আ)
কৈফিয়ত (আ)
কোতওয়াল (ফা)
কোনাচ (ফা)
কোন্দা (ফা)
কোফ্তা (ফা)
কোফরান (আ-ফা)
কোবরা (আ)
কোমক (ফা)
কোরকাব (ফা)
কোরতা (ফা)
কোরফা (আ)
কোরবা (আ)
কোরান (আ)
কোরান শরীফ (আ)
কোরেশ (আ)
কোল (ফা)
কোলজম (আ)
কোলা (ফা)
কোলাপোষ (ফা)
কোহিনুর (আ-ফা)
কৌল (আ)
এশক (আ)
এশকদার (আ-ফা)

খওফ (আ)
খঞ্জর (ফা)
খত (আ)
খত্না (আ)
খতম (আ)
খতর (আ)
খতিয়ান (আ)
খতীব (আ)
খন্দক (আ)
খন্নাস (আ)
খফা (ফা)
খফি (আ)
খবর (আ)
খবরগীর (আ-ফা)
খবরদারী (আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

খবীস	(আ)	খসম	(আ)
খমক	(ফা)	খসরু	(ফা)
খয়র	(আ)	খসলত	(আ)
খয়রুননিসা	(আ)	খাওন্দ	(ফা)
খয়রাত	(আ)	খাওয়াস	(আ)
খয়রাত খানা	(আ-ফা)	খাক	(ফা)
খয়ের খাহ	(আ-ফা)	খাকদর খাক	(ফা)
খরগোশ	(ফা)	খাকসার	(ফা)
খরচ	(আ)	খাকী	(ফা)
খরবুজা	(ফা)	খাজা	(ফা)
খরাব	(আ)	খাজাখিজী	(আ)
খরিতা	(আ)	খাজাখিজীখানা	(আ-ফা)
খরিদ	(ফা)	খাজাখিজীগরী	(আ-ফা)
খরিদার	(ফা)	খাজনা	(আ)
খরীফ	(আ)	খাজানাখানা	(আ-ফা)
খলক	(আ)	খাজাসরা	(ফা)
খলল	(আ)	খাঞ্জা	(ফা)
খলাস	(আ)	খাঞ্জাপোশ	(ফা)
খলীফা	(আ)	খাতা	(আ)
খলীল	(আ)	খাতা বন্দী	(আ-ফা)
খলীলুল্লা	(আ)	খাতা বহি	(আ)
খস	(ফা)	খাতির	(আ)
খসখস	(ফা)	খাতির জমা	(আ)
খসড়া	(আ)	খাতির তোয়াজা	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

খাতির দার	(আ-ফা)	খামচা	(ফা)
খাতির নাদারাদ	(আ-ফা)	খামীর	(আ)
খাতেমা	(আ)	খামোশ	(ফা)
খাদিম	(আ)	খারিজ	(আ)
খাদিমদার	(আ-ফা)	খারিজ দাখিল	(আ)
খাদিমী	(আ-ফা)	খারেজী	(আ)
খানকা	(ফা)	খাল	(ফা)
খানকী	(ফা)	খালকাত	(আ)
খানকী বাজ	(ফা)	খালা	(আ)
খানান	(ফা)	খালাসী	(ফা)
খানদান	(ফা)	খালি	(আ)
খানপোশ	(ফা)	খালু	(আ)
খানসামা	(ফা)	খালেক	(আ)
খানসামাগিরি	(ফা)	খালেছ	(আ)
খানা	(ফা)	খাস	(আ)
খানাজাদ	(ফা)	খাস দখল	(আ)
খানাবুরী	(ফা)	খাস দরবার	(আ-ফা)
খানাশুমারী	(ফা)	খাসদান	(আ-ফা)
খাপ	(আ)	খাস নবীশ	(আ-ফা)
খাব	(ফা)	খাসবরদার	(আ-ফা)
খাম	(ফা)	খাসমহল	(আ-ফা)
খামাখা	(ফা)	খাসা	(আ)
খাম খেয়ালী	(আ-ফা)	খাসিয়ত	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

খাসী	(আ)	খুতবা	(আ)
খাসুগীর	(ফা)	খুন	(ফা)
খাস্তা	(ফা)	খুন-খরাব	(আ-ফা)
খাহিশ	(ফা)	খুনশী	(ফা)
খিজাব	(আ)	খুন	(ফা)
খিজালত	(আ)	খুনাখুনী	(ফা)
খিজির	(আ)	খুবতরে	(আ-ফা)
খিতাব	(আ)	খুবসুরত	(আ-ফা)
খিদমত	(আ)	খুবানী	(ফা)
খিদমতগার	(আ-ফা)	খুবী	(ফা)
খিমা	(আ)		
খিয়ানত	(আ)	খুরমা	(ফা)
খিরা	(আ)	খুরশী	(আ)
খিরাজ	(আ)	খুলা	(আ)
খিলকা	(আ)	খুলাসা	(আ)
খিলাত	(আ)	খুশকী	(ফা)
খিলাফ	(আ)	খুশী	(ফা)
খিলাফত	(আ)	খুস্ক	(ফা)
খিলাফী	(আ)	খেদঙ	(ফা)
খিলাল	(আ)	খেদিব	(ফা)
খুচরা	(ফা)	খেয়াল	(আ)
খুঞ্চা	(ফা)	খেরদমন্দ	(ফা)
খুঞ্চাপোশ	(ফা)	খেলওয়াত	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

খেশ (ফা)
খেসারত (আ)
খোজা (ফা)
খোতন (ফা)
খোদ (ফা)
খোদকস্তা (ফা)
খোদ গরজ (আ-ফা)
খোদ পছন্দ (ফা)
খোদ মোখ্তার (আ-ফা)
খোদা (ফা)
খোদাই (ফা)
খোদাওন্দা (ফা)
খোদা তুন্দ তালা (আ-ফা)
খোদাতালা (আ-ফা)
খোদা না খাস্তা (ফা)
খোদা পরস্ত (ফা)
খোদা হাফেজ (আ-ফা)
খোন্দকার (ফা)
খোমার (আ)
খোয় (ফা)
খোয়াজ খিজির (ফা)
খোয়ার (ফা)
খোর (ফা)
খোরপোশ (ফা)
খোরা (ফা)
খোরাক (ফা)
খোরাসানী (ফা)
খোর্দ (ফা)
খোলা (আ)
খোশ (ফা)
খোশ আমদীদ (ফা)
খোশ ইলহান (আ-ফা)
খোশ কবালা (আ-ফা)
খোশখত (আ-ফা)
খোশ খবর (আ-ফা)
খোশ জবান (ফা)
খোশ নবীস (ফা)
খোশনমা (ফা)
খোশনসীবী (আ-ফা)
খোশনাম (ফা)
খোশবু (ফা)
খোশবুদার (ফা)
খোশমেজাজ (আ-ফা)
খোশ লেবাস (আ-ফা)
খোশা (ফা)
খোশামোদ (ফা)
খোঁদা (আ)
খোঁয়ারী (আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

গ

গওর	(আ)
গজ	(ফা)
গজব	(আ)
গজল	(আ)
গজা	(আ)
গঞ্জ	(ফা)
গঞ্জোয়েল	(ফা)
গঞ্জীফা	(ফা)
গড়গড়া	(আ)
গনিমত	(আ)
গনী	(আ)
গন্দম	(ফা)
গফ	(ফা)
গফশ	(ফা)
গফফার	(আ)
গম	(আ)
গম খার	(আ-ফা)
গমগীন	(আ-ফা)
গমজাদ	(আ-ফা)
গর্মী	(আ)
গয়র	(আ)
গয়রহ	(আ)
গর	(আ)
গরক	(আ)
গরজ	(আ)
গরজারী	(আ)
গরবা	(আ)
গরম	(ফা)
গরম মসলা	(আ-ফা)
গরমা গরম	(ফা)
গরলায়েক	(আ)
গর রাজী	(আ-ফা)
গর্হিসাব	(আ)
গর হজম	(আ)
গর হাজির	(আ-ফা)
গরীব	(আ)
গরীবখানা	(আ-ফা)
গরীব নেওয়াজ	(আ-ফা)
গরীবানা	(আ-ফা)
গরীবুলওতন	(আ)
গর্জন	(ফা)
গর্দ	(ফা)
গর্দান	(ফা)
গর্দিশ	(ফা)
গর্ল্লা	(আ)
গলত	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

গলাবন্দ	(ফা)	গালিম	(আ)
গলাবাজ	(ফা)	গাহ	(ফা)
গলীজ	(আ)	গিজান	(ফা)
গল্লা	(আ)	গিলিফ	(ফা)
গশত	(ফা)	গিলত	(আ)
গশ্তী	(ফা)	গিরবী	(ফা)
গস্তী	(ফা)	গিরা	(ফা)
গস্তীদার	(ফা)	গিরি	(ফা)
গাওমাহ	(ফা)	গির্দা	(ফা)
গাজী	(আ)	গির্দাবালিশ	(ফা)
গাড়া	(আ)	গিলমান	(আ)
গান্দা	(ফা)	গিলাফ	(আ)
গাপ	(আ)	গিলিম পোশ	(ফা)
গাফলতী	(আ)	গিল্লা	(ফা)
গাফিল	(আ)	গিল্লাগুচারী	(ফা)
গায়েব	(আ)	গু	(ফা)
গায়ের	(আ)	গু-খোর	(ফা)
গায়ের মহরম	(আ)	গুজরত	(ফা)
গায়ের মোকাল্লেদ	(আ)	গুজরান	(ফা)
গায়ের হাজির	(আ-ফা)	গুজশতা	(ফা)
গারত	(আ)	গুতা	(আ)
গালিচা	(ফা)	গুতাখুরী	(আ-ফা)
গালিব	(আ)	গুনা	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

গুনাখাতা	(আ-ফা)	গুলবাগ	(ফা)
গুনাগার	(ফা)	গুলবাগিচা	(ফা)
গুম	(ফা)	গুলবাহার	(ফা)
গুম খুন	(ফা)	গুলবুখ	(ফা)
গুমর	(আ)	গুলশান	(ফা)
গুমান	(ফা)	গুলাব	(ফা)
গুমী	(ফা)	গুলাবী	(ফা)
গুমুজ	(ফা)	গুলেল	(ফা)
গুর্জ	(ফা)	গেজা	(আ)
গুর্দা	(ফা)	গেরেফতার	(ফা)
গুল	(ফা)	গেরেফতারী পরোয়ানা	(ফা)
গুলকন্দ	(ফা)	গেরেবান	(ফা)
গুলকারী	(ফা)	গেরো	(ফা)
গুলজার	(ফা)	গের্দা	(ফা)
গুলতরাশ	(ফা)	গোজা	(ফা)
গুলতান	(ফা)	গোমরা	(ফা)
গুলদস্তা	(ফা)	গোমরাহী	(ফা)
গুলদার	(ফা)	গোমস্তা	(ফা)
গুলনকশ	(আ-ফা)	গোমস্তাগিরি	(ফা)
গুলনার	(ফা)	গোমেন্দা	(ফা)
গুলফা	(আ)	গোমেন্দাগিরি	(ফা)
গুলবদন	(আ-ফা)	গোর	(ফা)
গুলবনফশা	(ফা)	গোর আজাব	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

গোরখানা	(ফা)
গোর গাহা	(ফা)
গোরস্তান	(ফা)
গোরোহ	(ফা)
গোল	(ফা)
গোলন্দাজ	(ফা)
গোলন্দাজী	(ফা)
গোলা	(ফা)
গোলাম	(আ)
গোলাম খানা	(আ-ফা)
গোশ্ত	(ফা)
গোশানিশি	(ফা)
গোশোয়ারা	(ফা)
গোসল	(আ)
গোসলখানা	(আ-ফা)
গোসা	(আ)
গোস্তাখী	(ফা)
গোঁড়া	(ফা)
গোঁত	(আ)

ঘ

ঘাড়দানী	(ফা)
ঘিচিমিচি	(ফা)
ঘিঞ্জ	(ফা)

চ

চওগান	(ফা)
চঙ্গা	(ফা)
চঙ্গাল	(ফা)
চপশা	(ফা)
চবুতরা	(ফা)
চলগুজা	(ফা)
চরকা	(ফা)
চরব	(ফা)
চর্ব্বি	(ফা)
চর্ব্বিদার	(ফা)
চর্ম	(ফা)
চর্মকার	(ফা)
চশমখোর	(ফা)
চশমা	(ফা)
চশমাধারী	(ফা)
চা	(ফা)
চাক	(ফা)
চাকর	(ফা)
চাকরান জমি	(ফা)
চাকরী	(ফা)
চাদর	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

চা-দানী (ফা)
চান্দা (ফা)
চাপকান (ফা)
চাপরাসী (ফা)
চাপাতী (ফা)
চাবুক (ফা)
চাবুক সোয়ার (ফা)
চামচ (ফা)
চার (ফা)
চার ইয়ার (ফা)
চারখানা (ফা)
চারতরফ (আ-ফা)
চারদেওয়ারী (ফা)
চারজাই (ফা)
চারজামা (ফা)
চারা (ফা)
চালাক (ফা)
চাশনাই (ফা)
চাহারম (ফা)
চিজ (ফা)
চিনিচোপ (ফা)
চিরা (ফা)
চিলা (ফা)
চিলাকশী (ফা)
চুঁ (ফা)
চুঁচেরা (ফা)
চেরাগ (ফা)
চেরাগদান (ফা)
চেহারা (ফা)
চোনেন্দা (ফা)
চোবদার (ফা)
চোস্ত (ফা)
চৌবাচ্চা (ফা)

ছ

ছউন (ফা)
ছত্র (আ)
ছফ (আ)
ছবর (আ)
ছবি (আ)
ছয়লান (আ)
ছয়লাব (আ)
ছহী (আ)
ছাদ (আ)
ছানি (আ)
ছায়াদার (ফা)

Dhaka University Institutional Repository

ছায়াবাজী	(ফা)
ছায়েল	(আ)
ছালা	(আ)
ছাহাব	(আ)
ছিওম	(ফা)
ছিয়া	(ফা)
ছিয়াহী	(ফা)
ছেনী	(ফা)
ছেপায়া	(ফা)
ছেব	(ফা)
ছেরাতুল মুস্তাকীম	(আ)

জ

জইফ	(আ)
জও	(ফা)
জওক	(আ)
জওক শওক	(আ)
জওজ	(আ)
জওয়াব	(আ)
জওয়াবদিহি	(আ-ফা)
জওয়াবল জওয়াব	(আ)
জওয়াহেরাত	(আ)
জওয়াঁ মর্দী	(আ)
জওহর	(আ-ফা)
জং	(ফা)
জংলী	(ফা)
জকাত	(আ)
জখম	(ফা)
জখিরা	(আ)
জঙ্গ	(ফা)
জঙ্গনামা	(ফা)
জঙ্গবাজ	(ফা)
জঙ্গল	(ফা)
জঙ্গলবুড়ী	(ফা)
জঙ্গী	(ফা)
জজবা	(আ)
জনাজা	(আ)
জনানা	(ফা)
জনাব	(আ)
জবর	(ফা)
জবর জুলুম	(আ-ফা)
জবর দখল	(আ-ফা)
জবরদস্তী	(আ-ফা)
জবরান	(আ)
জবর্দার	(ফা)
জবহ	(আ)
জবান	(ফা)
জবানবন্দী	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

জবানবন্দী নবীস	(ফা)
জবুন	(ফা)
জবুর	(আ)
জব্দ	(আ)
জব্বার	(আ)
জমজম	(আ)
জমজমাট	(আ)
জমর্রদ	(আ)
জমহুরিয়া	(আ)
জমা	(আ)
জমা খরচ	(আ)
জমাত	(আ)
জমাদার	(আ-ফা)
জমাদারনী	(আ-ফা)
জামানত	(আ)
জমানত নামা	(আ-ফা)
জমানা	(আ)
জমাবন্দী	(আ-ফা)
জমায়েত	(আ)
জমীন	(ফা)
জমীনদার	(ফা)
জয়তুন	(আ)
জর	(ফা)
জরকশী	(ফা)
জরদা	(ফা)
জরদোজ	(ফা)
জরনেগার	(ফা)
জরি	(ফা)
জরিদার	(আ-ফা)
জরিনা	(ফা)
জরিপ	(আ)
জরিপেশগী	(ফা)
জরুরিয়ত	(আ)
জরুরী	(আ)
জলদ	(আ)
জলদী	(আ-ফা)
জলসা	(আ)
জলুস	(আ)
জল্লাদ	(আ)
জশান	(ফা)
জহমত	(আ)
জহর	(ফা)
জহর মোহরা	(ফা)
জহান	(ফা)
জাঁহাপনা	(ফা)
জহুদ	(আ)
জহুরা	(আ)
জা	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

জাকান্দারী	(ফা)
জাগীর	(ফা)
জাগীরদার	(ফা)
জাঙ্গাল	(ফা)
জাজা	(আ)
জাজাকাল্লাহ	(আ)
জাজিম	(ফা)
জাত	(ফা)
জাদকী	(ফা)
জাদা	(ফা)
জাদু	(ফা)
জাদুগর	(ফা)
জাদুগরী	(ফা)
জান	(ফা)
জান খালাশী	(আ-ফা)
জানবকশী	(ফা)
জানদার	(ফা)
জানবাচ্চা	(ফা)
জানিব	(আ)
জানিবদার	(আ-ফা)
জানী	(ফা)
জানিদুশমন	(ফা)
জানোয়ার	(ফা)
জান্নাত	(আ)
জাফরান	(আ)
জাবেদা	(আ)
জাম	(ফা)
জামদানী	(ফা)
জামা	(ফা)
জামাত	(আ)
জামাতে উলা	(আ)
জামিন	(আ)
জামিনদার	(আ-ফা)
জামিননামা	(আ-ফা)
জামিয়ার	(ফা)
জামে মসজিদ	(আ)
জাম্বিল	(ফা)
জায়	(ফা)
জায়গা	(ফা)
জায়দা	(আ)
জায়দাদ	(ফা)
জায়নামাজ	(ফা)
জায় বেজায়	(ফা)
জায়েকাদার	(আ)
জায়েজ	(আ)
জারজার	(ফা)
জারী	(আ-ফা)
জারুর কশী	(ফা)
জার্রা	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

জাল	(আ)	জিনারী	(ফা)
জালজালা	(আ)	জিনিস	(আ)
জালসাজ	(আ-ফা)	জিন্দা	(ফা)
জালা	(ফা)	জিন্দাবাদ	(ফা)
জালালী	(আ-ফা)	জিন্দীগানী	(ফা)
জালিয়াত	(আ)	জিন্দিগী	(ফা)
জালিম	(আ)	জিবরাইল	(আ)
জাসুস	(আ)	জিম্মা	(আ)
জাস্তি	(আ-ফা)	জিম্মাদার	(আ-ফা)
জাহাজ	(আ)	জিয়াদত	(আ)
জাহান্নম	(আ)	জিয়াদা	(আ)
জাঁহাবাজ	(ফা)	জিয়াফত	(আ)
জাহির	(আ)	জিয়ারত	(আ)
জাহেল	(আ)	জিরন্দাজ	(ফা)
জিকির	(আ-ফা)	জিরাত	(আ)
জিকির আজকার	(আ-ফা)	জিরাফ	(আ)
জিগর	(ফা)	জিলা	(আ-ফা)
জিগরখারা	(ফা)	জিল্‌দ	(আ)
জিগা	(ফা)	জিহাদ	(আ)
জিজিয়া	(আ)	জুজ	(আ)
জিঞ্জির	(ফা)	জুজদান	(আ-ফা)
জিদ্দ	(আ)	জুজবন্দী	(আ-ফা)
জিন	(আ)	জুদা	(ফা)
জনত	(আ)	জুদাই	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

জুব্বা (আ)
জুব্বাপোশ (আ-ফা)
জুম (আ)
জুমলা (আ)
জুমা (আ)
জুমা মস্‌জিদ (আ)
জুয়ান (ফা)
জুলফি (ফা)
জুলফিকার (আ)
জুলমত (আ)
জুলুম (আ)
জুলমবাজ (আ-ফা)
জেওর (ফা)
জেওরাত (ফা)
জেনহার (ফা)
জেনা (আ)
জেনাকার (আ-ফা)
জেন্দান (ফা)
জেন্দানখানা (ফা)
জেন্দাবেস্তা (ফা)
জেব (আ)
জের (ফা)
জেরবার (ফা)
জেরা (আ-ফা)
জেরাপোশ (ফা)
জেন্নত (আ)
জেহাজ (আ)
জেহেন (আ)
জোর (ফা)
জোরওয়ার (ফা)
জোরজবরদস্তী (ফা)
জোরদার (ফা)
জোলা (ফা)
জোলাপ (আ)
জোলেখা (আ)
জোশ (ফা)
জোহর (আ)
জৌলস (আ)
জ্বালাতন (আ)

ঝ

ঝাড়ু (ফা)
ঝাড়ুকশ (ফা)
ঝাড়ুদার (ফা)

ট

টা (ফা)
টুঁ (ফা)

Dhaka University Institutional Repository

ড

ডিহি (ফা)

ডিহিদার (ফা)

ডোল (ফা)

ত

তও (ফা)

তওভার (ফা)

তওবা (আ)

তওয়াক্কল (আ)

তওয়াক্কা (আ)

তওয়াফ (আ)

তওয়ারিখ (আ)

তকদীর (আ)

তকফীন (আ)

তকবীর (আ)

তকব্বর (আ)

তকমিনা (আ)

তকরার (আ)

তকরীম (আ)

তকরীর (আ)

তকলিদ (আ)

তকলিফ (আ)

তকল্লুফ (আ)

তকল্লুবী (আ)

তকসীম (আ)

তকসীর (আ)

তকাজা (আ)

তকাবী (আ-ফা)

তকিত (আ)

তকিয়া (ফা)

তখ্ত (ফা)

তখ্তপোশ (ফা)

তখ্তরামা (ফা)

তফ্তিশ (আ)

তখতে তাউস (ফা-আ)

তখমিন (আ)

তখলুস (আ)

তগীর (আ)

তঙ্গা (ফা)

তঙ্গাদেল (ফা)

তঙ্গাতঙ্গী (ফা)

তজকীর (আ)

তজকেরা (আ)

তজবীজ (আ)

তদফীন (আ)

তদবীর (আ)

Dhaka University Institutional Repository

তদবীরাত	(আ)
তদারক	(আ)
তন	(ফা)
তনখা	(ফা)
তনখিস	(আ)
তনবিন	(আ)
তনহা	(ফা)
তনহাই	(ফা)
তনুবার	(ফা)
তন্দুর	(ফা)
তন্দুরস্তি	(ফা)
তপাস	(আ)
তফঙা	(ফা)
তফরিক	(আ)
তফসীর	(আ)
তফসীল	(আ)
তফাত	(আ)
তবক	(আ)
তবল	(আ)
তবলক	(আ)
তবলদার	(আ)
তবলা	(আ)
তবল্লক	(আ)
তবলীগ	(আ)
তবাক	(আ)
তবারোক	(আ)
তবাহ	(ফা)
তবিয়ত	(আ)
তবীব	(আ)
তবেলা	(আ)
তমদ্দুন	(আ)
তমশুক	(আ)
তমসীল	(আ)
তমন্না	(আ)
তমাদি	(আ)
তমাম	(আ)
তমাশ্‌গীর	(আ-ফা)
তমাবগিরি	(ফা)
তমাম্নবীন	(ফা)
তমাশা	(আ)
তমীজ	(আ)
তম্বি	(আ)
তমুরা	(আ-ফা)
তয়	(আ)
তয়তহিত	(আ)
তয়মুম	(আ)
তর	(আ)
তরক	(আ)
তরকশ	(ফা)
তরকীব	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

তরক্কী (আ)
তরজমা (আ)
তরজমাকার (আ-ফা)
তরজা (আ)
তর তমাক (ফা)
তরতাজা (ফা)
তরতীব (আ)
তরদ্দুদ (আ)
তরফ (আ)
তরফদার (আ-ফা)
তরবতর (ফা)
তরবিয়ত (আ)
তরবুজ (ফা)
তরমীম (আ)
তরাজু (ফা)
তরানা (ফা)
তরী (ফা)
তরীক (আ)
তরীকত (আ)
তলখ (ফা)
তলব (আ)
তশত (ফা)
তশতরী (ফা)
তশদীদ (আ)
তশরীফ (আ)
তসদীক (আ)
তসনস (আ)
তসনীফ (আ)
তসবীর (আ)
তসবীহ (আ)
তসমা (ফা)
তসলুফ (আ)
তসলীম (ফা)
তসলীমাত (আ)
তস্লী (আ)
তহ (ফা)
তহকীক (আ)
তহখানা (ফা)
তহবন্দ (ফা)
তহবিল (আ)
তহবিলদার (আ-ফা)
তহমত (আ)
তহরিমা (আ)
তহরির (আ)
তহরী (আ-ফা)
তহলীল (আ)
তহশীল (আ)
তহশীলদার (আ-ফা)
তা (ফা)
তাইদ (আ)
তাইদগির (আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

তাইন (আ)
তাইনত (আ)
তাইশ (আ)
তাউত (আ)
তাউশ (আ)
তাএন (আ)
তাও (ফা)
তাওয়া (ফা)
তাওয়াল্লুদ (আ)
তাক (আ)
তাকওয়া (আ)
তাকত (আ)
তাকিদ (আ)
তাকুত (আ)
তাগাড় (ফা)
তাগাদা (আ-ফা)
তাজ (আ)
তাজমহল (আ-ফা)

তাজা (ফা)
তাজাবতাজা (ফা)
তাজাল্লী (আ)
তাজিম (আ)
তাজিয়া (আ)
তাজিয়ানা (ফা)
তাজী (ফা)
তাজের (আ)
তাজ্জব (আ)
তাতার (ফা)
তানতশনি (আ)
তানপুরা (আ)
তানশান (আ)
তানা (আ)
তানওল (আ)
তানজা (আ)
তাপেশ (ফা)
তাফতা (ফা)
তাবিজ (আ)
তাবুত (আ)
তাবে (আ)
তাবেদার (আ-ফা)
তাবেশ (ফা)
তাম (আ)
তামবখশ (আ-ফা)
তামিল (আ)
তামেচা (ফা)
তামু (ফা)
তায়দাদ (আ)
তায়ফা (আ)

Dhaka University Institutional Repository

তার	(ফা)	তীর	(ফা)
তারকশ	(ফা)	তীরন্দাজ	(ফা)
তারাজ	(ফা)	তীরন্দাজী	(ফা)
তারাসিয়া	(ফা)	তুত	(আ)
তারাসিল	(ফা)	তুফান	(আ)
তারাসে	(ফা)	তুবা	(আ)
তারিখ	(আ)	তুমার	(আ)
তারিফ	(আ)	তুলকালাম	(আ)
তালকিন	(আ)	তেগ	(ফা)
তালাক	(আ)	তেগবাজী	(ফা)
তালাকনামা	(আ-ফা)	তেজ	(ফা)
তালাব	(ফা)	তেজী	(ফা)
তালিকা	(আ)	তেতাম্মা	(আ)
তালিম	(আ)	তেরিজ	(আ)
তালিমী	(আ-ফা)	তেলাওয়াত	(আ)
তালুক	(আ)	তেলেসমাত	(আ)
তালুকদার	(আ-ফা)	তেলেসমাতী	(আ-ফা)
তালেবর	(আ-ফা)	তৈয়াম্মুম	(আ)
তালেবে-ইলম	(আ-ফা)	তৈয়ার	(আ)
তাসা	(ফা)	তো	(ফা)
তাসীর	(আ-ফা)	তোক	(আ)
তাহজীব	(আ)	তোকমারি	(আ-ফা)
তাহাজ্জুদ	(আ)	তোগরা	(ফা)
তাহুত	(আ)	তোড়া	(আ)
তিজারত	(আ)	তোড়ানী	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

তোতা	(ফা)
তোফা	(আ)
তোবড়া	(ফা)
তোয়াজ	(আ)
তোরতরিবত	(আ)
তোরা	(আ)
তোশক	(ফা)
তোশা	(ফা)
তোশাখানা	(ফা)
তোশাদান	(ফা)
তোষামোদ	(ফা)
তোহর	(আ)
তোহফা	(আ)
তৌজী	(আ)
তৌজীনবীস	(আ-ফা)
তৌফিক	(আ)
তৌহিদ	(আ)

থ

থাক	(আ)
থাকবন্দী	(আ-ফা)
থাকবস্তি	(আ-ফা)

দ

দওড়	(আ)
দওরা	(আ)
দওশী	(ফা)
দখল	(আ)
দখলদেহালী	(আ-ফা)
দখলনামা	(আ-ফা)
দখলকারী	(আ-ফা)
দগা	(ফা)
দগাদারী	(ফা)
দগাবাজী	(ফা)
দঙাল	(ফা)
দজ্জাল	(আ)
দন্দান	(ফা)
দপ্তর	(ফা)
দপ্তরখানা	(ফা)
দফন	(আ)
দফরা	(আ)
দফা	(আ)
দফাদার	(আ-ফা)
দফারফা	(আ)
দবদবা	(আ)
দম	(ফা)
দমকা	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

দমদমা	(ফা)	দরমিয়ান	(ফা)
দমবাজ	(ফা)	দরাজ	(ফা)
দমা	(ফা)	দরাজদস্ত	(ফা)
দর	(ফা)	দরাজদেল	(ফা)
দরইজারা	(আ-ফা)	দরিয়া	(ফা)
দরইজারদার	(আ-ফা)	দরিয়াফত	(ফা)
দরকার	(ফা)	দরী	(ফা)
দরখত	(ফা)	দরুদ	(ফা)
দরখাস্ত	(ফা)	দরুন	(ফা)
দরগাহ	(ফা)	দরেন্দা	(ফা)
দরজা	(আ)	দলীল	(আ)
দরজী	(ফা)	দলীল দস্তাবেজ	(আ-ফা)
দরদ	(ফা)	দলসালা	(ফা)
দরদমন্দ	(ফা)	দস্ত	(ফা)
দরদমন্দী	(ফা)	দস্তক	(ফা)
দরদালান	(ফা)	দস্তখত	(আ-ফা)
দরদী	(ফা)	দস্তগীর	(ফা)
দরপরদা	(ফা)	দস্তবদস্ত	(ফা)
দরপেশ	(ফা)	দস্তবরদারী	(ফা)
দরবস্ত	(ফা)	দস্তবস্তা	(ফা)
দরবস্ত হকুক	(আ-ফা)	দস্তমবারক	(আ-ফা)
দরবার	(ফা)	দস্তমাল	(ফা)
দরবেশ	(ফা)	দস্তর	(ফা)
দরমাহা	(ফা)	দস্তরখান	(ফা)
দরমাহাদার	(ফা)	দস্তা	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

দস্তানা	(ফা)	দাদখাহ	(ফা)
দস্তাবেজ	(ফা)	দাদন	(ফা)
দস্তীদার	(ফা)	দাদনদার	(ফা)
দস্তুর	(ফা)	দাদনী	(ফা)
দহরম মহরম	(আ-ফা)	দাদফরিয়াদ	(ফা)
দহলিজ	(ফা)	দান	(ফা)
দহশত	(আ)	দানা	(ফা)
দাই	(ফা)	দানাপানী	(ফা)
দাউদ	(আ)	দানাদার	(ফা)
দাওয়া	(আ)	দানিশ	(ফা)
দাওয়াখানা	(আ-ফা)	দানিশমন্দ	(ফা)
দাওয়াত	(আ)	দাফন	(আ)
দাওয়াত নামা	(আ-ফা)	দাবী	(আ-ফা)
দাওয়াদার	(আ-ফা)	দাবীদার	(আ-ফা)
দাখিল	(আ)	দামন	(ফা)
দাখিলা	(আ)	দামনগীর	(ফা)
দাগ	(ফা)	দামাদ	(ফা)
দাগরাজী	(ফা)	দামামা	(ফা)
দাগা	(ফা)	দায়রা	(আ)
দাগী	(ফা)	দায়েম কায়েম	(আ)
দাঙ্গা	(ফা)	দায়েমাল	(আ)
দাঙ্গা ফসাদ	(আ-ফা)	দায়েমী	(আ-ফা)
দাঙ্গাবাজ	(ফা)	দায়ের	(আ)
দাদ	(ফা)		

Dhaka University Institutional Repository

দার	(ফা)	দীনিয়াত	(আ)
দারু	(ফা)	দীনী	(আ-ফা)
দারোগা	(ফা)	দীনী এলম	(আ-ফা)
দারোগাগিরি	(ফা)	দীহি	(ফা)
দারোয়ান	(ফা)	দুনিয়া	(আ)
দালান	(আ)	দুনিয়াদারী	(আ-ফা)
দালাল	(আ)	দুম	(ফা)
দাসু	(ফা)	দুমচা	(ফা)
দাস্তান	(ফা)	দুম্বা	(ফা)
দাঁ	(ফা)	দুম্বম	(ফা)
দাঁও	(ফা)	দুরস্ত	(ফা)
দিক	(আ)	দুর্রানী	(ফা)
দিকদার	(আ-ফা)	দুলদুল	(আ)
দিগর	(ফা)	দুলিচা	(ফা)
দিদার	(ফা)	দুশমন	(ফা)
দিয়াড়	(আ)	দুস্তী	(ফা)
দিল	(ফা)	দুর	(ফা)
দিলখোশ	(ফা)	দুর দরাজ	(ফা)
দিলগীর	(ফা)	দুরবীন	(ফা)
দিলদরিয়া	(ফা)	দেও	(ফা)
দিলবর	(ফা)	দেওয়ান	(ফা)
দিস্তা	(ফা)	দেওয়া-ই-আম	(আ-ফা)
দীন	(আ)	দেওয়ানা	(ফা)
দীনদার	(আ+ফা)	দেওয়ার	(ফা)
দীনার	(আ)	দেওয়াল	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ালগীর (ফা)
দেগ (ফা)
দেগচা (ফা)
দেদার (ফা)
দেন (আ)
দেনদার (আ-ফা)
দেন মহর (আ)
দেবাচা (ফা)
দেমাগ (ফা)
দেরং (ফা)
দেরহাম (আ)
দেরী (ফা)
দেরেগ (ফা)
দেলাশা (ফা)
দেস্তার (ফা)
দেহাত (ফা)
দেহাবন্দী (ফা)
দেহেজ (আ)
দো (ফা)
দো আঁসলা (আ-ফা)
দোকান (ফা)
দোকানদার (ফা)
দোকানী (ফা)
দোগানা (ফা)
দোজখ (ফা)
দোজখী (ফা)
দোতরফা (আ-ফা)
দোতারা (ফা)
দোতেরিজা (আ-ফা)
দোদিল (ফা)
দোপিয়াজা (ফা)
দোফরকা (আ-ফা)
দোবারা (ফা)
দোয়া (আ)
দোয়াগো (আ-ফা)
দোয়াত (আ)
দোয়াত দান (আ-ফা)
দোয়াব (ফা)
দোররা (আ)
দোরোখা (ফা)
দোশালা (ফা)
দোষওয়ার (ফা)
দোসু (ফা)
দোসুদার (ফা)
দৌড় (আ)
দৌলত (আ)
দৌলতখানা (আ-ফা)
দৌলতমন্দ (আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

ধ

ধস্তাধস্তি (ফা)

ন

নইচা (ফা)
নও (ফা)
নও আবাদী (ফা)
নওকর (ফা)
নওজোয়ান (ফা)
নওবত (আ)
নওবত খানা (আ-ফা)
নওয়ালা (আ)
নওরোজ (ফা)
নওশা (ফা)
নওশেরওয়ান (ফা)
নকল (আ)
নকল নবীস (আ-ফা)
নকশা (আ)
নকশাবন্দিয়া (আ-ফা)
নকশী (আ-ফা)
নকীব (আ)
নকীবদার (আ-ফা)
নকীবান (আ-ফা)
নগদ (আ)
নগদা (আ)
নগদী (আ-ফা)
নগদান (আ)
নঙ্গর (ফা)
নঙ্গর খানা (ফা)
নজদিক (ফা)
নজর (আ)
নজর বন্দ (আ-ফা)
নজর বাজী (আ-ফা)
নজর সেলামী (আ-ফা)
নজরানা (আ-ফা)
নজস (আ)
নজাত (আ)
নজাশী (আ)
নজাসত (আ)
নজীর (আ)
নজীস (আ)
নজুল (আ)
নজুমী (আ-ফা)
নতিজা (আ)
নফর (আ)
নফল (আ)
নফস (আ)
নফসী (আ)

Dhaka University Institutional Repository

নবজ	(আ-ফা)	নহর	(আ)
নবাত	(আ)	নহস	(আ)
নবাব	(আ)	না	(ফা)
নবাব জাদা	(আ-ফা)	নাউজবিল্লা	(আ)
নবাব জাদী	(আ-ফা)	নাউম্মে দ	(ফা)
নবিস্তা	(ফা)	নাও	(ফা)
নবী	(আ)	নাওয়াকিফ	(আ-ফা)
নবীস	(ফা)	নাওয়াছ্তা	(ফা)
নবীসিন্দা	(ফা)	নাওয়ারা	(ফা)
নবুওত	(আ)		
নমাজ	(ফা)	নাং	(ফা)
নমুদার	(ফা)	নাকরা	(ফা)
নমুনা	(ফা)	নাকারা	(আ)
নর	(ফা)	নাকাল	(আ)
নরম	(ফা)	নাকেস	(আ)
নরম দিল	(ফা)	নাখান্দা	(ফা)
নর-মাদা	(ফা)	না খোদা	(ফা)
নরমী	(ফা)	নাখোস	(ফা)
নর্দমা	(ফা)	নাগাল	(ফা)
নসব	(আ)	নাচার	(ফা)
নসল	(আ)	নাচীজ	(ফা)
নসিহত	(আ)	নাজাই	(ফা)
নসীব	(আ)	না-জায়েজ	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

নাজিম	(আ)	নাবুদ	(ফা)
নাজির	(আ)	নাম	(ফা)
নাজির খানা	(আ-ফা)	নামজাদা	(ফা)
নাজিল	(আ)	নামদস্তুর	(আ-ফা)
নাজুক	(ফা)	নামদার	(ফা)
নাজেহাল	(আ-ফা)	না-মরদ	(ফা)
না-তোয়ান	(ফা)	নামা	(ফা)
নাদান	(ফা)	নামাকুল	(আ-ফা)
না-দাবী	(আ-ফা)	নামী	(ফা)
নাদারদ	(ফা)	নামী-দামী	(ফা)
নাদুরস্ত	(ফা)	না-মুরাদ	(আ-ফা)
নানকর	(ফা)	নায়াত	(আ)
নানখাতাই	(ফা)	নায়েব	(আ)
নান-বাই	(ফা)	নায়েবতী	(আ)
না পছন্দ	(ফা)	নায়েব রাসুল	(আ)
নাপাক	(ফা)	নারগিস	(ফা)
নাপাকী	(ফা)	নারাঙ্গী	(ফা)
নাফ	(ফা)	নারাজ	(আ-ফা)
নাফরমান	(ফা)	নাল	(আ)
নাফা	(আ)	নালায়েক	(আ-ফা)
নাবালক	(আ-ফা)	নালিশ	(ফা)
নাবালিকা	(আ-ফা)	নাশা নাশা	(আ)
নাবালিগ	(আ-ফা)	নাশতা	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

নাশপাতি	(ফা)
নাসরানী	(আ-ফা)
নাসারা	(আ)
নাস্তা খাস্তা	(ফা)
নাহক	(আ-ফা)
নিকা	(আ)
নিকাশ	(আ)
নিখরচা	(ফা)
নিগাহ	(ফা)
নিগাহবান	(ফা)
নিজাম	(আ)
নিজামত	(আ)
নিফাস	(আ)
নিম	(ফা)
নিমআস্তিন	(ফা)
নিমক	(ফা)
নিমকদান	(ফা)
নিমকহারাম	(আ-ফা)
নিমকহালাল	(আ-ফা)
নিমকী	(ফা)
নিমকীন	(ফা)
নিমখুন	(ফা)
নিমচা	(ফা)
নিমা	(ফা)
নিমাশাম	(ফা)
নিয়ত	(আ)
নিয়াজ	(ফা)
নিয়াজমন্দ	(ফা)
নিয়ামত	(আ)
নিয়মত খানা	(আ-ফা)
নিরিখ	(ফা)
নিরিখবন্দী	(ফা)
নিশা	(আ)
নিশাখোর	(আ-ফা)
নিশাদল	(ফা)
নিশান	(ফা)
নিশানদার	(ফা)
নিশাদিহী	(ফা)
নিশান-বরদার	(ফা)
নিশানা	(ফা)
নিশীন	(ফা)
নিসুফ	(আ)
নিসবত	(আ)
নিসুনাবুদ	(ফা)
নিহায়েত	(আ)
নীল	(ফা)
নীলকর	(ফা)
নীলগাই	(ফা)
নূর	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

নুরানী	(আ-ফা)
নেওয়াজ	(ফা)
নেক	(ফা)
নেককার	(ফা)
নেকজাত	(আ-ফা)
নেকনজর	(আ-ফা)
নেকনাম	(ফা)
নেক বখত	(ফা)
নেকরা	(ফা)
নেকাব	(আ)
নেকী	(ফা)
নেজা	(ফা)
নেজারত	(আ)
নেদা	(আ)
নেফাক	(আ)
নেফাস	(আ)
নেবাজ	(ফা)
নেমচা	(ফা)
নেশতর	(ফা)
নেসাব	(আ)
নেসার	(আ)
নোক	(ফা)
নোকতা	(আ)
নোকতা চিনী	(আ-ফা)
নোসখা	(আ)
ন্যাক	(আ)

প

পইপই	(ফা)
পছন্দ	(ফা)
পছন্দ সই	(আ-ফা)
পনজা	(ফা)
পনজাকষী	(ফা)
পনজাব	(ফা)
পদীনা	(ফা)
পনাহ	(ফা)
পনীর	(ফা)
পয়	(ফা)
পয়কারী	(ফা)
পয়গাম	(ফা)
পয়গাম্বর	(ফা)
পয়জার	(ফা)
পয়দা	(ফা)
পয়দায়েশ	(ফা)
পয়মায়েশ	(ফা)
পয়মাল	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

পয়স্তী	(ফা)	পশম	(ফা)
পর	(ফা)	পশমিনা	(ফা)
পরওয়ানা	(ফা)	পশমী	(ফা)
পরওয়ার	(ফা)	পশলা	(ফা)
পরওয়ারদেগার	(ফা)	পস্ত	(ফা)
পরওয়ারিশ	(ফা)		
পরকলা	(ফা)	পহলু	(ফা)
পরগনা	(ফা)	পহলোয়ান	(ফা)
পরচা	(ফা)	পহলব	(ফা)
পরতাল	(ফা)	পা	(ফা)
পরদা	(ফা)	পাই	(ফা)
পরদাজ	(ফা)	পাইক	(ফা)
পরদানিশীন	(ফা)	পাইকার	(ফা)
পরহেজ	(ফা)	পাইকাস্ত	(ফা)
পরহেজগার	(ফা)	পাক	(ফা)
পরিন্দা	(ফা)	পাকজাত	(আ-ফা)
পরী	(ফা)	পাকতন	(ফা)
পরোয়া	(ফা)	পাকপরওয়ার	(ফা)
পরোয়ানা দারদ	(ফা)	পাকসাফ	(আ-ফা)
পল	(ফা)	পাকান	(ফা)
পলক	(ফা)	পাকিজা	(ফা)
পলাও	(ফা)	পাঞ্জ	(ফা)
পলিতা	(আ-ফা)	পাঞ্জাড়	(ফা)
পলিদ	(ফা)	পাজী	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

পাজেব	(ফা)
পাঞ্জোর	(ফা)
পানজতন	(ফা)
পাড়া	(ফা)
পাতবা	(ফা)
পাতিল	(ফা)
পাদানি	(ফা)
পানা	(ফা)
পাপোশ	(ফা)
পাবন্দ	(ফা)
পায়খানা	(ফা)
পায়চা	(ফা)
পায়জামা	(ফা) ৮
পায়তও²	(ফা)
পায়তাবা	(ফা)
পায়তারা	(আ-ফা)
পায়রবী	(ফা)
পায়া	(ফা)
পায়েন্দা	(ফা)
পায়েন্দাবাদ	(ফা)
পারসীক	(ফা)
পারা	(ফা)
পালান	(ফা)
পাল্লা	(ফা)
পাশ	(ফা)
পাশপাশ	(ফা)
পাহনা	(ফা)
পাঁজা	(ফা)
পিয়াজ	(ফা)
পিয়াজী	(ফা)
পিয়াদা	(ফা)
পিয়াদাগিরি	(ফা)
পিয়ালা	(ফা)
পিয়ালাবাজী	(ফা)
পীর	(ফা)
পীরজাদা	(ফা)
পীরান	(ফা)
পীরানপীর	(ফা)
পীরাহান	(ফা)
পীল	(ফা)
পীলখানা	(ফা)
পীলতন	(ফা)
পীলপা	(ফা)
পীলবান	(ফা)
পীলসুজ	(ফা)
পীলু	(ফা)
পুছ	(ফা)
পুরজা	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

পুল	(ফা)	পেস্তা	(ফা)
পুলবন্দী	(ফা)	পেস্তান	(ফা)
পুলিন্দা	(ফা)	পেঁচ	(ফা)
পুলিপোস্তা	(ফা)	পেঁচওয়া	(ফা)
পুলিন্দা	(ফা)	পেঁচতাব	(ফা)
পুস্তক	(ফা)	পোখতা	(ফা)
পুস্তিন	(ফা)	পোতা	(ফা)
		পোদ্দার	(ফা)
পেরেশান	(ফা)	পোর	(ফা)
পেরোজ	(ফা)	পোরচা	(ফা)
পেশ	(ফা)	পোরসেল	(ফা)
পেশ ইমাম	(আ-ফা)	পোলাদ	(ফা)
পেশ কবজ	(আ-ফা)	পোশ	(ফা)
পেশকশ	(ফা)	পোশাক	(ফা)
পেশকার	(ফা)	পোস্ত	(ফা)
পেশগী	(ফা)	পোস্তদানা	(ফা)
পেশনমাজ	(ফা)	পোস্তপানা	(ফা)
পেশা	(ফা)	পোস্তা	(ফা)
পেশাকার	(ফা)	পোস্তান	(ফা)
পেশাদার	(ফা)		
পেশানী	(ফা)		
পেশাব	(ফা)		
পেশোয়া	(ফা)		
পেশোয়াজ	(ফা)		

Dhaka University Institutional Repository

ফ

ফইড়	(ফা)
ফওক	(আ)
ফকরা	(আ)
ফকীরী	(আ-ফা)
ফক্কর	(আ)
ফক্কর বাজ	(আ-ফা)
ফখর	(আ)
ফগফর	(ফা)
ফজর	(আ)
ফজল	(আ)
ফজিলত	(আ)
ফজিহত	(আ)
ফজুল	(আ)
ফতহা	(আ)
ফতুয়া	(আ)
ফতুর	(আ)
ফতে	(আ)
ফতেনামা	(আ-ফা)
ফতোয়া	(আ)
ফন্দি	(ফা)
ফন্দিবাজ	(ফা)
ফম	(আ)
ফয়লা	(আ)
ফয়সলা	(আ)
ফয়েজ	(আ)
ফরক	(আ)
ফরগুল	(আ)
ফরজ	(আ)
ফরজন্দ	(ফা)
ফরজী	(আ-ফা)
ফরফর	(আ)
ফরমান	(ফা)
ফরমানি	(ফা)
ফরমায়েশ	(ফা)
ফরমদা	(ফা)
ফরশ	(আ)
ফরহাত	(আ)
ফরাখ	(ফা)
ফরাগত	(আ)
ফরায়েজ	(আ)
ফরিকার	(আ-ফা)
ফরিয়াদ	(ফা)
ফর্দ	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

ফর্রাশ	(আ)	ফালাখুন	(ফা)
ফলানা	(আ)	ফালুদা	(ফা)
ফক্কা	(আ)	ফাসেক	(আ)
ফসল	(আ)	ফাসেদ	(আ)
ফসলীসন	(আ)	ফাহেশ	(আ)
ফসাদ	(আ)	ফাঁক	(আ)
ফসাদী	(আ-ফা)	ফাদ	(ফা)
ফসু	(আ)	ফাঁশা	(ফা)
ফহম	(আ)	ফি	(আ)
ফাকা	(আ)	ফিকির	(আ)
ফাখতা	(ফা)	ফিদবী	(আ)
ফাজিল	(আ)	ফিদিয়া	(আ)
ফাতেহা	(আ)	ফিয়াল জামিন	(আ-ফা)
ফানা	(আ)	ফিয়ালশানী	(আ)
ফানী	(আ)	ফিরদৌস	(আ)
ফানুস	(আ)	ফিরনী	(আ)
ফান্দ	(ফা)	ফিরিঙ্গি	(ফা)
ফায়েদা	(আ)	ফিরিস্তি	(ফা)
ফারক	(আ)	ফিরোজা	(ফা)
ফারখতী	(আ-ফা)	ফিল	(আ)
ফারাক	(আ)	ফিলখানা	(আ)
ফারুকী	(আ-ফা)	ফিলফাজিল	(আ-ফা)
ফাল	(আ)	ফিলহাল	(আ)
ফালাও	(আ)	ফীলবান	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

ফীসাবীলিল্লাহ	(আ)	বকলম	(আ-ফা)
ফুরফুর	(আ)	বকয়া	(আ)
ফুরশী	(আ-ফা)	বকালী	(আ)
ফুরসত	(আ)	বকেয়া	(আ)
ফেকা	(আ)	বএলী	(আ)
ফেতনা	(আ)	বখত	(ফা)
ফেদা	(আ)	বখরা	(ফা)
ফেরকা	(আ)	বখরাদার	(ফা)
ফেরাউন	(আ)	বখশিশ	(ফা)
ফেরার	(আ)	বখশী	(ফা)
ফেরারী	(আ-ফা)	বখীল	(আ)
ফেরেব	(ফা)	বখেয়া	(ফা)
ফেরেবাজ	(ফা)	বগল	(ফা)
ফেরেশতা	(ফা)	বজনিস	(আ)
ফোতো	(আ)	বজা	(ফা)
ফোয়ারা	(আ)	বজাজ	(আ)
ফোরকান	(আ)	বজায়	(ফা)
ফৌজ	(আ)	বজ্জাত	(আ-ফা)
ফৌজদার	(আ-ফা)	বতক	(আ-ফা)
ফৌজী	(আ-ফা)	বতারিখ	(আ-ফা)
ফৌত	(আ)	বতুল	(আ)
ফ্যাসাদ	(আ)	বদ	(ফা)
		বদখেয়াল	(আ-ফা)
ব		বদন	(আ)
		বদনাম	(ফা)
ব	(ফা)		
বকরীদ	(আ)		

Dhaka University Institutional Repository

বদবখত (ফা)
বদবু (ফা)
বদমস্তী (ফা)
বদমাইশ (আ-ফা)
বদর (আ)
বদরং (ফা)
বদরাহ (ফা)
বদল (আ)
বদস্ত (ফা)
বদস্তুর (ফা)
বদামী (ফা)
বদিয়ত (ফা)
বদী (ফা)
বদ্দু (আ)
বনফশা (ফা)
বনাম (ফা)
বনিয়াদ (ফা)
বন্দ (ফা)
বন্দর (ফা)
বন্দা (ফা)
বন্দী (ফা)
বন্দীয়ানা (ফা)
বন্দুক (আ)
বন্দেগী (ফা)
বন্দেশ (ফা)
বন্দোবস্ত (ফা)
বমাল (আ-ফা)
বয় (ফা)
বয়জা (আ)
বয়ত (আ)
বয়তুল আহজান (আ)
বয়তুল্লাহ (আ)
বয়নামা (আ-ফা)
বয়সুলতানী (আ-ফা)
বয়াতী (আ-ফা)
বয়ান (আ)
বরওক্ত (আ-ফা)
বরকত (আ)
বরকন্দাজ (আ-ফা)
বরখাস্ত (ফা)
বরখিলাফ (আ-ফা)
বরখোদ (ফা)
বরগ (ফা)
বরঙ্গা (ফা)
বরজখ (আ)

Dhaka University Institutional Repository

বরজায়	(ফা)
বরতরফ	(আ-ফা)
বরদার	(ফা)
বরদাস্ত	(ফা)
বরপা	(ফা)
বরফ	(ফা)
বরবাদ	(ফা)
বরহক	(আ-ফা)
বরাত	(আ)
বরাদ্দ	(ফা)
বরাবর	(ফা)
বরামদ	(ফা)
বর্গী	(ফা)
বর্ফান	(ফা)
বর্শা	(ফা)
বস	(ফা)
বসিকা	(আ)
বস্তা	(ফা)
বস্তানী	(ফা)
বস্তাবন্দী	(ফা)
বহর	(আ)
বহাল	(আ-ফা)
বহি	(আ)
বা	(ফা)
বাকরখানী	(ফা)
বাকায়েদা	(আ-ফা)
বাকী	(আ)
বাকীজায়	(আ-ফা)
বাকীদার	(আ-ফা)
বাগ	(ফা)
বাগবাগ	(ফা)
বাগাত	(ফা)
বাগান	(ফা)
বাগিচা	(ফা)
বাঙা	(ফা)
বাচ্চা	(ফা)
বাজ	(ফা)
বাজা	(ফা)
বাজার	(ফা)
বাজিস্তির	(ফা)
বাজী	(ফা)
বাজীগর	(ফা)
বাজীমাত	(আ-ফা)
বাজু	(ফা)
বাজুবন্দ	(ফা)
বাজে	(আ)
বাজেয়াপ্ত	(ফা)
বাতিন	(আ)
বাতিল	(আ)
বাদ	(আ)
বাদবান	(ফা)
বাদশাহ	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহজাদা	(ফা)	বারবরদার	(ফা)
বাদশাহী	(ফা)	বারবার	(ফা)
বাদা	(আ)	বারসদ	(ফা)
বাদাড়	(আ)	বারসী	(আ-ফা)
বাদাম	(ফা)	বারান্দা	(ফা)
বাদামী	(ফা)	বারিক	(ফা)
বাদিয়া	(আ)	বারী	(আ)
বান	(ফা)	বারুদ	(ফা)
বানু	(ফা)	বারুদখানা	(ফা)
বান্দা	(ফা)	বালা	(আ)
বাফতা	(ফা)	বালাই	(আ)
বাকিয়ত বা[illegible]ন্দ	(আ-ফা)	বালাখানা	(ফা)
বাব	(অজ্ঞা)	বালাপোশ	(ফা)
বাবত	(আ)	বালাম	(ফা)
বাবরী	(ফা)	বালিশ	(ফা)
বামাল	(ফা-আ)	বালেগ	(আ)
বায়না	(আ-ফা)	বাশিন্দা	(ফা)
বায়নাক্কা	(আ-ফা)	বাসা	(ফা)
বায়া	(আ)	বাহ	(ফা)
বার	(ফা)	বাহবা	(ফা)
বারকশ	(ফা)	বাহানা	(ফা)
বারদার	(ফা)	বাহাম	(ফা)
বারদিগর	(ফা)	বাহার	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

বাহাস	(আ-ফা)	বুখার	(আ)
বাহাল	(আ)	বুখারী	(ফা)
বাঁক	(ফা)	বুজর্গ	(ফা)
বাঁড়া	(ফা)	বুত	(ফা)
বিতারিখ	(আ-ফা)	বুতখানা	(ফা)
বিদায়	(আ)	বুদবাশ	(ফা)
বিন	(আ)	বুন্দ	(ফা)
বিন্নে	(আ)	বুরহান	(আ)
বিবি	(ফা)	বুরহানী	(ফা)
বিবিআনা	(ফা)	বুরুজ	(আ)
বিবিজান	(ফা)	বুলন্দ	(ফা)
বিমর্জ্জন	(আ-ফা)	বুলবুল	(ফা)
বিমর্জ্জন গুজস্যা	(আ-ফা)	বুসা	(ফা)
বিমা	(ফা)	বে	(ফা)
বিমার	(ফা)	বে-অকুফ	(আ-ফা)
বিরান	(ফা)	বেকস	(ফা)
বিরিম্মানী	(ফা)	বে-আইনী	(ফা)
বিলকুল	(আ)	বে-আক্কেল	(আ-ফা)
বিলাদ	(আ)	বে-আদব	(আ-ফা)
বিলাতী	(আ-ফা)	বে-আদবী	(আ-ফা)
বিলায়ত	(আ)	বে-আন্দাজী	(ফা)
বিসমিল্লা	(আ)	বে-আরাম	(ফা)
বিহিদানা	(ফা)	বে-ওয়ারিশ	(আ-ফা)
বু	(ফা)	বে-কার	(ফা)
		বে-খউফ	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

বে-খামীদ	(ফা)	বেনামী	(ফা)
বেখোদ	(ফা)	বেনামীদার	(ফা)
বেগর	(আ)	বেঁফাস	(আ-ফা)
বেগানা	(ফা)	বেবাক	(আ-ফা)
বেগার	(ফা)	বেবাহা	(ফা)
বেচৈন	(ফা)	বেমালুওৎ	(আ-ফা)
বেজায়	(ফা)	বেমিশাল	(আ-ফা)
বেজার	(ফা)	বেরন	(ফা)
বেতাব	(ফা)	বেরাদর	(ফা)
বেতার	(ফা)	বেরুন	(ফা)
বেতের	(আ)	বেরেখ	(ফা)
বেতোবা	(আ-ফা)	বেরেশতা	(ফা)
বেদম	(ফা)	বেলদার	(ফা)
বেদরদ	(ফা)	বেলমোওশ	(আ)
বেদাত	(আ)	বেলাগাম	(ফা)
বেদানা	(ফা)	বেলেল্লা	(আ-ফা)
বেদাবা	(আ-ফা)	বে-লেহাজ	(আ-ফা)
বেদীন	(আ-ফা)	বেলোয়ারী	(আ-ফা)
বেদুঈন	(আ)	বেশ	(ফা)
বেদেরেগ	(ফা)	বেশকম	(ফা)
বেদেল	(ফা)	বেশরম	(ফা)
বেনজীর	(আ-ফা)	বেশারত	(আ)
বেনমাজী	(ফা)	বেশী	(ফা)
বেনা	(আ)	বেশুমার	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

বেসাত	(আ)
বে-হক	(আ-ফা)
বেহতর	(ফা)
বে-হায়া	(আ-ফা)
বেহুদা	(ফা)
বেহুরমত	(আ-ফা)
বেহেশত	(ফা)
বেহোস	(ফা)
বোগজ	(আ)
বোরকা	(আ)
বোরজ	(আ)
বোরাক	(আ)
ব্যারাম	(ফা)

ভ

ভাও	(ফা)
ভান	(ফা)
ভিস্তি	(ফা)
ভুরা	(ফা)
ভোদা	(আ)

ম

মউজ	(আ)
মওকা	(আ)
মওয়াজ্জল	(আ)
মওলা	(আ)
মওলানা	(আ)
মকতব	(আ)
মকতবখানা	(আ-ফা)
মকদুর	(আ)
মকদ্দমা	(আ)
মকদ্দমাবাজ	(আ-ফা)
মকব্বা	(ফা)
মকবুল	(আ)
মকর	(আ)
মকররর	(আ)
মকররারীদার	(আ-ফা)
মকরু	(আ)
মকসুদ	(আ)
মকসেদ	(আ)
মকান	(আ)
মকাম	(আ)
মক্কা	(আ)
মক্কা মোয়াজ্জমা	(আ)
মক্কা শরীফ	(আ)
মক্কেল	(আ)
মখদুম	(আ)
মখমল	(ফা)
মখলুকাত	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

মগজ	(ফা)	মঞ্জিল	(আ)
মগরা	(আ)	মঞ্জুর	(আ)
মগরাই	(আ-ফা)	মঞ্জুরী	(আ-ফা)
মগরেব	(আ)	মতন	(আ)
মছনদ	(আ)	মতলব	(আ)
মছলত	(আ)	মতলববাজ	(আ-ফা)
মছলা	(আ)	মদদ	(আ)
মছায়েল	(আ)	মদদদার	(আ-ফা)
মজকুর	(আ-ফা)	মদদমাশ	(আ)
মজনু	(আ)	মদীনা মনুওয়ারা	(আ)
মজবুত	(আ-ফা)	মর্দ	(আ)
মজমুন	(আ-ফা)	মনকির	(আ)
মজলিস	(আ)	মনতেক	(আ)
মজলুম	(আ)	মনসব	(আ)
মজহর	(আ)	মনসবদার	(আ-ফা)
মজহাব	(আ-ফা)	মনসুখ	(আ)
মজহাম	(আ)	মনখুশ	(আ)
মজা	(আ)	মনাক্কা	(আ)
মজাক	(আ-ফা)	মনাহী	(আ)
মজাকিয়া	(আ-ফা)	মনি	(আ)
মজাদার	(ফা)	মনিব	(আ)
মজাল	(আ)	মনিমা	(আ)
মজুমদার	(আ-ফা)	মফস্বল	(আ)
মজুর	(ফা)	মবলগ	(আ)
মজুরী	(ফা)	মবলগবন্দি	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

মবারক	(আ)
মবাহ	(আ)
ময়দা	(ফা)
ময়দান	(আ)
ময়না	(আ)
ময়াল	(আ)
মরকজ	(আ)
মরকুমা	(আ)
মরজি	(আ-ফা)
মরজুল মৌত	(আ-ফা)
মরতবা	(আ)
মরদ	(আ)
মরদুদ	(আ)
মরসিয়া	(আ-ফা)
মরসুম	(আ)
মরহুম	(আ)
মরিচ	(ফা)
মরিচা	(ফা)
মরুভূত	(আ)
মর্ত্তবান	(আ)
মর্দ্দ	(ফা)
মর্দ্দানা	(ফা)
মর্দ্দা	(ফা)
মর্দ্দামি	(ফা)
মর্ম্মর	(ফা)
মলম	(আ)
মলমল	(ফা)
মলমূত্র	(আ)
মলা	(ফা)
মলিক	(আ)
মলিদা	(ফা)
মশক	(ফা)
মশগুল	(আ)
মশহুর	(আ)
মশাআরা	(আ)
মশায়েখ	(আ)
মশাল	(আ)
মশালদার	(আ-ফা)
মশিল	(আ)
মশ্‌ক	(আ)
মসজিদ	(আ)
মসনবী	(আ-ফা)
মসমা	(আ)
মসলত	(আ)
মসলা	(আ)
মসিবত	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

মসীহ	(আ)	মহশীলদার	(আ-ফা)
মস্করা	(আ)	মহাফা	(আ)
মসু	(ফা)	মহাফেজ	(আ)
মসুাদ	(আ)	মহাফেজখানা	(আ-ফা)
মসুান	(ফা)	মহাল	(আ)
মসুী	(ফা)	মহালদার	(আ-ফা)
মহকুমা	(আ)	মহিম	(আ)
মহড়া	(আ)	মাইনদার	(ফা)
মহতাব	(ফা)	মাকু	(ফা)
মহফিল	(আ)	মাকুল	(আ)
মহব্বত	(আ)	মাগফেরাত	(আ)
মহর	(আ)	মাজরা	(আ)
মহরম	(আ)	মাজার	(আ)
মহরানা	(আ-ফা)	মাজু	(ফা)
মহরী	(আ)	মাজুন	(আ)
মহরী আনা	(আ-ফা)	মাজুর	(আ-ফা)
মহরীগিরি	(আ-ফা)	মাজুল	(আ)
মহরুম	(আ)	মাত	(আ)
মহল	(আ)	মাতব্বর	(আ)
মহলত	(আ)	মাতম	(আ-ফা)
মহল্লা	(আ)	মাত্তা	(আ)
মহল্লাদার	(আ-ফা)	মাদা	(ফা)
মহল্লানবীস	(আ-ফা)	মাদান	(ফা)
মহল্লিক	(আ)	মাদারজাদ	(আ-ফা)

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্দা	(আ)
মাদ্রাসা	(আ)
মানা	(আ)
মানে	(আ-ফা)
মান্দেগী	(ফা)
মাফ	(আ)
মাফিক	(আ)
মাবুদ	(আ)
মামলা	(আ)
মামলা বাজ	(আ-ফা)
মামা	(ফা)
মামুদা	(আ)
মামুর	(আ)
মামুল	(আ)
মায়	(আ)
মারপেঁচ	(ফা)
মারফত	(আ)
মারফা	(আ)
মারহাবা	(আ-ফা)
মারেফতী	(আ-ফা)
মাল	(আ)
মাল আমওয়াল	(আ)
মাল্কা	(আ)
মালখানা	(আ-ফা)
মালগুজার	(আ-ফা)
মালত	(আ)
মালদার	(আ-ফা)
মালমসলা	(আ)
মালা	(আ)
মালাউন	(আ)
মালাবার	(আ)
মালায়েক	(আ)
মালিক	(আ)
মালিক আলা	(আ)
মালিকদেহা	(আ-ফা)
মালিকানা	(আ-ফা)
মালিকিয়ত	(আ)
মালিম	(আ)
মালিয়ত	(আ)
মালিশ	(ফা)
মালুম	(আ)
মালেকুল গয়ুব	(আ)
মালেকুল মউত	(আ)
মাল্লা	(আ)
মাশুক	(আ)
মাশুল	(আ)
মাসুম	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

মাসহারা	(আ)
মাহ	(ফা)
মাহতাব	(ফা)
মাহবরা	(আ)
মাহওয়ারি	(ফা)
মাহিয়ানা	(ফা)
মাহের	(আ)
মিছিল	(আ-ফা)
মিজরাব	(আ-ফা)
মিজাব	(আ)
মিঞা	(ফা)
মিনতি	(আ)
মিনা	(ফা)
মিনাকার	(ফা)
মিনার	(আ)
মিন্নত	(আ)
মিন্তি	(আ-ফা)
মিম্বর	(আ)
মিয়াদ	(আ)
মিয়ানা	(ফা)
মির	(আ)
মিরজা	(আ-ফা)
মিরদা	(আ-ফা)
মিরদাদ	(আ-ফা)
মিরবহর	(আ)
মিরাস	(আ)
মিলাদ	(আ)
মিক্স্রা	(আ)
মিসকাল	(আ)
মিসকিন	(আ)
মিসমার	(আ)
মিসরী	(আ)
মিসল	(আ)
মিসাল	(আ)
মিসি	(ফা)
মিহরাব	(আ)
মিহিদানা	(ফা)
মিহিন	(ফা)
মিহির	(ফা)
মিহিরগান	(ফা)
মুকতাদী	(আ)
মকর্ষী	(আ)
মুকদ্দমা	(আ)
মুকদ্দস	(আ)
মুকম্মল	(আ)
মুকাবিলা	(আ)
মুকাল্লিদ	(আ)
মুকির	(আ)
মুকেদেমহল	(আ)
মুকীম	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

মুখতলিফ	(আ)	মুদ্দত	(আ)
মুখতসর	(আ)	মুদ্দা	(আ)
মুখতার	(আ)	মুনশী	(আ)
মুখতারী	(আ-ফা)	মুনশী আনা	(আ-ফা)
মুখালিফ	(আ)	মুনশীখানা	(আ-ফা)
মুছল্লে	(আ)	মুনশীগিরি	(আ-ফা)
মুছাফ	(আ)	মুনসেরিম	(আ)
মুজরা	(আ)	মুনাজাত	(আ)
মুজা	(ফা)	মুনাদী	(আ)
মুজাহিব	(আ)	মুনাফা	(আ)
মুজিবাত	(আ)	মুনাফাখোর	(আ-ফা)
মুজী	(আ-ফা)	মুনাফিক	(আ)
মুতওয়াল্লী	(আ)	মুনাসিব	(আ)
মুতফরক্কা	(আ)	মুনাজের	(আ)
মুতফারক	(আ)	মুন্সিফ	(আ)
মুতরজ্জম	(আ)	মুফতী	(আ)
মুতসদ্দী	(আ)	মুফলিস	(আ)
মুতা	(আ)	মুবারক	(আ)
মুতাজিলা	(আ)	মুমিন	(আ)
মুত্তাকী	(আ)	মুমাজ্জল	(আ)
মুদখ্খল	(আ)	মুমাজ্জিন	(আ-ফা)
মুদাফত	(আ)	মুমাল্লিম	(আ)
মুদাম	(আ)	মুরগী	(ফা)
মুদ্দই	(আ)	মুরচা	(ফা)
মুদ্দহু আলেহ	(আ)	মুরচাবন্দী	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

মুব্বত	(আ)
মুর্তেদ	(আ)
মুরব্বা	(আ)
মুরব্বী	(আ)
মুরব্বী আনা	(আ-ফা)
মুরব্বীগিরী	(আ-ফা)
মুরেশিদ	(আ)
মুরাদ	(আ)
মুরী	(ফা)
মুরীদ	(আ)
মুরীদান	(আ-ফা)
মুর্তজা	(আ)
মুর্দা	(ফা)
মুর্দাফরাশ	(ফা)
মুর্দার	(ফা)
মুলকী	(আ-ফা)
মুলতবী	(আ)
মুলহিদ	(আ)
মুলাকাত	(আ)
মুলুক	(আ)
মুল্লা	(আ)
মুল্লাকি	(আ-ফা)
মুল্লাগিরী	(আ-ফা)

মুশকিল	(আ)
মুশকিল আসান	(আ-ফা)
মুশকিল কুশা	(আ-ফা)
মুশরিক	(আ)
মুসব্বর	(আ)
মুসমা	(আ)
মুসলমান	(আ)
মুসল্লা	(আ)
মুসল্লী	(আ)
মুসা	(আ)
মুসাফির	(আ)
মুসাফিরখানা	(আ-ফা)
মুসাফিহা	(আ)
মুসাবিদা	(আ)
মুসাম্মাত	(আ)
মুসাল্লাম	(আ)
মুসাহিব	(আ)
মুসেহ	(আ)
মুসুফা	(আ)
মুহাজির	(আ)
মুহাজিরীন	(আ)
মুহাদ্দিস	(আ)
মেওয়া	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

মেওয়াজাত	(ফা)	মেহেরবান	(ফা)
মেক	(ফা)	মোকাবা	(আ)
মেকতা	(ফা)	মোকায়েদ	(আ)
মেকদার	(আ)	মোছা	(আ)
মেকী,	(আ)	মোজেজা	(আ)
মেজ	(ফা)	মোড়া	(ফা)
মেজবান	(ফা)	মোতাকেদ	(আ)
মেজরাব	(আ)	মোতাবেক	(আ)
মেজাজ	(আ)	মোতায়েন	(আ)
মেথর	(ফা)	মোতালক	(আ)
মেদা	(ফা)	মোতালা	(আ)
মেনাই	(আ)	মোদাম	(আ)
মেরজাই	(ফা)	মোদ্দা	(আ)
মেরাজ	(আ)	মোনছুবা	(আ)
মেরাপ	(আ)	মোম	(ফা)
মেরামত	(আ)	মোমিন	(আ)
মেশক	(ফা)	মোয়াফেক	(আ)
মেসওয়াক	(আ)	মোয়াজী	(আ)
মেহনত	(আ)	মোয়াফেক	(আ)
মেহমান	(ফা)	মোরগ	(ফা)
মেহনতী	(আ-ফা)	মোরচা	(ফা)
মেহমানদারী	(ফা)	মোবাকাবা	(আ)
মেহেদী	(আ)	মোলায়েম	(আ)
মেহের	(ফা)	মোলাহেজা	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

মোসাহেদা	(আ)
মোস্তায়েদ	(আ)
মোহড়া	(ফা)
মোহতাজ	(আ)
মোহর	(ফা)
মোহরৎ	(আ)
মোহাফেজ	(আ)
মোহাফেজ খানা	(আ-ফা)
মোহকম	(আ)
মৌকুফ	(আ)
মৌকুফী	(আ-ফা)
মৌছুফ	(আ)
মৌছুফা	(আ)
মৌজা	(আ-ফা)
মৌজাহা	(আ-ফা)
মৌজুদ	(আ)
মৌত	(আ)
মৌতাত	(আ)
মৌরুস	(আ-ফা)
মৌলবী	(আ)
মৌলুদ	(আ)
মৌসুম	(আ)

র

রইস	(আ)
রওয়াব	(আ)
রওয়াবদার	(আ-ফা)
রওগন	(ফা)
রওজা	(আ)
রওনক	(আ)
রওশন	(ফা)
রওশনাই	(ফা)
রওয়া	(ফা)
রওয়ানা	(ফা)
রং	(ফা)
রং তামাশা	(আ-ফা)
রংদার	(ফা)
রং বেরং	(ফা)
রং মহল	(আ-ফা)
রংরেজ	(ফা)
রংসাজ	(ফা)
রকবা	(আ)
রকবাবন্দী	(আ-ফা)
রকম	(আ)
রকমারি	(আ-ফা)
রগ	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

রংবাজ	(ফা)	রসান	(ফা)
রংগীন	(ফা)	রসীদ	(ফা)
রজাই	(ফা)	রসুল	(আ)
রজীল	(ফা)	রসুমাত	(আ)
রন্জ	(ফা)	রসুল	(আ)
রদ	(আ)	রসুলুল্লা	(আ)
রদ-জওয়াব	(আ)	রহম	(আ)
রদ্দী	(আ)	রহমত	(আ)
রপ্ত	(আ)	রহমান	(আ)
রপ্তারপ্তা	(ফা)	রহীম	(আ)
রফা	(আ)	রাকাত	(আ)
রফাদফা	(আ)	রাজ	(আ)
রফাদান	(আ)	রাজী	(আ)
রফানামা	(আ-ফা)	রাজীনামা	(আ-ফা)
রফা হিম্মত	(আ)	রাজীরগবত	(আ)
রফিক	(আ)	রাজেক	(আ)
রব	(আ)	রাজ্জাক	(আ)
রবাব	(ফা)	রাতিব	(আ)
রবি	(আ)	রান	(ফা)
রব্বানা	(আ)	রানা	(আ)
রমজান	(আ)	রান্দা	(ফা)
রমল	(আ)	রাবী	(আ)
রশি	(আ)	রাম্যান	(আ)
রসদ	(ফা)	রায়	(আ)
রসম	(আ)	রায়ত	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তা	(ফা)	রিশালদার	(আ-ফা)
রাহ	(ফা)	রিসালা	(আ)
রাহগীর	(ফা)	রুইয়াতে হেলাল	(আ)
রাহনমা	(ফা)	রু	(ফা)
রাহবর	(ফা)	রুকু	(আ)
রাহাজানি	(ফা)	রুখ	(ফা)
রাহাদারী	(ফা)	রুজি	(ফা)
রাহী	(ফা)	রুহু	(আ)
রাহেখোদা	(ফা)	রুবকারী	(ফা)
রাহেব	(আ)	রুবরু	(ফা)
রিকাবী	(ফা)	রুবাই	(আ)
রিজিক	(আ)	রুম	(আ-ফা)
রিফু	(আ)	রুমী	(আ-ফা)
রিফুকার	(আ-ফা)	রুমাল	(ফা)
রিয়া	(আ)	রুমালী	(ফা)
রিয়াইত	(আ)	রুস	(ফা)
রিয়াকার	(আ-ফা)	রুহ	(আ)
রিয়াজত	(আ)	রুহানী	(আ)
রিয়াসত	(আ)	রুহানিয়ত	(আ)
রিশওয়াত	(আ)	রুপোশ	(ফা)
রিশওয়াত খোর	(আ-ফা)	রেওয়াজ	(আ)
রিশতা	(ফা)	রেওয়ায়াৎ	(আ)
রিশতাদার	(ফা)	রেকাব	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

রেখতা	(ফা)
রেজগী	(ফা)
রেজলা	(আ)
রেজা	(ফা)
রেজাই	(ফা)
রেজাকার	(আ-ফা)
রেজা-রেজা	(ফা)
রেশম	(ফা)
রেশমী	(ফা)
রেষ	(ফা)
রেহাই	(ফা)
রেহান	(আ)
রেহাননামা	(আ-ফা)
রোকন	(আ)
রোকা	(আ)
রোখ	(ফা)
রোখসত	(আ)
রোখসানা	(ফা)
রোজ	(ফা)
রোজগার	(ফা)
রোজনামচা	(ফা)
রোজ রোজ	(ফা)
রোজা	(ফা)
রোজাদার	(ফা)
রোজানা	(ফা)
রোজিনা	(ফা)
রুবাইৎ	(আ)
রোয়াক	(আ)
রোয়েদাদ	(ফা)

ল

লক	(আ)
লক্কা	(আ)
লক্দ	(ফা)
লকব	(আ)
লঙ্গার	(ফা)
লঙ্গারখানা	(ফা)
লজ্জত	(আ)
লজ্জতদার	(আ-ফা)
লতলত	(আ)
লব	(ফা)

লব্জ	(আ)
লবেজান	(ফা)
লবেদা	(ফা)
লস্কর	(ফা)
লহজা	(আ)
লহমা	(আ)
লা	(আ)
লাওয়াজিম	(আ)
লা-ওয়ারিস	(আ)
লা-খেরাজ	(আ)
লাগাইত	(আ)
লাগাম	(ফা)
লাচার	(ফা)
লা-জওয়াব	(আ)
লাজেম	(আ)
লাথি	(আ)
লা-দাওয়া	(আ)
লা-দাবী	(আ)
লানত	(আ)
লাফা	(আ)
লায়েক	(আ)
লাল	(ফা)
লা-শরীক	(আ)
লা-সানী	(আ)
লা-হাওলা	(আ)
লিয়াকত	(আ)
লিল্লা	(আ)
লুঙ্গি	(ফা)
লুচ্চা	(আ)
লুতফ	(আ)
লেকিন	(আ)
লেংড়া	(ফা)
লেংগট	(ফা)
লেজা	(ফা)
লেপ	(আ)
লেফাফা	(আ
লেবাস	(আ)
লেবু	(আ)
লেহাজ	(আ)
লোকমা	(আ)
লোকমান	(আ)
লোকসান	(আ)
লোগাত	(আ)

শ

শওকত	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

শওহর (ফা)
শক (আ)
শকরকন্দ (ফা)
শকস (আ)
শক্কর (ফা)
শওক (ফা)
শখ (আ)
শজরা (আ)
শড়কা (আ)
শত (ফা)
শতরন্জ (আ)
শতরন্জী (আ-ফা)
শনাওক (ফা)
শব (ফা)
শবখুন (ফা)
শবনম (ফা)
শবে-কদর (আ-ফা)
শবে-বরাত (আ-ফা)
শবে-মিরাজ (আ-ফা)
শবোরোজ (ফা)
শমশের (ফা)
শর্মুদা (ফা)
শয়তান (আ)
শরবত (আ)
শরবতি (আ-ফা)
শরম (ফা)
শরমগা (ফা)
শরমিন্দগী (ফা)
শরমিন্দা (ফা)
শরা (আ)
শরাকত (আ)
শরাফত (আ)
শরাব (আ)
শরাবখানা (আ-ফা)
শরাবখোর (আ-ফা)
শরাবান তহুরা (আ)
শরিক (আ)
শরিকদার (আ-ফা)
শরীফ (আ)
শরীফখান্দান (আ-ফা)
শরীয়ত (আ)
শর্ত (আ)
শলা (আ)
শলিতা (ফা)
শষ (ফা)
শষমাহী (ফা)
শহর (ফা)
শহীদ (আ)

Dhaka University Institutional Repository

শাখা	(ফা)
শাগরেদ	(ফা)
শাগরেদী	(ফা)
শাদিয়ানা	(ফা)
শাদী	(ফা)
শাদীগমী	(আ-ফা)
শাদীনা	(ফা)
শান	(আ)
শানকর	(আ-ফা)
শান	(আ-ফা)
শানশওকত	(আ)
শানা	(ফা)
শানাই	(ফা)
শানাকর	(ফা)
শানে নজুল	(আ-ফা)
শাফায়ত	(আ)
শাফী	(আ)
শাফেয়ী	(আ-ফা)
শাবান	(আ)
শাবুলবুল	(ফা)
শাম	(ফা)
শামলা	(ফা)
শামা	(ফা)
শামাদান	(ফা)
শামিয়ানা	(ফা)
শামিল	(আ)
শায়েব	(আ)
শায়েস্তা	(ফা)
শাল	(ফা)
শালগম	(ফা)
শালোয়ার	(ফা)
শাহ	(ফা)
শাহজাদা	(ফা)
শাহজাদী	(ফা)
শাহজাহান	(ফা)
শাহনামা	(ফা)
শাহবাজ	(ফা)
শাহসোয়ার	(ফা)
শাহাদত	(আ)
শাহানশাহ	(ফা)
শাহিদ	(আ)
শাহী	(ফা)
শাহীইনাম	(ফা)
শাহীকারবার	(ফা)
শাহীখিলাত	(ফা)
শাহীতখত	(ফা)
শাহীদরবার	(ফা)
শাহীফরমান	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

শাহীন	(ফা)
শিক	(ফা)
শিক-কাবাব	(ফা)
শিকদার	(আ-ফা)
শিকদারী	(ফা)
শিকমী	(ফা)
শিকরা	(ফা)
শিকার	(ফা)
শিকারী	(ফা)
শিকি	(আ)
শিতাব	(ফা)
শির	(ফা)
শিরক	(আ)
শিরকত	(আ)
শিরকত দার	(ফা)
শির দরদ	(ফা)
শিরকসা	(ফা)
শিরনী	(ফা)
শিরপেচ	(ফা)
শিরমাল	(ফা)
শিরা	(ফা)
শিরিষ	(ফা)
শিরোনামা	(ফা)
শিরোপা	(ফা)
শীশা	(ফা)
শীষমহল	(ফা)
শুকর	(আ)
শুকরগুজার	(আ-ফা)
শুকরগুজারী	(আ-ফা)
শুকরানা	(আ-ফা)
শুকরীয়া	(আ)
শুমরদা	(ফা)
শুমার	(ফা)
শুমারী	(ফা)
শুরবা	(আ)
শুরু	(আ)
শুরুয়াদার	(ফা)
শেকম	(ফা)
শেকসু	(ফা)
শেকাসুাহাল	(আ-ফা)
শেকায়েত	(আ)
শেকেস্তা	(ফা)
শেকেল	(আ)
শেখ	(আ)
শেনাখত	(ফা)
শেফা	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

শের	(ফা)
শেলেদা	(আ-ফা)
শেহা	(ফা)
শেহানবীস	(ফা)
শোবা	(ফা)
শোর	(ফা)
শোরমার্‌	(ফা)
শোরহাঙ্গামা	(ফা)
শোরা	(ফা)
শোহরত	(আ)
শৌখীন	(আ)

ষ

ষষ	(ফা)
ষষম	(ফা)
ষষমাহী	(ফা)

স

সই	(আ)
সইস	(আ)
সইসগিরি	(ফা)
সইসি	(ফা)
সওদা	(ফা)
সওদাগর	(ফা)
সওয়াব	(আ)
সওয়াল	(আ)
সকুনত	(আ)
সকুনত	(আ)
সক্কা	(আ)
সখ	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

সখাওত	(আ)
সখী	(আ)
সঙ্গীন	(ফা)
সজদা	(আ)
সজুদ	(আ)
সঞ্জাব	(ফা)
সঞ্জর	(আ)
সদকা	(আ)
সদর	(আ)
সদর অক্ষর	(আ-ফা)
সদর আমীন	(আ)
সদর আলা	(আ)
সদর রিয়াসত	(আ-ফা)
সদরিয়া	(আ-ফা)
সর্দী	(ফা)
সন	(আ)
সনদ	(আ)
সন্ন	(আ)
সফর	(আ)
সফরিয়া	(আ-ফা)
সফা	(আ)
সফী	(আ-ফা)
সফেদ	(ফা)
সফেদ রেশ	(ফা)
সফেদা	(ফা)
সবক	(আ)
সবকত	(আ)
সবজা	(ফা)
সবজী	(ফা)
সবব	(ফা)
সবীল	(আ)
সবুজ	(ফা)
সবুর	(আ)
সমসাম	(আ)
সমুসা	(ফা)
সয়লান	(আ)
সয়লাব	(আ-ফা)
সর	(ফা)
সরকার	(ফা)
সরকারগিরি	(ফা)
সরখত	(আ-ফা)
সরখেল	(ফা)
সরগরম	(ফা)
সরজমীন	(ফা)
সরঞ্জাম	(ফা)
সরদার	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

সরপেচ	(ফা)	সহী-সালামত	(আ)
সরপোশ	(ফা)	সাইত	(আ)
সরফরাজ	(ফা)	সাকিন	(আ)
সরবন্দ	(ফা)	সাকী	(আ)
সরঞ্জাম	(ফা)	সাজ	(ফা)
সরাই	(ফা)	সাজশ	(ফা)
সরাসরী	(ফা)	সাজা	(ফা)
সরেওয়ার	(আ-ফা)	সাদ	(আ)
সরে-রাস্তা	(ফা)	সাদা	(ফা)
সরোকার	(ফা)	সাদালতি	(আ)
সরোদ	(ফা)	সাদেক	(আ)
সর্দী,	(ফা)	সানক	(আ)
সর্দী-গর্মী	(ফা)	সানী	(আ)
সর্ব	(ফা)	সাফ	(আ)
সলসবীল	(আ)	সাফা	(আ)
সলা	(আ)	সাফাই	(আ)
সলিকা	(আ)	সাবান	(আ)
সলিতা	(আ)	সাবাস	(ফা)
সলুক	(আ)	সাবুত	(আ)
সস্তা	(ফা)	সাবেক	(আ)
সহল	(আ)	সাবেত	(আ)
সহী	(আ)	সামান	(ফা)
সহীফা	(আ)	সায়রাত	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

সায়েবান	(ফা)
সায়ের	(আ)
সায়েল	(ফা)
সারেং	(ফা)
সাল	(ফা)
সালগুজস্তা	(ফা)
সালবমিসরি	(আ)
সালাত	(আ)
সালানা	(ফা)
সালাম	(আ)
সালামত	(আ)
সালার	(ফা)
সালিয়ানা	(ফা)
সালিস	(আ)
সালিসনামা	(ফা)
সাসানী	(ফা)
সাহা	(ফা)
সাহানা	(আ)
সাহাবী	(আ)
সাহারা	(আ)
সাহেব	(আ)
সাহেব জাদা	(আ-ফা)
সাহেব সহবত	(আ)
সাহেবান	(ফা)
সিওম	(ফা)
সিকস্তা	(ফা)
সিকি	(আ)
সিক্কা	(আ)
সিজিল	(আ)
সিতার	(ফা)
সিদ্দত	(আ)
সিনা	(ফা)
সিনাচাক	(ফা)
সিন্দুক	(আ)
সিপারা	(ফা)
সিপাহ্ সালার	(ফা)
সিপাহী	(ফা)
সিফত	(আ)
সি-মোরগ	(আ)
সিয়া	(আ)
সিয়ানবীশ	(আ-ফা)
সিয়াম	(আ)
সিয়াসত	(আ)
সিয়াহী	(ফা)
সির	(ফা)
সিলাদার	(আ-ফা)
সীসা	(ফা)
সুকান	(আ)
সুজন	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

সুরমা	(ফা)	সুলতান	(আ)
সুদ	(ফা)	সুলাক	(ফা)
সুদখোর	(ফা)	সুলুক	(আ)
সুদামত	(ফা)		
সুন্নত	(আ)	সুসু	(ফা)
সুন্নী	(আ-ফা)	সেওয়ায়ু	(আ)
সুপারিশ	(ফা)	সেকন্দর	(আ-ফা)
সুপারিশ নামা	(ফা)	সেকরা	(আ-ফা)
সুফী	(আ)	সেক	(ফা)
সুবহান	(আ)	সেজদা	(আ)
সুবহান আল্লা	(আ)	সেতখানা	(আ-ফা)
সুবা	(আ)	সেতম	(ফা)
সুবাদার	(আ-ফা)	সেতার	(ফা)
সুম	(ফা)	সেবৎ	(ফা)
সুমুল	(ফা)	সেমাহী	(ফা)
সুরকি	(ফা)	সেরা	(ফা)
সুরত	(আ)	সেরেস্তা	(ফা)
সুরতহাল	(আ)	সেরেস্তাদার	(ফা)
সুরা	(আ)	সেলাখানা	(আ-ফা)
সুরাখ	(ফা)	সেলাহ	(আ)
সুরুক	(ফা)	সেলাহবরদার	(আ-ফা)
সুর্খাব	(ফা)	সেহা	(ফা)
সুর্মা	(ফা)	সেহানবীন	(ফা)
সুর্মাদান	(ফা)	সেহের	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

সেহেরী	(আ-ফা)
সৈয়দ	(আ)
সোটা	(আ)
সোনামুখী	(আ)
সোলর্দ্দ	(ফা)
সোবা	(আ)
সোবে	(আ)
সোবেকাজের	(আ)
সোবেসাদেক	(আ)
সোবেশাম	(আ -ফা)
সোয়াব	(আ)
সোয়ার	(ফা)
সোয়ারী	(ফা)
সোয়াল জওয়াব	(আ)
সোয়ালা	(আ)
সোরাহী	(আ)
সোলে	(আ)
সোলেনামা	(আ-ফা)
সোহবত	(আ)
সখ	(আ)
সৌখীন	(আ-ফা)
স্নান	(ফা)
স্রেফ	(আ)

হ

হক	(আ)
হকদার	(আ-ফা)
হকসফা	(আ)
হকিয়ত	(আ)
হকীকত	(আ)
হকীম	(আ)
হকুক	(আ)
হজ্ব	(আ)
হজম	(আ)
হজরত	(আ)
হজামত	(আ)
হজ্ব	(আ)
হজ্জাম	(আ)
হদীস	(আ)
হদ্দ	(আ)
হনফী	(আ)
হপ্তা	(ফা)
হবশী	(আ-ফা)
হম্মাম	(আ)
হয়বত	(আ)
হয়রান	(আ)
হর	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

হরত্রক	(ফা)	হাওলাত	(আ)
হরকত	(আ)	হাওদা	(আ)
হরকরা	(ফা)	হাওয়া	(আ)
হরচন্দ	(ফা)	হাওয়াই	(আ-ফা)
হরজ	(আ)	হাওয়ালা	(আ)
হরফ	(আ)	হাওয়াস	(আ)
হররঙা	(ফা)	হাওল	(আ)
হরিফ	(আ)	হাওলাদ	(আ)
হরিসা	(আ)	হাকিম	(আ)
হল	(আ)	হাঙ্গামা	(ফা)
হলকম	(আ)	হাছদ	(আ)
হলকা	(আ)	হাজত	(আ)
হলকাবন্দী	(আ-ফা)	হাজরা	(ফা)
হলকারী	(আ-ফা)	হাজার	(ফা)
হলফ	(আ)	হাজির	(আ)
হলফান	(আ)	হাজিরাত	(আ-ফা)
হসব নসব	(আ)	হাজী	(আ-ফা)
হসরত	(আ)	হাতেফ	(আ)
হসুবুদ	(ফা)	হাদী	(আ)
হা	(ফা)	হাদিয়া	(আ)
হাউস	(আ)	হানোজ	(ফা)
হাওড়	(দেশী)	হাপর	(আ)
হাওলা	(আ)	হাফিজ	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

হাবলা	(ফা)	হারামজাদা	(আ-ফা)
হাবিল	(আ)	হারামী	(আ)
হাবিয়া	(আ)		
হাবুজখানা	(আ-ফা)	হাল	(আ)
হাবেলী	(ফা)	হালত	(আ)
হাম	(আ)	হালাক	(আ)
হামজুলফ	(ফা)	হালাকান	(আ)
হামদ	(আ)	হালাত	(আ)
হামদর্দী	(ফা)	হালাল	(আ)
হামবেস্তার	(ফা)	হালুয়া	(আ)
হামরাহী	(ফা)	হালোয়ান	(আ)
হামলা	(আ)	হাল্লাক	(আ)
হামানদিস্তা	(ফা)	হাশমত	(আ)
হামী	(আ)	হাশর	(আ)
হামীদ	(আ)	হাশিয়া	(আ)
হামেলা	(আ)	হাশিয়াদার	(আ-ফা)
হামেশা	(ফা)	হাসিল	(আ)
হামেহাল	(ফা)	হিকমত	(আ)
হায়ওয়ান	(আ)	হিচকারা	(ফা)
হায়জ	(আ)		
হায়দর	(আ)	হিজরত	(আ)
হায়া	(আ)	হিজরী	(আ-ফা)
হায়াত	(আ)	হিদায়ত	(আ)
হারাম	(আ)	হিন্দু	(ফা)
হারামখোর	(আ-ফা)	হিন্দুস্থানী	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

		হুজ্জত	(আ)
হিফাজত	(আ)	হুজুম	(আ)
হিম্মত	(আ)	হুদা	(আ)
হিরসফ	(আ)	হুদ্দা	(আ)
হিলা	(আ)	হুনর	(ফা)
হিলাসাজী	(আ-ফা)	হুনরমন্দ	(ফা)
হিলাল	(আ)	হুনরী	(ফা)
হিল্লা	(আ)	হুমা	(ফা)
হিসাব	(আ)	হুবহু	(আ)
হিসাবদেহী	(আ-ফা)	হুর	(আ)
হিসাব-নিকাশ	(আ)	হুরমত	(আ)
হিস্যা	(আ)	হুরমতদার	(আ-ফা)
হিস্যাদার	(আ-ফা)	হুলিয়া	(আ)
হুকুম	(আ)	হুলিয়ানামা	(আ-ফা)
হুকুম তামিল	(আ)	হুশ	(ফা)
হুকুম বরদার	(আ-ফা)	হুশিয়ার	(ফা)
হুকুমরদ	(আ)	হুসন	(আ)
হুকুমত	(আ)	হেকারত	(আ)
হুক্কা	(আ)	হেজাব	(আ)
হুক্কাবরদার	(আ-ফা)	হেজে	(আ)
হুজরা	(আ)	হেনা	(আ)
হুজুগ	(আ)	হেফজ	(আ)
হুজুর	(আ)	হেবা	(আ)

Dhaka University Institutional Repository

হেবানামা	(আ-ফা)
হেমাত	(আ)
হেমায়েল	(আ)
হেরেম	(আ)
হেলেম	(আ)
হেসুনেস্তু	(ফা)
হোশ	(ফা)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দাবলী

Dhaka University Institutional Repository

অ

অকশন
অকেশন
অক্সিজেন
অক্টোবর
অর্গেনাইজেসন
অটগ্রাফ
অটমেটিক
অটোমোবাইল
অটো-ষ্টপ
অডিট
অডিশন
অডিটর
অডিটোরিয়াম
অর্ডার
অর্ডিনারি
অর্ডিন্যান্স
অনারারি
অর্নামেন্ট
অর্নামেন্টেশন
অপারেটর
অপারেশন
অপশনাল
অফিস
অফিসার
অবজেকসন
অবজার্ভ
অরিজিন্যাল
অলটারনেটিভ
অয়েল
অয়েল-ক্লথ
অয়েন্টমেন্ট
অয়ারলেস
অ্যাকনলেজমেন্ট
অ্যাকনলেজ
অ্যাকটিং
অ্যাকসন
অ্যাকটর
অ্যাকট্রেস
অ্যাডিশনাল
অ্যাডড্রেস
অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন
অ্যাডমিশন
অ্যাডমিট-কার্ড
অ্যাডাল্ট
অ্যাডজাস্ট
অ্যাডপটার
অ্যাডভার্টাইজ
অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম
অ্যাডভাইস
অ্যাডভাইজার
অ্যাডভোকেট
অ্যাডজাস্টমেন্ট
অ্যাথলেট
অ্যাথলেটিক্স
অ্যানেসথেসিয়া
অ্যানালিসিস
অ্যানালিষ্ট
অ্যানাটমি
অ্যানেকস্
অ্যানেকসার
অ্যানোফিলিস
অ্যান্টিসেপটিক
অ্যাপেনডিকস্
অ্যাপেনডিসাইটিস
অ্যাপয়েন্টমেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাপ্লিকেশন
অ্যাপ্রাইজার
অ্যাপ্রাই
অ্যাবনরমাল
অ্যাবানডন-প্রোপার্টি
অ্যাবরশন
অ্যাব্রিবিয়েশন
অ্যামেন্সি
অ্যাম্বেসেডর
অ্যালার্ম
অ্যালবাম
অ্যালকোহল
অ্যালজেবরা
অ্যালট
অ্যালটমেন্ট
অ্যালুমিনিয়াম
অ্যাসেম্বলি
অ্যাসেটিলীন
অ্যাসপিরিন
অ্যাস্ট্রে
অ্যাস্টলজার
অ্যাস্টলজি

আ

আইডিয়া
আইডিয়াল
আইসক্রীম
আইডেনটিটি কার্ড
আই-ড্রপ
আই-ল্যাশ
আই-লাইনার
আই-ব্রু
আউট-ডোর
আর্টিস্ট

অনকালচার্ড
আন্ডার লাইন
আন্ডার গ্রাউন্ড
আন্ডার ওয়েট
আন্ডার ওয়্যার
আন্টি
আপেল
আপিল
আপার ক্লাশ
আর্কিটেক্ট

আর্কিটেকচার
আর্ট
আর্টিস্ট
আর্টিফিশিয়াল
আর্মলেট
আরদালী
আলনা
আলপাকা
আলসার
আলপিন
আস্তাবল

ই

ইউনিয়ন
ইউনিট
ইউনিভার্সিটি
ইউনিফর্ম
ইউরোপীয়
ইউরেশীয়
ইকনমিকস্
ইথিও
ইডিয়ট

Dhaka University Institutional Repository

ইডেন

ইনসেনটিভ

ইনচার্জ

ইনকাম-ট্যাক্স

ইনকিউবেটর

ইনডাইরেক্ট

ইনডোর গেমস্

ইনফেন্ট ফুড

ইনফেরিয়র

ইনকয়্যারি

ইনডেন্ট

ইনডেন্টার

ইনডেক্স

ইনক্রিমেন্ট

ইনভেলপ

ইনফেকশন

ইনফ্লুয়েন্স

ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইনজেকসন

ইনভেসটিগেশন

ইনিসিয়াল

ইনস্টলমেন্ট

ইনটার্নিশীপ

ইনস্ট্রাকটর

ইনসুলিন

ইনস্ট্যান্ট

ইনোসেন্ট

ইনসুর‍্যান্স

ইনভাইটেশন

ইনভয়েস

ইঞ্জিন

ইঞ্জিনিয়ার

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইন্টারমিডিয়েট

ইন্টেলেকচুয়াল

ইন্টারভিউ

ইন্টারভেল

ইন্টারনাল

ইন্টারন্যাশনাল

ইন্ডাষ্ট্রি

ইন্সপেকশন

ইন্সপেকটর

ইমোশন

ইমিটেশন

ইমারজেন্সি

ইমেজ

ইমপোর্ট

ইমপোর্টার

ইরিগেশন

ইরেজার

ইলেকট্রিক

ইলেকট্রিশিয়ান

ইলাসটিক

ইলেকশন

ইল্লিগেল

ইস্টার্ন

ইয়ারিং

ইয়াং

ইংলিশ

ঈ

ঈগল

ঈজিচেয়ার

উ

উইল

উল

উলেন

উইথড্র

উয়িথড্রয়াল

এ

এইড

Dhaka University Institutional Repository

এইডস্
একাডেমী
একাডেমিক-কাউন্সিল
একর
একজিমা
একাউন্ট
একাউনট্যান্ট
একাউনট্যান্সি
একাউনট্যান্ট-জেনারেল
একুরিয়াম
একসপায়োরি-ডেট
একসটেনসন
একসপোর্টার
একসপোর্ট
একসচেঞ্জ
একসপেরিয়্যান্স
একসপ্রেস
একসটারনাল
একসট্রা
একসট্রা-অর্ডিনারি
একসট্রিম
একসাইজ-ডিউটি
একসপেনডিচার
একসরে
এগজামিনার
এগজাম
এগজিকিউটিভ
এগজিবিশন
এজেন্ট
এজেন্সি
এটম
এটম-বোম্
এটমিক-এনার্জি
এড-হক
এডহেসিভ
এডিশন
এডিটর
এডুকেশন
এনডোর্স
এনডোর্সমেন্ট
এনাউন্স
এনাউন্সার
এনার্জি
এনটিনা
এনক্লোজার
এনামেল
এনগেজমেন্ট
এনকোয়ারি
এনাটমি
এন্টি-এয়ার এয়ারক্রাফট
এন্টারপ্রাইজ
এন্ট্রি
এপ্রন
এপ্রেনটিস
এপেনডিসাইটিস
এপ্রিল
এফিডেবিট
এভারেজ
এমব্রয়ডারি
এমোনিয়া
এমুলেন্স
এমপ্লোয়ি
এরিয়া
এরিয়াল
এরিয়ার
এরোপ্লেন
এলার্জি
এলিভেটর
এলুমিনিয়াম
এলোপ্যাথি
এসিড
এসিডিটি
এয়ার-কন্ডিশন

Dhaka University Institutional Repository

এয়ার-ওয়েজ

এয়ার-ফোর্স

এয়ার-বুট

এয়ার-গান

এয়ার-লাইন

এয়ার-হোস্টেস

এয়ার-মেইল

এয়ার-মার্শাল

এয়ার-পোর্ট

এয়ার-এশফ্ট

ও

ওপেনার

ওভাল

ওভারটাইম

ওভারকোর্ট

ওভারটেক

ওভারসিজ

ওভারসিয়ার

ওভেন

ওয়াশন

ওয়েসকোট

ওয়ার্ড

ওয়ার্নিং

ওয়ারেন্ট

ওয়াটার-কালার

ওয়টার-প্রুফ

ওয়ার্কসপ

ওয়েটার

ওয়াল

ওয়াল-ক্লক

ওয়াল-ক্যালেন্ডার

ওয়াল-প্লেট

ওয়াসা

ওয়াশার

ওয়াট

ওয়েল-ফেয়ার

ক

কনট্রাকটর

কনস্ট্রাকশন

কনফেকশনারি

কনসেশন

কর্ণেল

কনটেইনার

কনস্টেবল

কনফারেন্স

কন্ডাকটর

কন্ডিশনার

কন্ট্রোল

কন্ট্রোলার

কন্সার্ট

কন্সালটেশন

কপি

কপার

কর্পোরেশন

কফ

কফি

কফিন

কমান্ডার

কমা

কমেডি

কমিটি

কমিশন

কমিশনার

কমুনিস্ট

কমিউনিজম

কমরেড

কমেন্ট

কমার্স

কমপিউটার

কমার্শিয়াল

কমিউনিকেশন

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিটি-সেন্টার
কমপ্রেন
কমনরুম
কমপিটিশন
কমনওয়েলথ
কম্পাউন্ডার
কম্পোজিটর
কম্পোজ
কম্পার্টমেন্ট
কম্ফর্টার
করিডোর
করুগেট
কর্ক
কর্ন-সুপ
কলোনী
কলেজ
কলেরা
কলীগ
কলাম
কলার
কস্মেটিকস্
কমেল
কংগ্রেস
কাউন্সিল

কাউন্টার
কাটলেট
কার্টুন
কার্টুনিস্ট
কার্ড
কার্নিস
কানুনগো
কানেকশন
কার্পেট
কাপ
কার্বহাইড্রেট
কার্বলিক এসিড
কার্বন
কার্বাইড
কারফিউ
কারেন্সি
কালভার্ট
কাস্টোডি
কাস্টমস্
কাস্টমস্-ইন্সপেক্টর
কিডনী
কিন্ডার গার্টেন
কিপার
কিলোগ্রাম

কিলোমিটার
কিলোওয়াট
ক্রিকেট
ক্রিমিনাল
কীডন্যাপ
কীনোট
কীবোর্ড
কীরুম
এশীম
ক্লীয়ারেন্স
কু
কুইনাইন
কুইনটাল
কুপন
কুলি
কেইস
কেক
কেজুয়াল
কেটলি
কেবিন
কেবিনেট
কেমিস্ট
কেমিস্ট্রি
কেমিক্যাল
কেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

কো-অপারেটিভ
কো-এডুকেশন
কোকেন
কোচ
কোচম্যান
কোচিং সেন্টার
কৌচ
কোটেশন
কোট
কোর্ট
কোটা
কোড
কোম্পানী
কোরাস
কোরাম
কোল্ড-এশীম
কোল্ড-স্টোরেজ
কোর্স
কোস্টার
কোয়ার্টার
কোয়ারেন টাইন
কোয়ালিফিকেশন
কোয়ালিটি
ক্যাটাগরি
ক্যাটস্-আই
ক্যাটালগ
ক্যাডার
ক্যাডেট
ক্যানভাস
ক্যানসেল
ক্যান্ডিডেট
ক্যান্সার
ক্যান্টিন
ক্যান্টনমেন্ট
ক্যাপ
ক্যাপসন
ক্যাপ্টেন
ক্যাফে
ক্যাফেটেরিয়া
ক্যাবল
ক্যামেরা
ক্যামফিস
ক্যাপ
ক্যাম্পাস
ক্যারেক্টার
ক্যারিয়ার
ক্যালসিয়াম
ক্যালকুলেটর
ক্যালেন্ডার
ক্যালোরি
ক্যাশ
ক্যাশিয়ার
ক্যাশ-মেমো
ক্যাংগারু
ক্রনিক
ক্রশ-চেক
ক্রসিং
ক্রিমিনাল
ক্রীম
ক্রীশ্চান
ক্রেডিট
ক্লক-ওয়াইজ
ক্লার্ক
ক্লাব
ক্লাশ
ক্লাশ-মেট
ক্লাশ-রুম
ক্লাশ-টিচার
ক্লাসিক
ক্লাসিকাল
ক্লিনার

Dhaka University Institutional Repository

ক্লিনিক

ক্লোজ-আপ

ক্লোজিং

ক্লোরোফরম

খ

খৃষ্ট

খ্রীষ্টমাস

খ্রীষ্টমাস ট্রী

গ

গভর্ণমেন্ট

গভর্ণর

গল-ব্লাডার

গাইড

গাইড-বুক

গাইনকলজি

গাইন

গাউন

গার্জিয়ান

গার্ড

গাম

গামবুট

গার্মেন্ট

গার্মেন্ট-ইন্ডাষ্ট্রি

গার্গল

গারদ

গার্লস-গাইড

গার্লস স্কুল

গিটার

গিনি

গিফ্‌ট

গেজেট

গেট

গেস্ট

গেস্ট্রো

গেস্ট-রুম

গেস্ট-হাউজ

গোডাউন

গোল্ড

গ্যাপ

গ্যারেজ

গ্যারিসন

গ্যারান্টি

গ্যারিলা

গ্যালারি

গ্যালন

গ্যাস

গ্যাসট্রিক

গ্যাং

গ্রস

গ্রাউন্ড

গ্রান্ট

গ্রাফিং

গ্রাম

গ্রামোফোন

গ্রিজ

গ্রিল

গ্রীনরুম

গ্রীন-টি

গ্রুপ

গ্রেজুয়েট

গ্রেড

গ্রেনেড

গ্রেভিটি

গ্লাস

গ্লুকোজ

গ্লোব

গ্ল্যামার

গ্ল্যামারাস

চ

চক

চকলেট

চক-আউট

চপ

Dhaka University Institutional Repository

চাইনীজ
চাটনী
চান্স
চাপটার
চার্জ
চার্জশিট
চার্টার্ড-একাউনটেন্ট
চার্ট
চিকেট-ফ্লাই
চিকেট-পক্স
চিমনী
চীট
চীপস্
চীফ্
চেইন
চেক
চেঞ্জ
চেম্বার
চেয়ার
চেয়ারম্যান
চৌকিদার
চ্যানেল
চ্যান্সেলর
চ্যাম্পিয়ন
চ্যাম্পিয়নশীপ
চ্যারিটি
চ্যালেঞ্জ
চ্যালেঞ্জার

জ

জজ
জজকোর্ট
জনডিস
জমাদার
জমিদার
জমিদারী
জরজেট
জয়েন
জয়েন্টলি
জয়েন্ট-ফ্যামিলি
জয়েন্ট-একাউন্ট
জংশন
জাঁদরেল
জানুয়ারী
জাম
জার্নাল
জার্মালিস্ট
জাস্টিজ
জাস্টিস
জিওগ্রাফি
জিওলজি
জিগজ্যাগ
জিমনেসিয়াম
জিমন্যাস্ট
জিমন্যাস্টিকস
জিরাফ
জিরো-পাওয়ার
জীপ
জুট-মিল
জুওলজি
জুন
জুনিয়র
জুরি
জুলাই
জুয়েলারি
জেইলার
জেট
জেনেটিক
জেটি
জেল
জোক
জোকার
জোনাল
জ্যাকেট

Dhaka University Institutional Repository

জ্যাম

জ্যাম্বুরি

ট

টন

টনসিল

টনিক

টফি

টব

টমটম

টমেটো

টয়লেট

টাইপ

টাইপিস্ট

টাইপ-রাইটার

টাইফয়েড

টাইম-ব্যোম

টাইট

টাউন

টার্মিনাল

টাবলেট

টালি

টায়ার

টিউটর

টিউশনি

টিউটোরিয়াল

টিউমার

টিউব

টিউব-ওয়েল

টিক

টিকমার্ক

টিকেট

টিন

টিফিন

টিস্যু

টিস্যু-পেপার

টীপয়

টীপার্টি

টীম

টীয়ার-গ্যাস

টুইন

টুইন-ওয়ান

টুথব্রাস

টুথ-পাউডার

টুর্নামেন্ট

ট্যুর

টুরিস্ট

টুল

টেইলারিং

টেকনিক

টেকনিক্যাল

টেক্সট

টেক্সট-বুক

টেক্সটাইল

টেডি

টেনশন

টেনিস

টেন্ডার

টেপ

টেবিল

টেবিল-ক্লথ

টেবিল-টেনিস

টেবুলেটর

টেরিফ

টেলিপ্রিন্টার

টেলিগ্রাম

টেলিফোন

টেলিপ্যাথি

টেলিস্কোপ

Dhaka University Institutional Repository

টেলিভিশন
টেলেক্স
টেলেক্স-পাউডার
টেস্ট
টেস্টার
টেস্ট-টিউব
টেস্টিমোনিয়াল
টোকেন
টোস্টার
টোয়াইন
ট্রলার
ট্রলি
ট্রাক
ট্রাঙ্ক
ট্রাঙ্কল
ট্রানজিট
ট্রান্সফার
ট্রান্সফরমার
ট্রান্সপোর্ট
ট্রান্সলেশন
ট্রাফিক
ট্রাফিক-জাম
ট্রাফিক-পুলিশ
ট্রাম
ট্রামলাইন
ট্রু-কপি
ট্রে
ট্রেজারি
ট্রেড-ইউনিয়ন
ট্রেডিং
ট্রেন
ট্রেনিং
ট্রেভেলার-চেক
ট্র্যাজেডি
ট্র্যাজিক
ট্র্যাভেল-এজেন্সি
ট্যামার
ট্যাক্স
ট্যাক্সি
ট্যাঙ্ক
ট্যানারি
ট্যাপ
ট্যাবলেট
ট্যাম্পু

ড

ডকুমেন্ট
ডকুমেন্টারি
ডক্টর
ডক্টরেট
ডজন
ডবল
ডলার
ডলফিন
ডাইনাসর
ডাওনার
ডাটা
ডাস্টার
ডাস্টবিন
ডায়মন্ড
ডায়বেটিক
ডায়াগনসিস
ডায়াল
ডায়েরিয়া
ডায়েরী
ডায়োগ্রাম
ডিটাচ
ডিক্রি
ডিকেনারি
ডিগ্রী
ডিজাইন

Dhaka University Institutional Repository

ডিজাইনার
ডিটেকটিভ
ডিপো
ডিপার্টমেন্ট
ডিপ্রেসন
ডিপ্লোমা
ডিফেন্স
ডিফ্‌থেরিয়া
ডিবেঞ্চার
ডিভিশন
ডিভিডেন্ট
ডিভান
ডিভোর্স
ডিম-লাইট
ডিরেক্টর
ডিলাক্স
ডিসচার্জ
ডিসমিস
ডিসপ্রে
ডিস
ডিসেম্বর
ডিস্কো
ডীড
ডীন
ডীলার
ডুপ্লিকেট
ডুপ্লিকেটর
ডেইলি
ডেকরেটর
ডেড-স্টক
ডেন্টাল
ডেন্টিস্ট
ডেপুটি
ডেপুটেশন
ডেবিট
ডেমি
ডেলিভারী
ডেসপাচ
ডেসিমেল
ডেস্ক
ডেয়ারি-ফার্ম
ড্যান্স
ড্যান্সার
ড্যাম
ড্যামেজ
ড্যাম্প
ড্যাশ
ড্রপ
ড্রপার
ড্রয়িং
ড্রয়িং-রুম
ড্রয়ার
ড্রাইভার
ড্রাই ক্লিনার্স
ড্রাগ
ড্রাগিস্ট
ড্রাফ্‌ট
ড্রামা
ড্রেন
ড্রেস
ড্রেসিং
ড্রেসিং-রুম
ড্রেসিং-টেবিল

থ

থার্ডক্লাস
থার্মোজ
থার্মোস্টাট
থিওরী
থিওলজি
থিসিস
থিয়েটার
থেরাপি

Dhaka University Institutional Repository

থ্রী-পিন

দ

দেরাজ

ন

নক
নক-আউট
নন-স্টপ
ননসেন্স
নভেল
নভেম্বর
নমিনি
নমিনেশন
নম্বর
নর্মাল
নলেজ
নস্টালজিয়া
নাইট্রোজেন
নাইলন
নাইট-শো
নাইট-গার্ড
নাজির
নাট
নার্ভ
নার্ভাস
নার্স
নার্সারি
নিউ
নিউজ
নিউজ-পেপার
নিউরোলজি
নিউরসিস
নিউট্রাল
নিউট্রেশন
নিউমোনিয়া
নিট
নিপল
নিব
নিয়ন-লাইট
নেইল-কাটার
নেইম-প্লেট
নেকলেস
নেকটাই
নেভি
নেভিগেশন
নোট
নোট বুক
নোটিশ
নোটারি
ন্যাচারাল
ন্যাপকিন
ন্যাশনাল

প

পকেট
পজেশন
পলিসি
পলেটিক্স
পলিটিশিয়ান
পলেস্তারা
পয়েন্ট
পাইলট
পাইপ
পাইমোরীয়া
পাউন্ড
পাউডার
পাওয়ার
পাঁপর

Dhaka University Institutional Repository

পাবলিক

পাম্প

পার্ক

পার্টনার

পার্টিশন

পার্মানেন্ট

পারফিউম

পারমিশন

পারমিট

পার্লামেন্ট

পার্সেন্ট

পার্সোনাল

পার্সেল

পার্স

পালিশ

পাল্‌স

পাশ

পাসপোর্ট

পাস্চুরিত

পিকনিক

পিক-আপ

পিক-পকেট

পিকেটিং

পিকিউলিয়ার

পিচকারী

পিচবোর্ড

পিন

পিনড্রপ

পিরামিড

পিরিয়ড

পিল

পিলার

পিস

পিস্তল

পিয়ন

পীচ

পুটিং

পুডিং

পুলওভার

পুলিশ

পে-অর্ডার

পেইন্ট

পেইন্টিং

পেইন্টার

পেট্রোলিয়ম

পেট্রোডলার

পেট্রোল

পেন

পেন-ফ্রেন্ড

পেনসিল

পেনশন

পেপার-ওয়েট

পেমেন্ট

পে-স্কেল

পেস্ট

পোর্ট

পোলট্রি

পোস্ট

পোস্ট-বক্স

পোস্ট-মর্টেম

পোস্ট-মাস্টার

পোস্ট-অফিস

পোস্টার

প্যাকেট

প্যার্টান

প্যাড

প্যাডলক

প্যাডেল

প্যাথলজি

প্যাথেড্রিন

প্যানালটি

প্যানেল

Dhaka University Institutional Repository

প্যান্ট
প্যারা
প্যারেড
প্যারোডি
প্যারাগ্রাফ
প্যারাফিন
প্যারালাইসিস
প্যাসেঞ্জার
প্রকৃতি
প্রজেক্ট
প্রডিউসার
প্রফেশন
প্রফেসার
প্রবেশনারী
প্রভিডেন্ট-ফান্ড
প্রভোস্ট
প্রমোশন
প্রাইজ
প্রাইমারী
প্রাইভেট
প্রাইম-মিনিস্টার
প্রাইজ-বন্ড
প্রিন্ট
প্রিন্টিং
প্রিন্টার্স
প্রিন্সিপাল
প্রিফেক্ট
প্রিমিয়াম
প্রি-ম্যাচিউর
প্রিলিমিনারি
প্রুফ
প্রেজেনটেশন
প্রেসক্রিপশন
প্রেসিডেন্ট
প্রেস
প্রেস-ক্লাব
প্রেস-কাউন্সিল
প্রেস্টিজ
প্রোজেক্টর
প্রোটিন
প্রোডাক্ট
প্রোডাকশন
প্রোপার্টি
প্রোফর্মা
প্লট
প্লাগ
প্লাস
প্লাস্টিক
প্লাস্টার
প্লে-কার্ড
প্লেগ
প্লেট
প্লেন
প্ল্যান

ফ

ফটো
ফটোকপি
ফটোগ্রাফার
ফটোগ্রাফ
ফটোস্ট্যাট
ফর্ম
ফরেন
ফরেনার
ফরেন-মিনিস্ট্রি
ফরেন-মিনিস্টার
ফরেন-কারেন্সি
ফরসেপ
ফরোয়ার্ড
ফরমুলা
ফরমাল
ফরমালিটি

Dhaka University Institutional Repository

ফরেস্ট -অফিসার
ফরেস্টার
ফলস্
ফলিও
ফলো-আপ
ফসফরাস
ফাইল
ফাইলিং
ফাইনাল
ফাইন
ফাউন্ডেশন
ফান্ড
ফারটিলাইজার
ফার্নিচার
ফার্ম
ফার্মেসী
ফার্মাসিউটিকাল
ফার্মাসিস্ট
ফার্স্ট-লেডী
ফার্স্ট-ফ্লোর
ফার্স্ট-এইড
ফায়ার ব্রিগেড
ফিউজ
ফিকেশন
ফিক্স-ডিপোজিট
ফিগার
ফিচার
ফিচার-ফিল্ম
ফিট
ফিজিক্স
ফিজিওলজি
ফিটিংস
ফিনান্স
ফিনিশিং
ফিলসফি
ফিল্টার
ফিল্ম
ফিসারি
ফিল্ড
ফী
ফীলিং
ফীল্ড-ওয়ার্ক
ফীস্ট
ফুট
ফুটবল
ফুড
ফুল
ফুল-টাইম
ফুয়েল
ফেইস-পাউডার
ফেইস
ফেইস ভ্যালু
ফেডারেশন
ফেড
ফেব্রুয়ারী
ফেরি
ফেল
ফেলো
ফেলোশিপ
ফেস্টুন
ফেয়ার-ওয়েল
ফেয়ার-প্রাইস
ফোকাস
ফোরাম
ফোরম্যান
ফোল্ডার
ফ্যাকালটি
ফ্যাক্টরি
ফ্যাক্ট
ফ্যাক্স
ফ্যাট
ফ্যান
ফ্যান্সি
ফ্যাবরিক

Dhaka University Institutional Repository

ফ্যামিলি-প্ল্যানিং

ফ্যাশন

ফ্যাসিস্ট

ফ্রক

ফ্রড

ফ্রী

ফ্রীজ

ফ্রীডম-ফাইটার

ফ্রেইট

ফ্রেম

ফ্রপ

ফ্রাক্‌চুয়েশন

ফ্লাড

ফ্লানেল

ফ্লাশ

ফ্লু

ফ্লুইড

ফ্লোর

ফ্ল্যাগ

ফ্ল্যাট

ফ্ল্যাটারি

ব

বকল্‌স

বকসিং

বক্সার

বডিস

বর্ডার

বডিগার্ড

বন্ড

ববিন

বরিক-পাউডার

বল

বস

বয়কট

বয়লার

বাইন্ডার

বাই-ওয়ে

বাই-লেন

বাই বাই

বাইসিকল

বাইস

বাইক

বাই-কারবনেট

বাইবেল

বাউন্ডারী

বাক্স

বার্গার

বাজেট

বার্ডেন

বাথরুম

বার্নিশ

বাস্কিল

বার্ণার

বার্থ-কন্ট্রোল

বার

বার-এসোসিয়েশন

বার্লি

বাল্ব

বাস

বাস-ড্রাইভার

বায়োগ্রাফি

বায়োলজি

বাংলো

ব্রাশ

বিউটি-স্লীপ

বিউটি-স্পট

বিজনেস

বিজনেস-ম্যান

Dhaka University Institutional Repository

বিফ-বার্গার
বিব
বিল্ডিং
বিস্কুট
বীট
বীবর
বুকিং
বুক-লেট
বুক-পোস্ট
বুট
বুফে
বুলেট
বুলেটিন
বেইল
বেকারি
বেঞ্চ
বেডিং
বেড
বেডপ্যান
বেডসীট
বেড-কভার
বেড-রুম
বেনিফিট
বেঞ্চ
বেঞ্চি
বেবী
বেবী-ফুড
বেবী-ট্যাক্সি
বেভারেজ
বেরিকেট
বেল
বেলকনি
বেলেস্তারা
বেল্ট
বেসিন
বেসিক
বেসিক-পে
বেস্ট
বেয়ারা
বেয়ারিং
বেয়নেট
বোগি
বোটানি
বোটানিক্যাল-গার্ডেন
বোট
বোর্ডিং
বোর্ডার
বোর্ড
বোর্ড-রুম
বোনাস
বোনাস-শেয়ার
বোমা
ব্যাক-গ্রাউন্ড
ব্যাক-ডোর
ব্যাকিং
ব্যাকওয়ার্ড
ব্যাকটেরিয়া
ব্যাগ
ব্যাচ
ব্যাজ
ব্যাট
ব্যাটারি
ব্যাটেলিয়ন
ব্যাডমিন্টন
ব্যাড-হেবিট
ব্যানার
ব্যান্ডিজ
ব্যাঙ্ক
ব্যারিস্টার
ব্যারাক
ব্যারোমিটার
ব্যারিকেড

Dhaka University Institutional Repository

ব্যারেল
ব্যালেন্স
ব্যালকনি
ব্যালট
ব্যালট-পেপার
ব্যালট-বক্স
ব্যাংক
ব্যাংক-ব্যালেন্স
ব্যাংক-ড্রাফট
ব্যাংক-গ্যারান্টি
ব্যাংক-ম্যানেজার
ব্যাংক-রেইট
ব্যাংক-রাপ্ট
ব্যাংকার
ব্যাংকিং
ব্যুরো
ব্যুরোক্রেসি
ব্যুরোক্রেট
ব্রঙ্কাইটিস
ব্রডকাস্ট
ব্রডকাস্টিং
ব্রাশ
ব্রিকফিল্ড
ব্রিক-সলিং
ব্রিগেডিয়ার
ব্রিজ
ব্রিফকেস
ব্রেক
ব্রেকার
ব্রেণ
ব্রেনওয়ার্ক
ব্রেসলেট
ব্রোকার
ব্রোসিয়ার
ব্র্যাকেট
ব্র্যান্ডি
ব্র্যান্ড-নিউ
ব্র্যাসিয়ার
ব্লক
ব্লটিং
ব্লটিং-পেপার
ব্লাউজ
ব্লাড
ব্লাড-প্রেশার
ব্লাড-ব্যাংক
ব্লাডার
ব্লিচিং-পাউডার
ব্লিডিং
ব্লু-প্রিন্ট
ব্লু-ফিল্ম
ব্লেড
ব্ল্যাঙ্কার
ব্ল্যাক-স্পট
ব্ল্যাক-বোর্ড
ব্ল্যাক-মানি
ব্ল্যাক-মেইল
ব্ল্যাক-আউট

ভ

ভলিউম
ভল্যানটীয়ার
ভল্ট
ভল্টেজ
ভাইরাস
ভাইভা-ভোসি
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
ভাইস-প্রিন্সিপাল
ভাইস-ভারসা
ভাউচার
ভার্সিটি
ভিজিট
ভিজিটর

Dhaka University Institutional Repository

ভিজিটিং
ভিটামিন
ভিনিগার
ভিসা
ভিসা-অফিসার
ভেগাবন্ড
ভেন্টিলেশন
ভেলভেট
ভোট
ভোটার
ভোটিং
ভ্যাকসিন
ভ্যাকেন্সি
ভ্যাকেট
ভ্যান
ভ্যানিটি
ভ্যানিলা
ভ্যালিডিটি

ম

মগ
মটর
মটর-সাইকেল
মডেল
মনোগ্রাম
মর্গ
মর্টগেজ
মাইগ্রেট
মাইগ্রেশন
মাইল
মাইল পোষ্ট
মাইল মিটার
মার্কেট
মার্কেটিং
মার্ক-শীট
মার্কিন
মার্চেন্ট
মার্চ
মার্জিন
মার্ডার
মার্ডারার
মার্বেল
মার্শাল
মার্শাল-ল
মাস্টার
মিউজিয়াম
মিউনিসিপালিটি
মিউনিসিপাল-ট্যাক্স
মিটার
মিটিং
মিডিয়াম
মিডিয়া
মিনিট
মিনিস্টার
মিনিস্ট্রি
মিলিমিটার
মিল
মিলিয়ন
মিলিয়নিয়ার
মিশন
মিস
মিসেস
মুহরি
মুড
মুডি
মুন্সেফ
মে
মেইট
মেইল
মেইল-ট্রেন
মেকার

Dhaka University Institutional Repository

মেকানিক্যাল
মেজর
মেজরিটি
মেটারনিটি
মেট্রেস
মেট্রোপলিটান
মেডেল
মেডিক্যাল
মেনিয়া
মেম
মেমো
মেম্বার
মেম্বারশিপ
মেশিন
মেশিনম্যান
মেস
মেসার্স
মেয়র
মোজাইক
মোটর
মোশন
ম্যাগাজিন
ম্যাগনেট
ম্যাচুরিটি
ম্যাজেন্টা
ম্যাজিক
ম্যাজিস্ট্রেট
ম্যাটেরিয়াল
ম্যাট্রন
ম্যাট্রিক
ম্যাথেমেটিকস
ম্যাডাম
ম্যানেজমেন্ট
ম্যানেজার
ম্যান-পাওয়ার
ম্যানুয়েল
ম্যানুফেকচারার
ম্যানার
ম্যাপ
ম্যারিন-ইঞ্জিনিয়ার
ম্যারিন-একাডেমী

র

র'মেটিরিয়াল
রকেট
রজন
রড
রবার
রবার-স্ট্যাম্প
রাইফেল
রাডার
রাফ
রাবিশ
রান-ওয়ে
রানার-আপ
রায়ট
রিটায়ার
রিউমেটিক
রিএস্টমেন্ট
রিজার্ভ
রিজিওনাল
রিনিউ
রিপোর্ট
রিপোর্টিং
রিপোর্টার
রিপ্রেজেনটেটিভ
রিফিল
রিফিউজি
রিফাইনারি
রিফ্লেকশন
রিভলভিং
রিভাইজ

Dhaka University Institutional Repository

রিমোভার
রিলিফ
রিসীভার
রিসিপশনিস্ট
রিসিপশন
রিসিস্ট
রিসার্চ
রিস্ক
রিহার্সেল
রিয়্যাল-এস্টেট
রিং
রীট
রীডার
রীম
রীল
রীলে
রোজ
রুটিন
রুট
রুম
রুম-মেট
রুল
রেইট
রেকর্ড
রেকর্ডার

রেক্টর
রেগুলেটর
রেজিমেন্ট
রেজিস্ট্রার
রেজিস্ট্রেশন
রেজিস্ট্রি
রেজাল্ট
রেট
রেডিও
রেডিয়েশন
রেডিও-থেরাপি
রেডিয়াম
রেডিওগ্রাম
রেডি
রেডিমেড
রেড এন্শ
রেফারি
রেফারেন্স
রেফ্রিজারেটর
রেভিনিউ স্ট্যাম্প
রেমিটেন্স
রেলিং
রোস্ট
রোস্টার-ডিউটি
র‍্যাক

র‍্যাকেট
র‍্যাগ ডে
র‍্যাঙ্ক
র‍্যাপার

ল

ল'
লক
লকেট
লজিক
লণ্ড
লট
লটারী
লন
লন-টেনিস
লন্ড্রি
লন্ঠন
লবি
লস
লং-ক্লথ
লং-ড্রেস
লাইটার
লাইব্রেরী
লাইব্রেরীয়ান

Dhaka University Institutional Repository

লাইসেন্স
লাইফ
লাইট
লাইক
লাইন
লাউঞ্জ
লাউড-স্পীকার
লাঞ্চ
লাট
লাভা
লায়েবিলিটি
লিক
লিকুয়িড
লিগ্যাল
লিঙ্ক
লিটার
লিপইয়ার
লিফ্‌ট
লিবারেল
লিভার
লিমিট
লিমিটেড
লিস্ট
লিয়েন
লিয়াঁজো
লীজ
লীড
লীডার
লেকচার
লেকচারার
লেজার
লেটার
লেডি
লেডি কেমিং
লেদার
লেন
লেবার
লেবার-রুম
লেবি
লেবেল
লেভেল
লেমন
লেমোনেড
লেয়ার
লোকাল
লোকেশন
লো-কোয়ালিটি
লোড
লোদ
লোন
লোপ্রেসার
লোল্যান্ড
লোশন
ল্যাকটোজ
ল্যাট্রিন
ল্যাঙ্ক
ল্যাবরেটরী
ল্যাম্প
ল্যাম্প-পোস্ট

স

সকেট
সনেট
স-মিল
সয়েল
সরি
সর্টকাট
সর্টহ্যান্ড
সলভেন্ট
সলিড
সস
সসিওলজি
সাইকেল
সাইরেন
সাইকলজি

Dhaka University Institutional Repository

সাইলেনসার
সাইজ
সাইড
সাইড-ইফেক্ট
সাইনাস
সাইনোসাইটিস
সাইট্রিক-এসিড
সাইন
সাইন-বোর্ড
সাইক্লোন
সাইক্লোস্টাইল
সাজেশন
সানসেট
সানগ্লাস
সানলাইট
সান্ত্রী
সাপ্লাই
সাপ্লায়ার
সাপ্লিমেন্টারি
সাবসিডি
সাবসিডিয়ারী
সাব-এডিটর
সাব-কন্ট্রাক্টর
সাব-ইন্সপেক্টর
সাব-মেরিন
সাব-অর্ডিনেট
সাব-রেজিস্টার
সারেন্ডার
সার্কেল
সার্কেল অফিসার
সার্কুলার
সার্কিট-হাউজ
সার্কাস
সাব্জেক্ট
সার্জন
সার্জারি
সার্টিফিকেট
সার্টিন
সার্ভে
সার্ভেয়ার
সার্ভিস
সার্ভিস-হোল্ডার
সার্ভেন্ট
সার্ভেন্ট কোয়ার্টার
সাসপেন্ড
সায়েন্স
সায়েন্স-ল্যাবরেটরী
সিআইসীট
সিওরিটি
সিকরেড
সিগনাল
সিগারেট
সিট
সিটি রুম
সিডিউল
সিনেট
সিনেটর
সিনিয়ার
সিনেমা
সিক্কিকেট
সিফিলিস
সিভিল
সিমেন্ট
সিম্পাঞ্জী
সিম্বল
সিম্বলিক
সিরিয়াস
সিরিঞ্জ
সিরিজ
সিরামিক
সিরাপ
সিলভার

Dhaka University Institutional Repository

সিলিন্ডার
সিলেবাস
সিল্ক
সিংক
সিংগেল
সীজ
সীট
সীন
সীরিয়্যাল
সীল
সীলিং
সুইসাইড
সুইমিংপুল
সুগার
সুট
সুটকেস
সুপ
সুপারিনটেনডেন্ট
সুপিরিয়র
সুপার
সুপার হিট
সুপারভাইজার
সুপ্রীমকোর্ট
সুরকি
সুয়িচ
সুয়িচ বোর্ড
সেইফ
সেকশন
সেকেন্ড
সেক্টর
সেক্স
সেক্রেটারী
সেট
সেমিটারী
সেন্ট
সেন্সলেস
সেন্টিমেন্টাল
সেন্টিগ্রাম
সেন্টার
সেন্সর
সেন্সরশীপ
সেন্টিগ্রেড
সেন্টিমিটার
সেন্টাল
সেপটিক
সেপ্টেম্বর
সেমিকোলন
সেরিমেল
সেরিকালচার
* সেরাং
সেলুন
সেলসগার্ল
সেল্যুট
সেশন
সোডা
সোডিয়াম
সোফা
সোল এজেন্ট
সোল ডিস্ট্রিবিউটর
সোসাইটি
সোয়েটার
সোয়ারেজ
স্যাকারিন
স্যানসার
স্যাক্সেল
স্যাক্সউয়িচ
স্যাম্পল
স্যালাড
স্যালাইন
স্কার্ট
স্কীন
স্কীম
স্কুল

Dhaka University Institutional Repository

স্কেচ
স্কোপ
স্কোয়াড্রন
স্ক্রীপ্ট
স্ক্রু
স্ক্রু-ড্রাইভার
স্টক
স্টক এক্সচেঞ্জ
স্টপওয়াচ
স্টপিজ
স্টল
স্টাফ
স্টাইল
স্টাইপেন্ড
স্টাবলিস
স্টাবলিসমেন্ট
স্টিমেট
স্টীম-ইঞ্জিন
স্টীমার
স্টীল-মিল
স্টুডিও
স্টুয়ার্ড
স্টেজ
স্টেটাস

স্টেট
স্টেটিসটিকস
স্টেডিয়াম
স্টেথেসকোপ
স্টেনসিল
স্টেনগান
স্টেনোগ্রাফার
স্টেপলার
স্টেরিলাইজ
স্টেশন
স্টেশন-মাস্টার
স্টেশনারি
স্টোভ
স্টোর-রুম
স্ট্যাটাস
স্ট্যান্ড
স্ট্যান্ডার্ড
স্ট্যাম্প
স্ট্রেলার
স্ট্রং
স্ট্রংরুম
স্ট্রাইক
স্ট্রাইকার
স্ট্রীট
স্ট্রীটবয়
স্ট্রেচার

স্ট্রোক
স্প্রাই
স্পিরিট
স্পীকার
স্পীড
স্পেশাল
স্পোর্টস
স্প্রে
স্প্রেয়ার
স্মল পক্স
স্মাগলার
স্মার্ট
স্মার্টনেস
স্মোকার
স্লাইস
স্লিপার
স্লিপিংপীল
স্লিম
স্লুইচগেট
স্লেট
স্লো
স্লোগান

Dhaka University Institutional Repository

হ

হকার

হট-কেরিয়ার

হট-প্যাটিস

হন্দর

হর্ণ

হরমোন

হল

হসপিটাল

হাইওয়ে

হাইকমিশন

হাইস্কুল

হাইকোর্ট

হাইজ্যাক

হাইড্রোজেন

হাইড্রকসাইড

হাইপ্রেসার

হাইফেন

হাউজ

হাউজ-ওয়াইফ

হাউজ-টিউটর

হাউজিং

হাউজিং-সোসাইটি

হাকিম

হার্ট

হার্ট-ডিজীজ

হার্টফেল

হার্টএটাক

হাফ

হাফ-পে

হাফ-ইয়ার্লি

হার্ড-ওয়ার

হার্নিয়া

হার্মফুল

হার্মোনিয়াম

হারিকেন

হাসপাতাল

হায়ার

হিট

হিটার

হিপনোটাইজ

হিমোগ্লোবিন

হিস্টিরীয়া
হিস্টি

হিয়ারিং

হুক

হুয়িল চেয়ার

হুইসেল

হুপিং কফ

হেড ক্লার্ক

হেড মাস্টার

হেড অফিস

হেড লাইন

হেড লাইট

হেড কোয়ার্টার

হেম

হেরিডিটারি

হেলপার

হেলথ-অফিসার

হেয়ার-ড্রায়ার

হেয়ার-ড্রেসার

হেয়ার-টনিক

হেয়ার-স্প্রে

হোটেল

হোমিওপ্যাথি

হোল সেল

Dhaka University Institutional Repository

হোল্ড

হোল্ডার

হোল্ডিং ট্যাক্স

হোলি ডে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় আগত তুর্কী শব্দাবলী

Dhaka University Institutional Repository

আ

আগা
আতালিক
আফিমচী
আফেন্দী
আরজবেগী
আলতমগা

ই

ইলচী

উ

উজবুক
উর্দি

ক

কখি
কলকা
কলগা
কইচা
কাজ
কানাত
কাবু
কাঁচি
কুরনিশ
কুলি
কেরবাল
কোর্তা
কোর্মা
কোঁতকা
ক্রোক

খ

খাকান
খাজাখী
খাতুন
খান
খানম
খানাতালাশ
খানাতালাশী
খোকা

চ

চওগা
চকমক
চকমকি
চাকু
চিক
চিলমচী
চী
চোগল
চোগা

জ

জির্গা

ঝ

ঝকমক

ঠ

ঠাকুর

ত

তক্‌মা
তমগা
তাগাড়
তালাশ
তুড়ুক
তুরক
তুরুক

Dhaka University Institutional Repository

তুর্ক

তোপ

দ

দাদা

দারোগা

ন

নানা

নানী

প

পাশা

ব

বকশী

বাবা

বাবুর্চী

বারুদ

বাহাদুর

বুচকা

বেগ

বেগম

বোগদা

ম

মুচলিকা

মোগল

ল

লাশ

স

সওগাত

সুলতান

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় আগত পর্তুগীজ শব্দাবলী

Dhaka University Institutional Repository

আ

আচার
আতা
আনারস
আলকাতরা
আলপিন
আলমারি
আয়া

ই

ইস্ত্রি
ইস্পাত

এ

এন্তার

ক

কপি
কাতান
কানেস্তারা
কাফ্রী
কাবাব
কামরা
কামিজ
কেদারা
কেরানী
এস্‌শ

খ

খানা

গ

গরাদ
গামলা
গির্জা
গুদাম
গোঁফ

চ

চাবি

জ

জানালা
জালা

ট

টোকা

ত

তামাক
তিজেল
তোয়ালে
তোলো

ন

নীলাম
নোনা

প

পরাত
পাউরুটি
পিপা
পিরিচ
পিস্তল
পেরু
পেরেক
পেয়ারা
পেঁপে
প্রমারা

Dhaka University Institutional Repository

ফ

ফর্মা

ফিতে

ফিরিঙ্গী

ব

বরগা

বয়া

বয়াম

বামন

বারান্দা

বালতি

বিনুি

বিস্কুট

বেহালা

বোতল

বোতাম

বোমা

বোম্বেটে

বেসালি

বেহালা

ম

মস্করা

মাইরি

মার্কা

মাস্তল

মিস্ত্রি

য

যীশু

র

রেস্ত

স

সপেটা

সাগু

সান্ত্রারা

সাবান

সালসা

সায়া

সুতি

সেকোঁ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় আগত অন্যান্য শব্দাবলী

Dhaka University Institutional Repository

ওলন্দাজ বা ডাচ শব্দ

ইসক্রাপন

ইসক্রুপ

তুরুপ

পিসপাস

রুইতন

হরতন

চিরতন

গ্রীক শব্দ

কেন্দ্র

সুরংগ

হোরা

চীনা শব্দ

চা

চিনি

লকেট

লিচু

সাম্পান

জাপানী শব্দ

রিকশা

হাসনু হেনা

ফরাসী শব্দ

আঁশ

ওমলেট

কার্তুজ

কুপন

বুর্জোয়া

মেনু

রেনেসাঁস

রেস্তোরা

রোঁদে

শেমিজ

সুরকী

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের আধুনিক যে বাংলা ভাষা তা তার বিকশিত রূপ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এ ভাষা এবং তারপর ক্রমাগত বিবর্তিত এবং বিকশিত হয়েছে। এ বিকাশের পেছনে কাজ করেছে অনেক বিদেশী ভাষা, বিশেষতঃ আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী। শুধু বিদেশী ভাষা নয়, বিদেশীদেরও অবদান রয়েছে আমাদের ভাষার বিকাশে।

তুর্কীরা যেমন ভারতে ফার্সী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ইংরেজরা তেমন প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইংরেজি ভাষাকে। বাংলা গদ্যের বিকাশে ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান কম নয়। হতে পারে সেটা তারা তাদের প্রয়োজনের টানে করেছে। কিন্তু তাদের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে - আমাদের বাংলা গদ্যের বিকাশের পথ প্রশস্ত হলো। আজ আমরা যেভাবে অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে এবং অবলীলায় বাংলা গদ্য লিখে চলেছি, যে ভাবে বলে চলেছি সেভাবে লিখতে কিংবা বলতে পারিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও।

যাই হোক, "বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব" শীর্ষক এম, ফিল অভিসন্দর্ভের সমগ্র আলোচনায় এটিই প্রমাণিত হয়েছে যে বিদেশী প্রভাব মূলতঃ শব্দগত। তাই একে বিদেশী প্রভাব না বলে "বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ" বললেও অসঙ্গত হতো না। তবে যেহেতু শব্দগত প্রভাব ছাড়াও অন্যান্য সাংগঠনিক কিছু প্রভাবও এসে গেছে তাই বিষয়টিকে 'বিদেশী প্রভাব' বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে করেছি।

বাংলা ভাষায় আরবী - ফারসী প্রভাবের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে - আরবী - ফারসী শব্দগুলো এমন ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তা সাধারণ জন জীবনের কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তার প্রমান হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে শুধু আধুনিক বাংলা ভাষায় নয় আঞ্চলিক ভাষা তথা উপভাষাগুলোতেও আরবী ফারসী শব্দ ঠাঁই করে নিয়েছে। কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো :-

নোয়াখালীর উপভাষার শব্দ

দমদমা (ফারসী)	নাদান (ফারসী)
একছের (ফারসী)	জুদা (ফারসী)
বরগ (ফারসী)	বেশুমার (ফারসী)

সিলেটি উপভাষার শব্দ

দামান (ফারসী)	নতিজা (আরবী)
কমবখত (ফারসী)	মকররর (আরবী)
জেল্লতী (আরবী)	জাকান্দানী (ফারসী)

আরবী-ফারসী শব্দগুলো বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে। কিছু শব্দ হুবহু আরবী কিংবা ফারসী রূপে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করার সময় কিছুটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। কিছু শব্দের মূল আরবী কিংবা ফারসী এবং সাথে বাংলা প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। কিছু শব্দের এক অংশ আরবী অন্য অংশ ফারসী। এ ধরনের কিছু উদাহরণ নীচে দেয়া হলো :-

বাংলায় হুবহু আরবী - ফারসী শব্দ

আরবী - ফারসী শব্দ	বাংলা শব্দ
ইদ্দৎ (আরবী)	ইদ্দৎ
ইনতিজাম (আরবী)	ইনতিজাম
জাদুগর (ফারসী)	জাদুগর

Dhaka University Institutional Repository

আরবী - ফারসী শব্দ	বাংলা
আরাম (ফারসী)	আরাম

বাংলায় কিছুটা পরিবর্তিত আরবী-ফারসী শব্দ ।

আরবী-ফারসী শব্দ	বাংলা
জনাজহ (আরবী)	জানাজা
তলীক্কহ (আরবী)	তালিকা
দর্দ (ফারসী)	দরদ
দরবীশ (ফারসী)	দরবেশ
লঙ্গর (ফারসী)	নোঙ্গর

মূল আরবী- ফারসী কিন্তু বেশ পরিবর্তিত ।

জমান (বাংলা শব্দ) = জম (আরবী + আন (বাংলা)

স্রেফ (বাংলা শব্দ) = সির্ফ্ (আরবী)

আরবী এবং ফারসী মিলে এক শব্দ

বাংলা শব্দ

সাহেব জাদা - সাহেব (আরবী) + জাদা (ফারসী)

দুনিয়া দারী - দুনিয়া (আরবী) + দারী (ফারসী)

মকদ্দমা বাজ - মকদ্দমা (আরবী) + বাজ (ফারসী)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষার প্রভাবের ক্ষেত্রেও ঠিক এ ব্যাপারটিই লক্ষণীয় । কিছু ইংরেজি শব্দ হুবহু এসে গেছে, কিছু শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত রূপে এসেছে ।

যেমন :- হুবহু ইংরেজি শব্দ

কোল্ড - ক্রীম, কেবিন, গ্যালারি, ভিজিট, রান-ওয়ে, বিল্ডিং, ক্যালেন্ডার, লঞ্চ, টেলিভিশন, ফুটবল ইত্যাদি ।

কিছুটা পরিবর্তিত ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
Hospital	হাসপাতাল
Doctor	ডাক্তার
Lantern	লণ্ঠন
Coach man	কোচোয়ান

এসব পরিবর্তনকে শুধু পরিবর্তন হিসাবে নয় বরং অন্য অর্থে বাংলা-ভাষার নিজস্ব রূপ করে নেবার প্রক্রিয়াও বলা যায়, একদিনে নয়, দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হতে হতেই যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । তাই সেসব বিদেশী প্রভাব আজ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ ।

এই অভিসন্দর্ভখানিতে যেসব আরবী-ফারসী শব্দের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার বেশীরভাগই এখন আধুনিক ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে । তাই অনেকের কাছেই এসব শব্দ সম্পূর্ণনূতন মনে হতে পারে । তবু ওইসব শব্দ দেওয়ার কারন - প্রথমতঃ এসব শব্দের অনেকগুলোকেই মধ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ বেশ কিছু শব্দ

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষায় ঠাঁই করে নিয়েছে ।

ইংরেজি শব্দের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই শব্দ সংখ্যায় আরও বাড়ানো যেত, কারন বিপুল পরিমানে ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে । কিন্তু তালিকায় কেবল সেসব শব্দই দেওয়া হয়েছে, যেগুলো বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ।

পরিশেষে 'বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব' সম্পর্কে একথাই বলা যায় যে – বাঙালী জাতি ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় হাজার বছর ধরে যেসব বিদেশী জাতি এবং ভাষার সান্নিধ্যে এসেছিল, বাংলা ভাষা মূলতঃ সেসব ভাষারই ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব এবং বাক্ সংগঠনগত দিক থেকে প্রভাবিত হয়েছিল । তবে বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব মূলতঃ শব্দগত ।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Dhaka University Institutional Repository

১। অপূর্ব কুমার রায় ' উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য'- ইংরেজি প্রভাব 'জিজ্ঞাসা' কলিকাতা-৯ । কলিকাতা-২৯, ১ম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর-১৯৭৬ ।

২। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস - বাঙ্গালা ভাষার অভিধান সঙ্কলিত ও সম্পাদিত । ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯, ডিসেম্বর-১৯৭৯ (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) ।

৩। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ' বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' রেনেঁসাস, ঢাকা, ১৯৮১ ।

৪। ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল - বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ, বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ জুন, ১৯৬৭ ।

৫। পরেশ চন্দ্র মজুমদার ' বাংলা ভাষা পরিক্রমা ' স্যারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা। ১ম খন্ড - ১ম প্রকাশ মাঘ, ১৩৮৩ ২য় খন্ড - ১ম প্রকাশ পৌষ, ১৩৮৬ ।

৬। পরেশ চন্দ্র মজুমদার ' সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ । স্যারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৮ ।

৭। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় - 'বিবিধ প্রবন্ধ' শ্রী ভবানী গোপাল সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা মর্ডাণ বুক এজেন্সী, ১৯৭৮ ।

৮। ভূদেব মুখোপাধ্যায় -সামাজিক প্রবন্ধ, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১ ।

৯। রফিকুল ইসলাম ' ভাষাতত্ত্ব' নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৫ ।

১০। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রশাসনিক পরিভাষা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

১১। রাজশেখর বসু সংকলিত -'চলন্তিকা' আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান ।
এম,সি,সরকার আন্ড সন্স লিঃ
১৫,বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট,কলিকাতা-১২ ,
অষ্টম সংস্করণ, ১৩৬২ ।

১২। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, মিত্রালয়, ১২,বঙ্কিম চাটুর্য্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, পরিবর্তিত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৯ ।

১৩। সুকুমার সেন,বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড - অপরার্ধ (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দ) ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৭০০০০৯,সংস্করণ-১৯৭৫ ।

১৪। সুকুমার সেন ' ভাষার ইতিবৃত্ত ' ইস্টার্ণ পাবলিশার্স,কলিকাতা,১৯৭৫ ।

১৫। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ' বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ' অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪ ।

১৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ' বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে ' । জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-৯, কলিকাতা-২৯, ১ম প্রকাশ-১৯৭৫ ।

১৭। Dr.Shaikh Ghulam Maqsud Hilali-Perso-Arabic Elements in Bengali, Central Board for Development of Bengali, Edited by Dr.Muhammed Enamul Haq,First Published January' 1967.

১৮। Dr. Abdur Rahim Khondkar
The Portuguese Contribution to Bengali Prose,Grammer & Lexicography. Bangla Academy Dhaka. First Edition 1976

Dhaka University Institutional Repository

১১। M.A.Qayyum - A critical Study of the early Bengali Grammers - Halhed to Haughton, The Asiatic Society of Bangladesh, December' 1982.

২০। Suniti Kumar Chatterji
The origin and development of Bengali Language,Volume I - II, 'Rupa & Co. '(by arrangement with London George Allen & Unwin Ltd.) 1979